কুরআনের আলোকে মানব জীবন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

কুরআনের আলোকে মানব জীবন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

স্মৃতি প্রকাশনী ঢাকা

www.pathagar.com

কুরআনের আলোকে মানব জীবন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

প্রকাশিকা

শরীফুন্নেছা

স্মৃতি প্রকাশনী, ঢাকা

৪৫১, মীর হাজীরবাগ, ঢাকা-১২০৪

ফোন ঃ ৭৪১১২৭০, ৭৪১৮৮০০

ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৪১৮৮০০

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০০৪ ইংরেজী

মাঘ ১৪১০ বাংলা

জিলহজ্জ ১৪২৪ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেট

ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪২২৪৯

প্রচ্ছদ

রফিকুল্লাহ গাযালী

মুদ্রণ

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র

Quraner Aloke Manob Jibon Written by Prof. Md. yusuf Ali Published by Sharifun Nesa, Smrity Prokashani, Dhaka. 451, Mirhajirbag, Dhaka 1204, First Edition : January-2004, **Price ; Taka One hundred only.**

www.pathagar.com

পারিবারিক

তামরীনা বিন

কুরআনের আলোকে
মানব জীবন

বই খানি

নিদর্শনস্বরূপ

উপহার দিলাম।

দস্তখত ------------

তারিখ ------------

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

১. মুমিনের পারিবারিক জীবন
২. মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য
৩. ইসলামী আন্দোলনমুখী পরিবার গঠন
৪. ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন
৫. অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম
৬. বাংলদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
৭. মুমিনের দাম্পত্য জীবন
৮. সন্তানের অধিকার ও পিতা-মাতার প্রতি করণীয়
৯. মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে আল কোরআন
১০. কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়
১১. ইসলামী আন্দোলনের অধস্তন দায়িত্বশীলদের করণীয়
১২. ইসলামী আন্দোলনে সামিল হবেন কেন এবং কিভাবে
১৩. ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির আত্মপর্যালোচনা ও মানোন্নয়ন
১৪. আধুনিক পরিবেশে ইসলাম (অনুবাদ)

যন্ত্রস্থ –

১. মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন
২. মুমিনের সামাজিক জীবন

www.pathagar.com

প্রকাশিকার কথা

আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনের আলোকে মানব জীবন বইখানি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। মানব জীবন কুরআনের আলোকেই গঠিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা মানব জীবনে রয়েছে ইহকাল ও পরকাল। পরকাল বা আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত, সার্থক ও কামিয়াব করতে হলে দুনিয়ার জীবনকে কুরআনের আলোকে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

কুরআনের আলোকে মানব জীবন বইটিতে আখেরাতের জীবনের সাফল্যের জন্য দুনিয়ার জীবনকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক গভীর মনোযোগের সাথে বিষয়টির উপর অধ্যয়ন করে বইটি রচনা করেছেন। সুধী সমাজ বইটির যথার্থ মূল্যায়ন করবেন বলে আশা করি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বইটিকে নির্ভুল করতে। এরপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সম্মানিত পাঠকবর্গ সে সব ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের পদক্ষেপ নেব, ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের সার্বিক কাজ লেখক তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সমাপ্ত করে গিয়েছেন। গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি। একদিকে লেখকের মৃত্যু, অন্যদিকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্যতম সহযোগী জনাব সিদ্দিক জামাল অসুস্থ থাকায় গ্রন্থটি প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এ কামনা করছি যেন তিনি তাঁর এ প্রচেষ্টার উত্তম প্রতিফল দান করেন।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

দুনিয়ার বুকে মানব জীবন এক মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের মেধা, মনন ও পরিশ্রমের ফলেই গড়ে উঠেছে দুনিয়াব্যাপী এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি। দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতার পেট থেকে সমাজবাদী সভ্যতার জন্ম হলেও আজ তা ক্ষয়িষ্ণু। পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতাও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের তালাশে ব্যস্ত। মুখে মুখে বা কাগজে কলমে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কথা বললেও বাস্তবে সে ব্যাপারে কোন কুল কিনারার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকার শক্তির দম্ভ বিশ্বকে করে তুলেছে ক্ষুব্ধ ও আশাহত। এমতাবস্থায় বিশ্বের ভবিষ্যত নির্ভর করে একটি যুক্তিবাদী, ভারসাম্যমূলক ও শান্তিকামী সিদ্ধান্তের উপর।

তেমনি একটি যুক্তিবাদী, শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক সত্যের সন্ধান দিয়েছে দেড় হাজার বছর আগে আল-কুরআন। কুরআনের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল সেই সপ্তম ও অষ্টম শতকে, যার রেশ আজো চলছে কম-বেশ। কুরআনের সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিই দুনিয়াকে উপহার দিয়েছিল শান্তির সমাজ, মানব চরিত্রকে গড়ে তুলেছিল একটি উন্নত মানদণ্ডে। কুরআনের সে অবিসংবাদিত অবদান বিশ্ব সভ্যতায় লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।

তাই 'কুরআনের আলোকে মানব জীবন'ই দিতে পারে মানুষের মুক্তির সন্ধান। কুরআনের আলোকে মাবন জীবনকে কুরআন দিয়েই বুঝতে হবে। হাদীসশাস্ত্র বা হাদীস সাহিত্য যদিও এর সহায়ক কিন্তু বিশুদ্ধতার স্বার্থে কুরআনের আয়াতের উপরই নির্ভর করা বাঞ্চনীয়। তাই আমি কুরআনের আলোকে মানব জীবন বইটিতে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতকেই অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছি। এক একটি অধ্যায়ে বহু সংখ্যক কুরআনের আয়াতের সমাবেশ ঘটিয়েছি। কারও কারও হয়ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এক একটি বিষয়ে কতটা গুরুত্ব প্রদান করেছেন তার নমুনা প্রকাশ করতেই আমার এ প্রয়াস। অবশ্য বিভিন্ন আয়াতে মূলকথা এক থাকলেও তার আগে পিছে আরো কথা থাকে যা বিভিন্ন, তা থেকে অবশ্য যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়

www.pathagar.com

সংগ্রহ করা যায়। তাই কুরআনের আলোকে মানব জীবন বইটি কুরআনের আয়াতে ভরপুর। এসব আয়াত থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বের করে উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটিতে এক একটি বিষয় নির্ধারণ করে এ সম্পর্কিত কুরআনে বর্ণিত সকল আয়াত উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। মানবীয় প্রচেষ্টা ও সন্ধানী দৃষ্টির বাইরে দু'চারটা আয়াত থেকে যেতে পারে, তবে সর্বাধিক সংখ্যক সংযোজন করার চেষ্টা করেছি। এটা কারো কাছে ভাল লাগতেও পারে, আবার কারো কাছে হতে পারে দৃষ্টিকটু। সে যাই হোক লেখকের স্বাধীনতার সুবাদে আমি এরূপই করেছি। চূড়ান্ত ফায়সালা দেয়ার মালিক পাঠক সমাজ। অবশ্য এ বইয়ের 'মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে আল কুরআন' ও 'আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়' নামে দুটি খণ্ড পুস্তিকা ইতোমধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে যা পাঠক সমাজে বেশ কাটতি লক্ষণীয়। মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ও নফসের তাযকিয়া নামে আরো একটি পুস্তিকা বের করার পরিকল্পনা নিচ্ছি।

'কুরআনের আলোকে মানব জীবন' একটি মৌলিক রচনা। বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ মানব জাতির হেদায়াতের তথা পথ প্রদর্শনের জন্য মানব জাতির নিকট এ কিতাব পাঠিয়েছেন। মাবন জাতির নিকট এ হলো স্রষ্টার সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। মুসলিম, অমুসলিম প্রতিটি মানুষের এ থেকে সত্য সন্ধান করে নিজ নিজ পথ বাছাই করা দরকার। গোটা কুরআন পাঠ করে মর্ম উদ্ধার করে এ কাজে সাফল্য অর্জন হয়তো অনেক কঠিন হতে পারে। তাই 'কুরআনের আলোকে মানব জীবন' বইটি এ কাজকে সহজ ও সহায়ক করার লক্ষ্যেই রচিত হয়েছে। কোন অমুসলমান এ বইটি পাঠ করবেন কি না জানি না তবে যে কোন মুসলমান বইটি পড়ে তার ঈমানকে মযবুত করার সুযোগ নিতে পারেন। মানুষের সৃষ্টি ও জন্ম, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, মানুষের শ্রেণী বিন্যাস, কলব ও নফসের প্রকারভেদ, নফসের তাযকিয়া, আল্লাহর ভালবাসা অর্জন, মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহী, হক ও বাতেলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা, আখেরাতের শেষ পরিণতিতে মানুষের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত লাভ ও শাস্তিস্বরূপ জাহান্নাম প্রাপ্তি – কুরআনের অসংখ্য আয়াত উল্লেখ করে সবিস্তারে বিষয়গুলো বইটিতে পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মৌলিকত্বের বিবেচনায় 'কুরআনের আলোকে মানব

www.pathagar.com

জীবন' বইটিই প্রথমে প্রকাশ পাওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু ইতোমধ্যে আমার লেখা 'মুমিনের পারিবারিক জীবন' বইটি বাজারে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ঐ বইটি রচিত হয়েছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে। বর্তমান বইটি যেহেতু মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য লেখা, তাই কেবলমাত্র কুরআনকেই ঐশীগ্রন্থ হিসাবে নির্ধারণ করে বইটি রচনা করা হয়েছে। অবশ্য অমুসলিমরা তো কুরআনকে স্রষ্টা প্রদত্ত কেতাব বলেই মানে না। তবুও যদি কেউ বইটি নিরপেক্ষ মন নিয়ে অধ্যয়ন করে তাহলে হয়ত সুফল পাওয়া যেতে পারে। অমুলিমের নিকট দাওয়াতী কাজে বইটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অবশ্য বইটির গুরুত্ব মুসলিম, বিশেষ করে তাকওয়া সম্পন্ন মুসলিমদের নিকটই অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে।

বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব দিলাম সহধর্মিনী শরীফুন্নেছাকে। তার সহানুভূতিসম্পন্ন সহযোগিতা না পেলে বইটি লেখাই সম্ভব হতো না। পরিবেশনের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় প্রকাশনীর পক্ষে সংস্থার সেক্রেটারী ছিদ্দিক জামাল বই প্রকাশে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। প্রুফ দেখা, সম্পাদনা ও অঙ্গসজ্জায় বন্ধুবর অধ্যাপক আর, কে, শাব্বীর আহমদ ও অনুজ আসাদ বিন হাফিজ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। প্রচ্ছদের ডিজাইনের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। সকলকে আল্লাহ তায়ালা যথাযথ মর্যাদা ও জাযা দান করুন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেজন্য পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবে কাম্য। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বইটিতে কিছু কিছু বিষয় খুবই সেনসিটিভ যেমন – রূহ, কলব ও নফস, মানুষের শ্রেণীবিন্যাস, হেদায়াত ও গোমরাহী, সাফল্য ও ব্যর্থতা এসব ব্যাপারে আমি অবশ্য কুরআনের আয়াতকেই অবলম্বন করেছি। তবে আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কারো কাছে কোন ভুল ধরা পড়লে আমাকে জানাতে অনুরোধ রইলো। যুক্তিগ্রাহ্য কোন সংশোধনী অবশ্যি গ্রহণযোগ্য হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেয়া হবে। অছাড়া বইটির মানোন্নয়নে কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকলে তাও আমাকে জানাতে কার্পণ্য করবেন না বলে আশা করি।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

মানব সৃষ্টি ও মানব জন্ম সম্পর্কে আল-কুরআন ১৭

- হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও বিবি হাওয়ার সৃষ্টি ১৭
- হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা ১৯
- শয়তান ও মানুষ ২০
- মানুষের জন্ম ঃ আল্লাহর এক কুদরত ২৪
- দুনিয়ায় মানুষের অবস্থা ৩২
- রাসূল ও মানুষ ৩৪
- আল-কুরআন ও মানুষ ৩৪
- মানুষের জীবন-মৃত্যু ও তকদীরের ফায়সালা ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে আল-কুরআন ৩৯

- মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে ৩৯
- মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ৪১
- মানুষের রয়েছে আকাঙ্খা ও চেষ্টা ৪২
- মানুষ ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ৪৩
- মানুষ ধন-সম্পদের মোহগ্রস্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে কঠোর ৪৪
- মানুষের জীবনে আসে পরীক্ষা কিন্তু সে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে না ৪৬
  - ✡ দুনিয়া পরীক্ষা ক্ষেত্র ৪৭
- মানুষকে চঞ্চল, অস্থির ও ধৈর্যহীন করে সৃষ্টি হয়েছে ৪৮
- মানুষ সংকীর্ণমনা, কৃপণ ও ঝগড়াটে ৪৯
- মানুষ অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞ ৫০
- মানুষ দুই প্রান্তিকে অবস্থান করে ৫১
  - ✡ মানুষের জীবনের দুটি দিক ঃ দুষ্কর্ম ও তাকওয়ার জীবন ৫২
- মানুষ নিজের সম্পর্কে অবহিত কিন্তু ওজর পেশ করতে অভ্যস্ত ৫৩

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে মানুষের শ্রেণী বিন্যাস ৬০

● মুমিন পর্যায়ের নাম ৬১

✡ মুসলিম, মুমিন, মুত্তাকী, মুহসিন, সালেহ, ফাসেক ৬১-৭৪

✡ কাফের ও ফাসেক, মুনাফিক, মুশরিক, তাগুত ও যালেম ৭৭-৯০

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে মানুষের রূহ ৯৪

● কলব ও নফসের প্রকার ভেদ ৯৫

● রূহ ৯৪

● নফস কি? ৯৭

● নফস ও ব্যক্তিসত্তা ১০০

● নফস ও দেহের কর্মসম্পাদনে কলবের ভূমিকা ও মানুষের প্রকার ভেদ ১০২

১. মুমিনের প্রশান্ত অন্তর ১০৩

২. ফাসেকের বাঁকা অন্তর ১০৬

৩. মোনাফেকের ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর ১০৮

৪. কাফেরের মোহর মারা ও তালা লাগানো অন্তর ১১২

● চিত্রের মাধ্যমে অন্তর ও নফসের অবস্থা ১১৯

● নফসের প্রকারভেদে মানুষের শ্রেণী বিভাগ ১২০

১. নফসে মোতমাইন্না-পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত নফস ১২১

২. নফসে লাওয়ামা- তিরস্কৃত ও মার খাওয়া নফস ১২৪

৩. নফসে আম্মারা বিসস্যু- মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদানকারী নফস্ ১২৯

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে মানুষের নফসের তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) ও প্রবৃত্তির দাসত্ব ১৩৮

● ব্যক্তি জীবনকে পবিত্রকরণের কর্মসূচী ১৪০

● 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নফসের তাযকিয়া হয় না ১৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায় ১৫৫

● আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না ১৫৬

● কাদেরকে আল্লাহ অপছন্দ করেন ১৫৭

● আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন কাদেরকে ১৬০

www.pathagar.com

✡ আল্লাহ্ তায়ালা শিরককারীদের মোকাবেলায় মুমিনদেরকে ভালবাসেন ১৬০
✡ আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন ১৬০
✡ তওবাকারীদেরকেও আল্লাহ্ ভালবাসেন ১৬১
✡ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন ১৬১
✡ আল্লাহ ভালবাসেন মোহসেনদেরকে ১৬২
✡ আল্লাহ ভালবাসেন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরকারীদেরকে ১৬৩
✡ আল্লাহ্ ভালবাসেন ধৈর্যশীলদেরকে ১৬৩
✡ আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন ইনসাফকারীদেরকে ১৬৪
✡ আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন আল্লাহ্‌র পথে লড়াইকারীদের ১৬৫
✡ আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদেরকে যারা নবীর অনুসারী ১৬৫
● আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করা যাবে কিভাবে ? ১৭১

সপ্তম অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহী ১৮২
● হেদায়াতের প্রধান উৎস আল-কুরআন ১৮২
● হেদায়াতের দ্বিতীয় উৎস রূহ ১৮৭
● হেদায়াতের তৃতীয় উৎস রেসালাতের শিক্ষা ১৮৮
● হেদায়াত প্রাপ্তদের ধরন ও বৈশিষ্ট্য ১৮৯
● গোমরাহীর ধরন ও প্রকৃতি ১৯৩
● হেদায়াত বা গোমরাহী আসে কিভাবে ? ১৯৯
● আল্লাহ জানেন কে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং কে গোমরাহ ২০৩
● হেদায়াতেব জন্য প্রার্থনা ২০৫
● কারা হেদায়াত পাওয়ার অযোগ্য ২০৬
● কারা হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য ও হকদার ২০৭

অষ্টম অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা ২১০
● মানব জীবনে সাফল্য আসে কিভাবে ? ২১০
✡ ঈমান - আকিদায় ২২১
✡ আমল ও কর্ম সম্পাদনে ২২২
● মানব জীবনের ব্যর্থতা ২২২
✡ ঈমান-আকিদায় ২৩৩
✡ আমলের ক্ষেত্রে ২৩৪

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

আল-কুরআনে হক ও বাতেলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ২৩৫

- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া ২৩৭
- রিসালাতের পয়গাম ও শয়তানী চক্রের বিরোধিতা ২৩৯
- আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীন এখতিয়ারের মাধ্যমেই দু'দল স্ব-স্ব কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে ২৪০
- সত্যপন্থীদের দায়িত্ব আল্লাহর দাসত্ব ও খেলাফত কায়েম করা ২৪২
- হক ও বাতেলের মোকাবেলা ২৪৮
- হক ও বাতেলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, জেহাদ ও লড়াই ২৫০
- হক বাতেলের লড়াই চিরন্তন ২৫৩

দশম অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে নেক্‌কার মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত লাভ ২৫৯

- জীবনের সাফল্যের ফলাফল ঃ পুরস্কার তথা জান্নাত লাভ ২৫৯
- মানব জীবনের শেষ পরিণতি ২৯৮
  - ✡ ঈমান-আকিদা ২৯৮
  - ✡ যে সব গুণের (আমলের) কারণে জান্নাত প্রদান করা হবে ২৯৯
  - ✡ দুনিয়ায় প্রদত্ত পুরস্কার ৩০২
  - ✡ আখেরাতে প্রদত্ত পুরস্কার ৩০৩

একাদশ অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে বদকার মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম প্রাপ্তি ৩০৬

- জাহান্নামীদের ঈমান-আকিদা ৩৩১
- আমল ৩৩২
- কাফেরদেরকে দুনিয়ায় যে সব শাস্তি দেয়া হবে ৩৩৪
- কাফেরদেরকে আখেরাতে যে সব শাস্তি প্রদান করা হবে ৩৩৫

❖❖❖

www.pathagar.com

ভূমিকা

কুরআনের আলোকে জীবন গঠন

আল কুরআন মানব জাতির প্রতি মহান স্রষ্টার সর্বশেষ ঐশিগ্রন্থ। এ হলো বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ, ঐশি হেদায়াতনামা। মানব জাতির হেদায়াত, আলোর সন্ধান দান ও মুক্তি বিধানের জন্য এর আগমন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বাণীবাহক। কুরআনের আবির্ভাবের পরপর, কুরআনের ভিত্তিতে সেই সপ্ত দশকে গড়ে উঠেছিল এক বিস্ময়কর বিশ্ব সভ্যতা। যার রেশ আজো দুনিয়ার বুকে কম-বেশী বিরাজমান। কারণ কুরআন বিশ্ব মানবতাকে ডাক দিয়েছিল একটি সৎ, সুস্থ ও রুচিবান সমাজের দিকে, মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে। কুরআন চেয়েছিল একটি রুচিবান সভ্যতার বিকাশ সাধন করতে, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে।

কিন্তু দুনিয়ার সকল মানুষ কোনদিনই কুরআনকে গ্রহণ করেনি, কুরআনের উপর ঈমান আনেনি। মূলতঃ বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহতেই তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। কুরআনের আলোকে জীবন গঠন, কেবল মাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা বিশ্বজগতের প্রভু, মহান আল্লাহর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান পোষণ করেন, ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত ঐশি গ্রন্থ কুরআন প্রেরণের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান ও আস্থা পোষণ করেন, প্রতিটি ব্যক্তির আল্লাহ্ প্রদত্ত তকদীরের ভিত্তিতে দুনিয়ায় স্ব স্ব এখতিয়ার অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে ইহকালীন জীবনের পর আখেরাতের জীবনে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার স্বরূপ জাহান্নাম বা জান্নাত লাভের প্রতি হন আস্থাশীল। অবশ্য কেবলমাত্র ঈমানই যথেষ্ট নয় বরং কুরআনের ভিত্তিতে ব্যক্তির আমলী জিন্দেগীও গড়ে তুলতে হবে। তাই কুরআনের প্রতি যথার্থ ঈমান, কুরআনকে বুঝা, উপলব্ধি করা ও কুরআনের শিক্ষানুযায়ী জীবন গঠনই হলো কুরআনের আলোকে জীবন গঠনের জন্য জরুরী ও মৌলিক প্রয়োজন।

আমরা কুরআনের আলোকে মানব জীবন পর্যায়ে যেসব আলোচনা রেখেছি তাতে কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি-মানুষের জন্ম, দুনিয়ায় মানুষের অবস্থা,

www.pathagar.com

আল কুরআনে মানুষ, মানব সৃষ্টি আল্লাহর এক ফায়সালা, শয়তান ও মানুষ, মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও তকদীরের ফায়সালা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত– এ সব আলোচনা দিয়ে সূচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনের উক্তিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। দুনিয়া মানুষের কাছে মনোমুগ্ধকর। মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ, মানুষ তাড়াহুড়াকারী, মানুষ ঝগড়াটে, মানুষের ধন-সম্পদের প্রতি অত্যধিক মায়া-মহব্বত ও মোহগ্রস্ততা আছে, মানুষ চঞ্চল, অস্থির, লোভী ও ধৈর্যহীন, কুরআনের বাহক মানুষ দুনিয়ায় স্ত্রী-পরিজন নিয়ে বসবাস করে। মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু সে নিকৃষ্টতম জীবেও পরিণত হয়ে যায়। মানুষ আল্লাহর রহমত পেলে আনন্দিত হয় কিন্তু মন্দ কিছু পেলে করে নাফরমানী, মানুষের জীবনে রয়েছে দুটি দিক– দুষ্কর্ম ও তাকওয়া ভিত্তিক জীবন। মানুষ অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা করে ও সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায়। বস্তুতঃ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ক্লেশের মধ্যে, মানুষের জীবনে আসে অনেক পরীক্ষা কিন্তু অনেক সময় সে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে না, মানুষ নিজের ব্যাপারে অবহিত কিন্তু সে সর্বদাই ওজরখাহী করতে অভ্যস্ত– মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এ ধরনের যে সব উক্তি ও মন্তব্য করেছেন, তা আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে মানুষের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মানুষকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে– মু'মিন, মোনাফেক ও কাফের। মুমিনের আবার রয়েছে মুসলিম, মুত্তাকী, মুহসেন, সালেহ ও ফাসেকের পরিচিতি আর কাফেরের পরিচিতিতে রয়েছে মোনাফেক, মোশরেক, তাগুত, যালেম ও ফাসেক। এসবেরও যথারীতি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, রূহ, নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণের দৃষ্টিতে মানুষের প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। রূহ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঐশী বস্তু যার কারণে মানুষ জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়। জীবনে চলে সে নফসের অনুশাসনে। মানুষের নফসে আম্মারা মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদানকারী, নফসে লাওয়ামা– সংশোধনকারী নফস, ও নফসে মোতয়েন্না– পরিশুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত নফস– এ তিন প্রকার হয়ে থাকে। এ নফসের ভূমিকার কারণেই কোন নফস প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার কোন নফস প্রবৃত্তিকে করে নিয়ন্ত্রণ। এ অধ্যায়ে এ সব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পঞ্চমত, তাযকিয়ায়ে নফসের আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূল (সাঃ) ও কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে স্বীয় নফসকে পবিত্র করতে পারে আবার শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে প্রবৃত্তির খাহেশ মত চলে করতে পারে নফসকে অপবিত্র।

ষষ্ঠত, আল্লাহ তায়ালা কাদেরকে অপছন্দ করেন আর কাদেরকে ভালবাসেন সে কথা কোরআন বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সম্পদে উল্লসিত ব্যক্তি, ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গর্বিত, আত্মঅহংকারী, খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, কৃপণ, যালেম ও সীমালংঘনকারীকে অপছন্দ করেন।

আর আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, যারা পবিত্রতা অর্জনকারী, মোত্তাকী ও পরহেজগার, মুহসেন ও সৎকর্মশীল, ইনসাফ ও ন্যায় নিষ্ঠা কায়েমকারী, সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াইকারী, যারা ঈমানদারদের প্রতি দয়াদ্র ও কাফেরদের প্রতি কঠোর, তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে যারা ভয় করে না, সর্বোপরি যারা নবী ও কোরআনের অনুসারী।

সপ্তমত, আল কুরআনের আলোকে হেদায়াতের উৎস ও ধরন এবং হেদায়াত লাভের পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সাথে সাথে গোমরাহীর ধরন ও পন্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টমত, মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা আসে কিভাবে তা আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার পথ ও পন্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবমত কুরআন সম-সাময়িক মানব গোষ্ঠিকে দু'টি পক্ষে বিবাদমান অবস্থায় দেখিয়েছে– এক পক্ষ সত্যের পতাকাবাহী, অপর পক্ষ বাতেলের ধ্বজাধারী। হক ও বাতেলের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম মানব সমাজে চিরন্তন। কুরআনে রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ। যথাসম্ভব এসব বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষে মানব জীবনের শেষ পরিণতি জাহান্নাম অথবা জান্নাতের বর্ণনা এসেছে, যার উল্লেখ রয়েছে আল কোরআনের অসংখ্য আয়াতে।

এভাবে কুরআনের আলোকে জীবন গঠন পর্যায়ে বর্তমান পুস্তক থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের প্রকৃতি, মানুষের শ্রেণী বিন্যাস, নফসের প্রকারভেদ, প্রবৃত্তির অনুসরণ বা নিয়ন্ত্রণ, কলবের ভূমিকা, হেদায়াত ও গোমরাহী, সাফল্য ও ব্যর্থতা, হক ও বাতেলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম এবং

www.pathagar.com

মানব জীবনের শেষ পরিণতি- জান্নাত বা জাহান্নাম- এসব আলোচনা থেকে কুরআনের আলোকে জীবন গঠনের যথার্থ নির্দেশনা লাভ মোটেও কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এর জন্য প্রয়োজন যথার্থ চেষ্টা ও সাধনার। কুরআনের আলোকে কেউ জীবন গঠনে ব্রতী হতে পারে, আবার কেউ কুরআনের শিক্ষা বাদ দিয়ে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে কুরআন বিরোধী জীবন যাপনেও হতে পারে অভ্যস্ত।

মোটকথা, কুরআনের আলোকে জীবন গঠন করতে হলে কুরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে হতে হবে একজন খাঁটি মু'মিন। জানতে হবে মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ- ব্যক্তির দায়িত্ব ও করণীয়, ব্যক্তির ঈমান ও ইবাদত, ব্যক্তির আমল ও তার ফলাফল, ব্যক্তির পারিবারিক জীবন, জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী, সন্তান প্রতিপালন, তাদের অধিকার, পিতামাতার অধিকার ও দায়িত্ব, পারিবারিক জীবনে পর্দা, সুস্থ ও পবিত্র যৌন জীবন, ধন-সম্পদের মোহ ও পারিবারিক জীবন এবং পারিবারিক জীবনের শেষ পরিণতি, সামাজিক জীবনে আত্মীয়-প্রতিবেশীর অধিকার, সুস্থ ও সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবনের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি।

এ সব কিছু যথাযথভাবে জানতে হলে কুরআনের শিক্ষার সাথে সাথে হাদীসের শিক্ষার অনুসরণ ও অনুকরণও জরুরী। তাই কুরআন হাদীসের আলোকে মো'মিনের জীবনের পর্যালোচনা বিশেষভাবে জরুরী। তাই আমরা 'কোরআন-হাদীসের আলোকে মু'মিনের জীবন' পর্যায়ে মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন, মু'মিনের পারিবারিক জীবন ও মু'মিনের সামাজিক জীবন নামে তিনটি স্বতন্ত্র বই রচনায় আত্মনিয়োগ করলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সে চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মানব সৃষ্টি ও মানব জন্ম সম্পর্কে আল-কুরআন

গোটা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা তো মহান আল্লাহ। তিনি এক এবং একক। তিনি সৃষ্টি করলেন বিশ্ব-জাহান। ফেরেশতাকুল তার তাসবীহ-তাহলিলে নিয়োজিত। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন - اِنِّى جَاعِلٌ فِى الاَرْضِ خَلِيْفَةً 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব।' ফেরেশতাকুল অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বলে উঠলেন ঃ আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন ও তাসবীহ করে চলেছি, পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠালে তারাতো সেখানে মারামারি, কাটাকাটি ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ.

"তারা (ফেরেশতাগণ) বললেন, আপনি কি সেখানে (এমন কিছু) সৃষ্টি করবেন যারা ঝগড়া-ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে অথচ আমরা আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। (সূরা আল বাকারা-৩০)

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও বিবি হাওয়ার সৃষ্টি

হযরত আদম (আঃ) তথা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপার বলতে গিয়ে তার সৃষ্টির উপাদানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضَىٓ اَجَلاً ط وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ.

www.pathagar.com

“তিনিই তোমাদিগকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে সময়ের (মৃত্যুর সময়ের) নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাঁর নিকট আরেকটি সময় নির্দ্দিষ্ট রয়েছে (পুনরুত্থানের সময়)। তারপরও তোমরা সন্দেহ পোষণ কর।”

(সূরা আল আনআম-২)

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ.

“মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি হতে” (সূরা আস সাজদা-৭)

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ.

“নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আঠাল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।”

(সূরা আচ্ছাফফাত-১১)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

তিনি (আল্লাহ) এমন পাকানো মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন যা থেকে আওয়াজ উত্থিত হয়। (সূরা আর রাহমান-১৪)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফায়সালা মোতাবেক আঠাল মাটি পাকিয়ে শুকনো অবস্থায় আওয়াজ দেয় এমন মাটি দ্বারা হযরত আমদ (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। মোটকথা হযরত আদম (আঃ) তথা মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে যা মহান আল্লাহর এক ফয়সালা।

হযরত আদম (আঃ) ও হযরত বিবি হাওয়া পৃথিবীর আদি মানুষ। হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআনে তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিবি হাওয়ার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা তো কোরআনে দেখা যাচ্ছে না, তবে কোরআন একথা বলে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً -

“হে মানব সকল, তোমরা তোমাদের ঐ রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তা থেকে বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন”। (সূরা আন নেছা-১)

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে জানা গেল হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর তার একাকিত্ব ঘুচানোর জন্য আল্লাহই কুদরতে তারই মধ্য থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। এটা কিভাবে হলো তা আল্লাহর ভাল জানেন। তবে হাদীসে এসেছে পুরুষ প্রজাতির পাজরের হাড় থেকে স্ত্রী প্রজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে হিসাবে হযরত আদম (আঃ) এর পাজরের হাড় দিয়ে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি।

হযরত আদম (আঃ) কে আঠাল পাকানো শুকনা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে ঐ মাটির আওয়াজ সৃষ্টি হয়। এতে বুঝা যায় পুরুষ মানুষ শক্ত, কর্মঠ ও মযবুত দেহাবয়বের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি পরবর্তী পর্যায়ে বেহেশতের মনোরম পরিবেশে এবং তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে হযররত আদমের (সাঃ) সঙ্গদানের জন্য। তাই স্ত্রী জাতির শারিরীক গঠন ও প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে কোমল ও নরম। সঙ্গদানের জন্য মোহনীয় রুপ-সৌন্দর্য দিয়েই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বেহেশতে বসবাস করার জন্য বলা হয়েছে ঃ

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"এবং হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমাদের যেখান থেকে ইচ্ছা খাও কিন্তু এ গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না।"

(সূরা আল আরাফ-১৯)

প্রকৃতপক্ষে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার এক কুদরতী ফায়সালা। পরবর্তীতে নারী-পুরুষের মিলনে মানুষের জন্মের যে সিলসিলা সৃষ্টি হয়েছে তাও আল্লাহ তা'য়ালার আর এক কুদরতী ব্যবস্থা।

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা

হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পরবর্তী ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.

www.pathagar.com

"এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম এবং তোমাদেরকে আকৃতি প্রদান করলাম। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই তাকে সেজদা করল, (ইবলিস) সেজদাকারীদের মধ্যে ছিল না। তিনি (আল্লাহ) বললেন, যখন আমি তোমাকে আদেশ করলাম, তখন কিসে তোমাকে সেজদা করতে নিষেধ করল? সে (ইবলিস) বলল, আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" (সূরা আল আ'রাফ-১১-১২)

দেখা যায় মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের সাথে ইবলিসের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এবং আল্লাহর সামনেই। এ দ্বন্দ্ব শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব, ইবলিশ শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার কিন্তু আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা শয়তানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে না নিয়ে বরং তাকে হীন করতে চাইলেন।

শয়তান ও মানুষ

আল্লাহ তায়ালা শয়তানের সাথে কিরূপ আচরণ করলেন আর মানুষকে কিভাবে সম্মানিত করার শিক্ষা দিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে এসেছে এভাবে ঃ

আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ م بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ. وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَوَسْوَسَ

www.pathagar.com

لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ
اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَآ
اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا
الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ.

“নেমে যাও এখান থেকে, এখানে থেকে তুমি বড়াই অহংকার করতে পারনা, অতএব বেরিয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি হীনদের মধ্যে গণ্য। শয়তান বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্গত। শয়তান বলল যেভাবে আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, আমি সেভাবে আপনার সরল-সোজা পথে অবশ্যি বসে থাকব। অতঃপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে দিয়ে, পেছনে দিয়ে, ডানে দিয়ে এবং বামে দিয়ে। আপনি তাদের অধিকাংশকেই শোকর-গোজার পাবেন না। আল্লাহ বললেন, এখান থেকে অপমানিত ও ধিকৃত হয়ে বেরিয়ে যাও, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। আর হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর, যেখান থেকে খুশী তোমরা দু'জনে খাও, কিন্তু এ গাছটির নিকটেও যেওনা, যেন তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়। অতঃপর শয়তান তাদের দু'জনকে প্ররোচনা দিল যাতে তাদের দেহের পোষাক যা তাদেরকে আবৃত করে তাদের দেহকে গোপন করে রেখেছিল, প্রকাশ করে দেয় এবং সে (শয়তান) বলল, তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছটির ব্যাপারে নিষেধ তো এজন্য করেছেন যেন তোমরা ফেরেশতা হয়ে না যাও অথবা যেন এখানে চিরস্থায়ী হয়ে না যাও। সে কসম করে বলল যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হিতাকাঙক্ষী। অতঃপর সে তাদেরকে ধোকা দিয়ে নেমে আসার পথ করে দিল, যখন তারা গাছটির স্বাদ গ্রহণ করল, তাদের দেহের পোষাক খুলে পরস্পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা দুজনে

www.pathagar.com

বেহেশতের পাতা দিয়ে তাদেরকে গোপন করতে লাগলো। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে গাছটির ব্যাপারে নিষেধ করিনি এবং আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৩-২২)

সূরা বাকারার বর্ণনায় এসেছে ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰۤئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَاۤءِ هٰۤؤُلَاۤءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ لا فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

"এবং তিনি আদম (আঃ) কে প্রত্যেক বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সে সব ফেরেশতাদের সামনে রাখলেন এবং তাদেরকে বললেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এসব কিছু সম্পর্কে সংবাদ দাও। তারা বললেন আপনি পবিত্র, আপনি যা শিখিয়েছেন এর বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। আল্লাহ বললেন, হে আদম, তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাও, যখন আদম (আঃ) সে সবের নাম বলে দিলেন, তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আমি জানি আসমান ও জমীনের গোপন বিষয় এবং আমি জানি তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা কিছু তোমরা গোপন কর। (সূরা আল বাকারা ৩১-৩৩)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) কে বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়ে মানুষকে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করলেন। যার আরো প্রমাণ মিলে নিম্মের উদ্ধৃতি থেকে ঃ

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ - فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ

www.pathagar.com

كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

"অতঃপর যখন শয়তান তাদের দু'জনকে ধোঁকা দিয়ে তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে বের করে আনলো, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নেমে যাও, তোমরা পরস্পরে শত্রু এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে অবস্থান স্থল এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু সহায় ও সম্পদ। অতঃপর আদম (আঃ) তাঁর রবের নিকট থেকে কতিপয় বাক্য শিখে নিল, অতঃপর আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যদি আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে। তবে যে-ই সে হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। (সূরা আল বাকারা -৩৬-৩৮)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল আদম (আঃ) শয়তানের ধোঁকা খাওয়ার পর আল্লাহর নিকট থেকে তাওবার দোয়া শিখে নিলেন। দোয়াটির ব্যাপারে বলা হয়েছে সূরা আরাফে ঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

"তারা উভয়ে বললেন, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি, যদি আপনি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন, আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।"

(সূরা আল আ'রাফ -২৩)

এ ছাড়া দুনিয়ায় আগমনের সময় মানব জাতির প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত আসবে বলে আল্লাহ বলে দিলেন। এতে দেখা যায় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শয়তানের প্রতারণা ও প্ররোচনার ফাঁদ পার হয়েই জ্ঞানের পথে এগুনো যাবে। আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে থাকা অবস্থায়ই আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

فَقُلْنَا يَآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى -

"আমি (আল্লাহ) বললাম হে আদম, এ হলো তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু অতএব সে যেন তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে না দেয়, অতঃপর তোমরা কষ্টে নিপতিত হও।" (সূরা তাহা-১১৭)

শয়তানের ধোঁকা আর প্ররোচনায়ই আদি মানব আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে বেহেশত ছেড়ে এই কষ্টের দুনিয়ার জীবনে আগমন করতে হয়। এখানে আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াত মোতাবেক দুনিয়ার জীবন যাপন করলে, মানুষ পুনরায় সে বেহেশতে ফিরে যেতে পারবে। আর এর অন্যথা হলে, শয়তানের প্ররোচনা মোতাবেক দুনিয়ার জীবন যাপন করলে আখেরাতে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না।

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি কাহিনী থেকে আমরা যে সব জিনিস জানতে পারলাম তা হলো ঃ

(১) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক মাটি থেকে। কেয়ামত পর্যন্ত মানব সৃষ্টি হবে আল্লাহরই ইচ্ছায়।

(২) মানুষের চলার পথে ফেরেশতাকুল মানুষের সহযোগিতা করে যাবে। মানুষকে সেজদা করে এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে থাকি।

(৩) শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুষমন। তাই শয়তান মানুষের কল্যাণকামী সেজে মানুষকে ধোঁকা দেয়।

(৪) মানুষ ভুল করে ভুলের স্বীকৃতি প্রদান করে। আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করে।

(৫) শয়তান মানুষকে চতুর্দিক থেকে ধোঁকা দেয়, গোমরাহ করে।

(৬) আল্লাহর দেয়া সরল সোজা পথ থেকে বান্দাহকে সরিয়ে নেয়াই শয়তানের কাজ।

(৭) মানুষ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুনিয়ায় আসে। এই সময়কালে আল্লাহর হেদায়াত মত চললে কোন ভয়ের কারণ নেই।

মানুষের জন্ম ঃ আল্লাহর এক কুদরত

মহান আল্লাহ তাঁর ফায়সালা মোতাবেক কুদরতী পন্থায় হযরত আদম (আঃ) ও হযরত বিবি হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রী হিসাবে দুনিয়ায় বসবাসের জন্য। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাদের মিলনের মাধ্যমে মানুষের জন্মের ব্যবস্থা হল। আসলে প্রকৃতি জগতে সকল প্রাণী তথা জীব-জন্তু ও মানুষের জন্মব্যবস্থা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আসলে এও আল্লাহ-তায়ালার আর এক কুদরতী ব্যবস্থা। শুধু প্রাণী জগত নয় বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায়, বস্তুজগতেও সৃষ্টির জন্য positive (ইতিবাচক) ও negative (নেতিবাচক) প্রয়োজন।

মানুষের জন্ম কত রহস্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ও বিস্ময়কর! আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তি তাকে অনেক খানি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের জন্ম সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন আল কুরআনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْآ اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র কীট থেকে, অতঃপর রক্তপিণ্ড থেকে। তারপর তোমাদেরকে শিশু আকারে বের করে আনেন, তারপর তোমরা যৌবনে পৌঁছে যাও, এরপর তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে কেউ তো এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে আর কেউ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌঁছে যাও-আশা করা যায় তোমরা বিষয়টি অনুধাবন করবে।"

(সূরা মো'মিন-৬৭)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে শুক্র রূপে এক সুরক্ষিত স্থানে রক্ষিত রাখি। অতঃপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি, এরপর জমাট রক্তকে পরিণত করি গোস্তপিণ্ডে। এরপর গোস্তপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করি। আবার হাড়কে গোস্ত দিয়ে ঢেকে দেই। এরপর আমি তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। সুন্দরতম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ বরকতময় ।" (সূরা মু'মিনুন - ১২-১৪)

আল কুরআনে মানুষের জন্ম সম্পর্কে বহু জায়গায় কথা এসেছে। সূরা আলে ইমরানের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ـ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে জরায়ুর মধ্যে আকৃতি প্রদান করেন, যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন।"

অনুরূপভাবে সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ.

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে আকৃতি প্রদান করেছেন এবং ভারসাম্য দান করেছেন।" (সূরা ইনফিতার-৭)

সূরা আলে ইমরানের ৩৮ নম্বর আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর নিকট নেক সন্তান কামনা করেছেন এভাবে ঃ

قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ـ

"তিনি বললেন, হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একটি নেক সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।"

এমনিভাবে আল্লাহর নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট নেক সন্তান কামনা করে থাকেন।

মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে আল্লাহর হুকুমেই গর্ভাধারে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করে। কোরআনে পাকে সে সময়টির কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন সূরায়। মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা বলতে গিয়ে সূরা হজ্জের ৫ থেকে ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ـ

"হে (দুনিয়ার) মানুষ, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিহান হও, (তবে জেনে রেখো) যে আমরাই তোমাদিগকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে যা পূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে, অপূর্ণাকৃতিও হয়ে থাকে। যেন বর্ণনা করা যায় তোমাদের নিকট, আর আমরা যাকে ইচ্ছা করি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে (বীর্য) গর্ভাধারে স্থির করে রেখে দেই, অতঃপর আমরা তোমাদেরকে গর্ভাধার থেকে শিশুর আকারে বের করে আনি। যেন তোমরা পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্ত হও এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মৃত্যুবরণ কর আর কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যাও যেন তোমরা কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে আবার ভুলে না যাও।"

সূরা হজ্জের ৬৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ـ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন অতঃপর মৃত্যু প্রদান করেছেন এবং এরপর আবার জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।"

সূরা আল-মু'মিনুন এর ১২ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে মানুষের জন্ম প্রসংগে আরো সুন্দরভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

www.pathagar.com

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ -

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মাটির নিংড়ানো বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে যা ছিল এক সুরক্ষিত স্থানে। অতঃপর বীর্যকে জমাট রক্তে পরিণত করলাম এবং জমাট রক্তকে একটি মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত করলাম। অতঃপর মাংসপিণ্ডের মধ্যে হাড়ের সৃষ্টি করেছি এবং হাড়গুলোকে মাংসের আবরণে ঢেকে দিলাম। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুললাম। অতএব আল্লাহ মহান যিনি সুন্দরতম সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থান হবে।"

সূরা আস্ সাজদার ৭ থেকে ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِىٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَخَلْقَ الاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ. ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ -

"যিনি সুন্দরতমভাবে তার প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পাদন করেছেন এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দ্বারা, অতঃপর নিংড়ানো নিকৃষ্ট পানি দিয়ে বংশধারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আকৃতি প্রদান করেছেন এবং তার রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্তকরণ, তোমরা শোকর গোজার খুব কমই করে থাকো।"

সূরা ফাতেরের ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلاَ تَضَعُ اِلاَّ بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلاَيُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ

www.pathagar.com

اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

"এবং আল্লাহ তোমাদেকে মাটি থেকে এবং এরপর শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করেছেন। কোন নারীর গর্ভধারণ ও প্রসব আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে হয় না। কারো আয়ু বাড়ানো বা কমানো হয় না যা লওহে মাহফুজে লিখিত রয়েছে, আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।"

সূরা আবাসার ১৮ থেকে ২২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ. مِنْ نُّطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ. ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ. ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ. ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ـ

"কোন বস্তু হতে তাকে সৃষ্টি করানো হয়েছে? শুক্র থেকে। অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তার পথকে সহজ করা হয়েছে। অতঃপর তাকে মৃত্যু দান করা হয়েছে। পুনরায় তাকে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক জীবন দান করবেন।"

সূরা দাহর এর ১ থেকে ৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ن نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًام بَصِيْرًا. اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّاشَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ـ

"নিশ্চয়ই মানুষ এমন একটি কাল অতিক্রম করেছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই আমরা তাকে সংমিশ্রিত শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে তাকে আমরা বাছাই করি। কাজেই তাকে আমরা করেছি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। আমরা তাকে হেদায়াতের পথের সন্ধান দিয়েছি। অতঃপর সে হয় হবে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ।"

সূরা তারেকের ৪ থেকে ৭ নম্বর আয়াতে পর্যন্ত বলা হয়েছে ঃ

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ. يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ

www.pathagar.com

وَالتَّرَائِبِ.

"এমন কোন মানুষ নেই যার আমলের সংরক্ষণকারী কেউ (ফেরেশতা) নিযুক্ত নেই। অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিৎ কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে এক স্ববেগে নির্গত পানি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, যে পানি বুক ও পিঠের মধ্যস্থল থেকে বের হয়ে এসেছে।"

মানুষের জন্ম ও জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে এভাবে বিস্তারিত বলেছেন মহান আল্লাহ। আসলে মানুষের জন্ম সে তো কেবলমাত্র আল্লাহর এক ইচ্ছা। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন জন্ম হতে পারে না, হয় না। কেউ নিজের ইচ্ছায় দুনিয়াতে আসে না, আসতে পারে না। পিতা-মাতাও তাদের চেষ্টা-বলে সন্তান লাভ করতে পারে না, আল্লাহর ফায়সালাই কার্যকর হয়। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সুন্দর করে বলে দিয়েছেন।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ. فَلَمَّا اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلاً لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَا اٰتٰهُمَا ج فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তা থেকে তার সাথে একত্রে বসবাসের জন্য তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, অতঃপর যখন সে তার স্ত্রীকে ঝাপটিয়ে ধরল, স্ত্রীটি হালকাভাবে গর্ভধারণ করল। আর তা নিয়েই সে চলাফেরা করতে লাগলো। এরপর যখন সে ভারী হয়ে উঠল, তখন তারা তাদের রবের নিকট দোয়া করল, যদি আমাদেরকে একটি নেক ও সুস্থ সন্তান দান কর তবে আমরা শোকর গোজার হব। অতঃপর আমরা তাদেরকে একটি সুস্থ সন্তান দিলাম। আমরা যা দিলাম তাতে তারা শেরক স্থাপন করল। বস্তুত পক্ষে তারা যে শেরক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।" (সূরা আ'রাফ-১৮৯-১৯০)

www.pathagar.com

মানুষের জন্ম সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াতসমুহ থেকে যে সব তথ্য আমরা পেয়ে থাকি, আধুনিক কালে বিজ্ঞান সকল ব্যাপারেই হুবহু সে রায়ই প্রদান করেছে। এসব আয়াতের তথ্যসমূহ একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হলো ঃ

(১) মানুষকে মাটি থেকে তথা মাটির নিংড়ানো নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
(২) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে একই প্রাণ থেকে পরে তা থেকে তার স্ত্রীকে বানানো হয়েছে।
(৩) স্বামী স্ত্রীকে ঝাপটিয়ে ধরে যৌন মিলনের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়।
(৪) স্বামী-স্ত্রী মিলনের ফলে পুরুষের বুক ও পিঠের মধ্যস্থল থেকে এক নিংড়ানো নিকৃষ্ট পানি বীর্য আকারে স্ত্রী ডিম্বাণুর সাথে সংমিশ্রিত হয়ে স্ত্রীর গর্ভে এক সুরক্ষিত স্থানে রক্ষিত হয়।
(৫) অতঃপর সংমিশ্রিত বীর্য ও ডিম্বাণু জমাট রক্তে পরিণত হয়।
(৬) অতঃপর জমাট রক্ত গোশত পিণ্ডে পরিণত হয়, যা পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতিও হয়।
(৭) অতঃপর গোশতপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি হয়।
(৮) অতঃপর হাড়কে গোশত দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।
(৯) আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন গর্ভাধারে সন্তানকে স্থির করে রাখেন।
(১০) তিনিই তাকে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি প্রদান করেন।
(১১) অতঃপর এক সুন্দরতম সৃষ্টিরূপে শিশু আকারে এক নেক ও সুস্থ সন্তান হিসাবে মায়ের পেট থেকে বের করে আনেন।
(১২) আল্লাহ উক্ত দেহে তার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়ে তাকে জীবন্ত করে তোলেন।
(১৩) মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারসাম্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে। মানুষের শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও অন্তকরণ আল্লাহ তায়ালাই বানিয়ে দিয়েছেন।
(১৪) শিশু অবস্থায় মানুষের এমন কিছু সময় যায় যখন তার উল্লেখযোগ্য কিছুই থাকে না।
(১৫) মা-বাপতো শিশুর জন্মের পূর্বে আল্লাহর নিকট নেক ও সুস্থ সন্তান কামনা করে কিন্তু তার জন্মের পরই তারা শেরক করা শুরু করে।
(১৬) মানুষকে আল্লাহ তায়ালা নর ও নারী জোড়া জোড়ারূপে সৃষ্টি করেছেন।
(১৭) শিশুর জন্মের পর কেউ যৌবন পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কেউ বৃদ্ধ পর্যন্ত আবার কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত ফলে তারা যা জানত, তাও জানে না।
(১৮) মানুষের আয়ু বাড়ানো বা কমানো হয়না বরং তা লওহে মাহফুজে লিখিত

www.pathagar.com

রয়েছে। ফলে কেউ যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।

(১৯) মানুষের আমল সংরক্ষণকারী নিযুক্ত রয়েছে তারা আমলনামা তৈরি করে হাশরের ময়দানে পেশ করবে।

(২০) মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় কেয়ামতে তাদেরকে জীবিত করা হবে।

তাই এ দুনিয়ায় মানব শিশুর জন্ম আল্লাহ তায়ালার এক মহা কুদরত। আর এ ধারা বা এর ধারাবাহিকতা চলছে অবিরাম। এ ধারাবাহিকতার নিয়ন্ত্রক যে মহান আল্লাহ তা বুঝা যায় এ থেকে যে, যুগ যুগ ধরে জন্মলাভ করছে মানুষ–নারী বা পুরুষ কিন্তু তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে সকল দেশে, সকল যুগে। এ ভারসাম্য বজায় রাখে কে? কে এর নিয়ন্ত্রক? এক মহাবিজ্ঞ ও পরম পবিত্র আল্লাহ পাকই দুনিয়ার বুকে এ সংখ্যাসাম্য ধরে রেখেছেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

তাই আমরা এ উপসংহারে পৌঁছতে পারি যে, হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টি আল্লাহর এক পবিত্র ফায়সালা, আর তার সংগী হিসাবে বিবি হাওয়াকে তা থেকেই আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পরবর্তীতে এ বিশ্ব জাহানে মানুষের বংশ বৃদ্ধির জন্য নারী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টির কুদরতী ব্যবস্থায়ই চলছে অবিরাম এবং চলবে কেয়ামত তক। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী যোনীতে নিক্ষিপ্ত পুরুষের বীর্যের মধ্যে হাজার হাজার শুক্রকীট থাকে, তা থেকে নির্দিষ্ট শুক্রকীটটি নির্দিষ্ট নারী ডিম্বাশয়ের সাথে মিলিত হওয়ার ফায়সালা তো আল্লাহই দিয়ে থাকেন আর এভাবেই মানুষের জন্ম হয়ে থাকে। তাই অবশ্যি মানুষের জন্ম আল্লাহর এক মহা কুদরত।

দুনিয়ায় মানুষের অবস্থা

মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ দুনিয়ায় বসবাস করে, সমাজ ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেনদেন সহ যাবতীয় কাজ কর্ম করে। শয়তান প্রকাশ্য দুষমন, নানাভাবে হিতাকাঙ্খী সেজে মানুষকে ধোঁকা দেয়, প্রতারণা করে। অধিকাংশ মানুষ শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয় কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাহগণ শয়তানের ধোঁকায় প্রতারিত হয় না। বরং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এভাবে কুরআনে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(১) আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী যারা চলে তারা মু'মিন;

(২) যারা আল্লাহর বিধানের খেলাফ চলে তারা কাফের;

www.pathagar.com

(৩) যারা মুখে মুখে মু'মিন কিন্তু ভেতরে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত তারা মোনাফেক। আল-কুরআনের সূচনা পর্বের ২য় সূরা, সূরা বাকারার শুরুতেই এ তিন প্রকারের বর্ণনা রয়েছে।

মুমিনগণ এ দুনিয়ায় ইসলামী সমাজের সাক্ষ্যদান করে, যে কথা সূরা বাকারায় বলা হয়েছে এভাবে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এবং এভাবেই আমরা তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যবর্তী উম্মত। যেন তোমরা দুনিয়ার মানুষের সামনে সত্যের সাক্ষ্যদান করো এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদান করেন।" (সূরা বাকারা -১৪৩)

এ ধরনের কোরআনের সমাজে সাক্ষ্যদানের অর্থ হলো দুনিয়ার মানুষের সামনে ইসলামী সমাজের শান্তি-শৃংখলা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পূত-পবিত্র একটি সমাজের উদাহরণ পেশ করা।

এমনি ধরনের একটি সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগকারী লোকদের জীবনে আসবে কঠিন পরীক্ষা যা বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

"অবশ্যি আমি পরীক্ষা করব তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা দ্বারা, ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফল-ফলাদি হানী দ্বারা, ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ"। (সূরা বাকারা-১৫৫)

মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করতে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করতে বলেছেন। সূরা বাকারার ৬১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ز وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

"হে মানুষেরা দুনিয়ার হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।"

(সূরা বাকারা -১৬৮)

www.pathagar.com

রাসূল ও মানুষ

দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ডেকে বলেন রাসূলের প্রতি ঈমান আন. তোমাদের কল্যাণ হবে। সূরা নিছার ১৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَامِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"হে দুনিয়ার মানব সকল, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যসহ রাসূল এসেছেন, অতএত তার প্রতি ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তাহলে (জেনে রেখো) আল্লাহর জন্যই রয়েছে আসমান ও জমীনে যা কিছু রয়েছে তা, আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়।"

আল কুরআন ও মানুষ

আল কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য। কোরআন বলে ঃ

اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ط هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ -

"তাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত, যা এক সুস্পষ্ট হেদায়াত এবং পার্থক্যকারী সত্য-মিথ্যার।" (সূরা বাকারা - ১৮৫)

মানুষ যদি আল কুরআনের সুস্পষ্ট হেদায়াত অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করে তাহলে দুনিয়ায় পাবে শান্তি এবং আখেরাতে পাবে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত। আর কুরআনকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির খাহেশ অনুযায়ী মনগড়াভাবে যারা চলবে, তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

মানুষের জীবন-মৃত্যু ও তকদীরের ফায়সালা

মানুষের মধ্যকার কে, কখন, কোথায়, কোন বাপ-মার ঘরে জন্মগ্রহণ করবে এর ফায়সালাতো মহান আল্লাহই করে থাকেন। মানুষের জন্ম প্রসংগে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কথা এসেছে। মানুষের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কেও সেখানে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে। এ প্রসংগে সূরা মুলকের প্রথম দিকেই বলা হয়েছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ. ن الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

"উচ্চ, মহান ও বরকতময় তিনি যার হাতে রয়েছে ক্ষমতা ও রাজত্ব এবং সর্ববিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে, তিনি মহা শক্তিশালী ও ক্ষমতাশীল।" (সূরা মূলক -১-২)

এ আয়াত থেকে জানা গেল মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর সময় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, আর এই জন্ম-মৃত্যু তথা মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো উত্তম আমলের তথা কর্মের পরীক্ষা।

মানুষ দুনিয়াতে এক ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রাণী, তাই সে এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা। সে ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে ভাল আমলও করতে পারে আবার পারে মন্দ আমলও করতে। সে দুনিয়ার অন্যান্য বস্তু নিচয়, গাছ-পালা ও জীব-জন্তুর মত নয়, যাদের কোন ইচ্ছা শক্তি ও ভাল-মন্দ বিবেচনা শক্তি নেই। তাই আখেরাতে তাদের কোন বিচার নেই। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি অনুযায়ী ভাল বা মন্দ কাজ (আমল) করার বিচার হবে। তাই মানুষের দুনিয়ার জীবনে চলছে আমলের পরীক্ষা। দুনিয়ায় সে ভাল আমল করলে, আখেরাতে পাবে পুরস্কার স্বরূপ বেহেশত, আর দুনিয়ায় খারাপ আমল করলে, আখেরাতে তার ফল স্বরূপ পাবে কষ্টদায়ক দোযখ। এ দিক থেকে মানুষের দুনিয়ার জীবন খুবই অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ।

অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতে মানুষের তাকদীর পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সম্পূর্ণ, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানেন। তাঁর নিকট সবই বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যত বলে তাঁর নিকট কিছু নেই। তার সকল কাজ পূর্ণ পরিকল্পনা মাফিক। তিনি যেহেতু ভবিষ্যত জানেন, তাই প্রত্যেক ব্যক্তি ভবিষ্যতে যা করবে তা লিখিত রয়েছে। হাদীসে দেখা যায় এক পর্যায়ে হযরত আদম (আঃ) বলছেন যে, 'তার সৃষ্টির পূর্বেই তো

www.pathagar.com

আল কুরআন লওহে মাহ্‌ফুজে সুরক্ষিত ছিল। যাতে লেখা রয়েছে শয়তান ও আদমের কাহিনী, শয়তান হযরত আদমকে ধোঁকা দিল, আর হযরত আদম ধোঁকায় পড়ে গেলেন' তাই যা ঘটার তা ঘটবেই। এ হলো তাকদীরের ব্যাপার যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে আছে।

কিন্তু মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন প্রাণী বলে মানুষ ইচ্ছা করে যে কাজ (আমল) করবে, তার বিচার ও ফায়সালা হবে এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধানের রদ করার কারো সাধ্য নয়।

মোটকথা, মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু এবং তাকদীর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যেহেতু মানুষ তার নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেই কার্য সম্পাদন করে, তাই তাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং বিচার ফায়সালা হয়ে তার পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারিত হবে। ইনসাফের দাবী এটাই। আল্লাহ তায়ালা কখনো কারো প্রতি যুলুম করবেন না। বরং মানুষ সৎ আমল বা বদ আমল যাই করুক আল্লাহ তায়ালা তাতে সহায়তা করে তার পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

“যে ব্যক্তি দান করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং উত্তম কথা বা কাজকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে, আমি তার সুখের জীবন লাভকে সহজ করে দেবো। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে, আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া হয়েছে এবং উত্তম কথা ও কাজকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আমি তার দুঃখময় কষ্টকর জীবন লাভকে সহজ করে দেবো।” (সূরা লাইল-৫-১০)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষের জীবন মৃত্যুর ফায়সালা যদিও আল্লাহই করেন কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ -

www.pathagar.com

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যুদান করবেন, অতঃপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে তুলবেন, নিশ্চয়ই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা হজ্জ-৬৬)

মানুষের জীবনে মন্দ অবস্থা, বিপদাপদ আল্লাহ তায়ালাই দিয়ে থাকেন, ভাল অবস্থা এবং সুখ-শান্তি ও নেয়ামতও আসে আল্লাহরই কাছ থেকে। কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাশোকরী করে থাকে।

পাক কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ط بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

"অতঃপর যখন কোন মানুষকে মন্দ অবস্থা স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন তাকে আমি আমার পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত প্রদান করি, সে বলে এতো আমাকে আমার জ্ঞানের কারণে দেয়া হয়েছে। বরং এ হলো একটি পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (সূরা যুমার-৪৯)

لَا يَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ. وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَابِجَانِبِهٖ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ.

"মানুষ কল্যাণ ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় পরিতৃপ্ত হয় না, আর কোন মন্দ তাকে স্পর্শ করলে, সে আশাহত ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। কোন বিপদাপদে

www.pathagar.com

পতিত হওয়ার পর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন রহমত প্রদান করি, সে অবশ্যি বলে উঠে-এতো আমার ব্যাপারে হওয়ারই কথা, আমি তো কেয়ামত সংঘঠিত হওয়ার কথা ধারণাও করি না, আর আমাকে যদি আমার রবের নিকট ফিরিয়েও নেয়া হয়, অবশ্যি সেখানে আমার অংশ থাকবে। এরপর যারা অবিশ্বাসী তারা যা কিছু করেছে, তাদেরকে অবশ্যই আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব। আর আমি যখন মানুষকে নেয়ামত প্রদান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার পার্শ্বও ফিরিয়ে নেয়। আর যখন কোন মন্দ তাকে স্পর্শ করে তখন সে লম্বা দোয়া শুরু করে দেয়।" (সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদা-৪৯-৫১)

উপরের আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল মানুষের মন্দ অবস্থা, দারিদ্র্য এবং সচ্ছল অবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্য সব আল্লাহরই দেয়া। মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও জীবন, জীবনের সকল কিছু আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু মানুষের জীবনে কৃত কার্যাবলীর জন্য তাকেই দায়ী হতে হবে এবং ভাল মন্দের ফলাফল তাকেই ভোগ করতে হবে।

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে আল কুরআন

মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করার জন্য আল কুরআনে বিশেষ হেদায়াত এসেছে যা অনুসরণ করে মানুষ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হতে পারে। আবার সে হেদায়াতকে পরিত্যাগ করে মানুষ সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীবেও পরিণত হতে পারে। কুরআনের পরিভাষায় সৃষ্টির সেরা خَيْرُ الْبَرِيَّه যেমন সে হতে পারে, তেমনি পারে সে شَرُّ الْبَرِيَّه সৃষ্টির নিকৃষ্ট হতে। এ ব্যাপারে মানুষের সৃষ্টিগতভাবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা প্রকৃতিগতভাবেই সে পোষণ করে থাকে। কিন্তু তাকে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। ফলে সে উত্তম মানুষে পরিণত হয়। আর যে এ সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না সে অধমই থেকে যায়।

বর্তমান নিবন্ধে, আল কোরআনে উল্লিখিত মানুষের সে সব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত এগারটি পয়েন্ট সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে মানুষের বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান পোষণ করে কুরআনের শিক্ষানুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলার প্রোগ্রাম নিতে পারলে, এসব সীমাবদ্ধতা মানুষকে হেয় ও দুর্বল করে রাখতে পারে না। তাই প্রথমে জানতে হবে, ঐ সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি। সীমাবদ্ধতাগুলো জেনে নিয়ে সেগুলো দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে করে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রমাণ পেশ করতে পারে।

মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে আল-কুরআনে বহু উক্তি করেছেন খোদ আল্লাহ তায়ালা। সে উক্তিগুলো বেশ প্রণিধান যোগ্য ও শিক্ষণীয়। আমরা নিম্নে সেই উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব।

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, বস্তুতঃ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (সূরা নিসা-২৮)

মানুষ তার জন্মের সময় সত্যিই বড় দুর্বল ও অসহায় থাকে। জন্মের পর পর সে না কথা বলতে পারে, না উঠতে বসতে পারে, সে হয় সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল, এমনকি অন্যের ইচ্ছাধীন। জন্মের সময় সে কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না, ফলে সে হয় সম্পূর্ণ অসহায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا.

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে এমন অবস্থায় বের করেন যে তোমরা কিছুই জানো না।" (সূরা নহল-৭৮)

মানুষ বড় হয়ে অনেকে খ্যাতিমান বা নাম করা কিছু হয় কিন্তু জন্মের সময় সে থাকে সম্পূর্ণ অনুল্লেখযোগ্য এক শিশু মানুষ। একটা সময়কাল পর্যন্ত সে এমনি অনুল্লেখযোগ্যই থেকে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا۔

"মানুষের উপর কি সময়ের এমন একটি অধ্যায় অতিবাহিত হয়ে যায়নি যখন সে উল্লেখ যোগ্য কিছুই ছিল না?" (সূরা দাহর-১)

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِّنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

"আল্লাহ তো সেই যিনি তোমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন, আবার শক্তি দান করার পর দুর্বল ও বৃদ্ধ করেছেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিশালী।" (সূরা রূম-৫৪)

www.pathagar.com

মানুষ জন্ম থেকেই দুর্বল। জন্মের পর অন্যান্য জন্তু জানোয়ার যেমন সহজেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। তাই আল্লাহ মানুষের সব কিছু হালকা করতে ইচ্ছুক।

পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে, সে কিছুই জানত না এমন অবস্থায় এবং এমন অবস্থায় যে, সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আল্লাহ তায়ালাই এ মানুষকে শক্তি সামর্থ্য দিয়ে শক্তিশালী করে তোলেন, তাকে চোখ, কান ও অন্তর দিয়ে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে জ্ঞানবান করে তোলেন। ফলে সে উল্লেখযোগ্য কিছু হয়ে উঠে। জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর দিয়ে থাকেন যেন তোমরা হও শোকর গোজার।" (সূরা নহল-৭৮)

এই জ্ঞান দ্বারা মানুষ আল্লাহকে জানবে, আল্লাহর কালাম কোরআন অধ্যয়ন করবে এবং সে হয়ে উঠবে একজন মোত্তাকী-পরহেজগার মানুষ এবং শক্তিশালী মযবুত এক মর্দে মুজাহিদ এটাই তো কাম্য।

তাছাড়া মানুষকে শিশুকালের দুর্বল অবস্থার পর যৌবনে শক্তি-সামর্থ্য দান করা হয়, আবার বৃদ্ধকালে সে দুর্বল হয়ে যায়।

মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে

মানুষের দেরী ও বিলম্ব সহ্য হয় না, সে তাড়াতাড়ি পেতে চায়। এমনকি নবী-রাসূলদের ঘোষণানুযায়ী আল্লাহর আযাবকেও মানুষ তাড়াতাড়ি পাওয়ার দাবী জানায়। সে আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে পেতে চায়। যেহেতু দুনিয়ার পাওনা নগদ, আখিরাতের পাওনা বাকী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط سَاُرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَاتَسْتَعْجِلُوْنِ -

"মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। শিগগীরই

www.pathagar.com

আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শন দেখিয়ে দিচ্ছি। তাই তাড়াহুড়া করো না।"
(সূরা আম্বিয়া-৩৭)

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ - وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ -

"কখনো নয়, বরং তোমরা তাড়াতাড়িকে (দুনিয়া) পছন্দ কর, আর আখিরাতকে ছেড়ে দাও।" (সূরা কিয়ামাহ-২০-২১)

اِنَّ هٰؤُلاَءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلاً -

"তারা তো দুনিয়াবী ও পার্থিব জীবনকে ভালবাসে আর তাদের সম্মুখের একটি ভারী দিবসকে ছেড়ে দেয়।" (সূরা দাহর-২৭)

এমনিভাবে দেখা যায় মানুষ নগদ বা তাড়াতাড়ি প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। আর সে জন্যেই তারা দুনিয়ার প্রাপ্তিকে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا، وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى -

"বরং তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দাও, অথচ আখিরাত হলো উত্তম ও স্থায়ী।" (সূরা আ'লা-১৬-১৭)

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً -

"মানুষ মন্দকে কল্যাণের মত ডাকে, আর মানুষ তাড়াহুড়াকারী।"
(সূরা বনী ঈসরাইল-১১)

মানুষের রয়েছে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা

মানুষ দুনিয়াতে বেশী বেশী পেতে চায়। সে অনেক কিছুর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আবার সে পাওয়ার জন্য চেষ্টাও চালায়। চেষ্টার মাধ্যমে সে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করতে পারে। আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতেও চেষ্টার প্রয়োজন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى صلے فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى -

"মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে তাই কি পায়? সুতরাং আল্লাহর জন্য পরকালও

www.pathagar.com

আর ইহকালও।" (সূরা নজম-২৪-২৫)

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى ۙ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى -

"মানুষের জন্য তার চেষ্টা দ্বারা অর্জনের অতিরিক্ত কিছুই নেই। আর তার চেষ্টারও (ফল) শিগগীরই দেখা যাবে।" (সূরা নজম-৩৯-৪০)

উপরের আয়াত দুটো থেকে জানা গেল মানুষের যেমন অনেক কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমনি পাওয়ার জন্য সে চেষ্টাও চালায়। চেষ্টার মাধ্যমে সে অনেক কিছু পেয়ে যায়। আবার তার সব আকাঙ্খা পূরণও হয় না। প্রকৃতপক্ষে আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আল্লাহর মদদ প্রয়োজন।

মানুষ ক্লেশের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে

মানুষের জন্ম কোন সুখকর পন্থায় হয় না বরং জন্মের সময় তার মাকে চূড়ান্ত টেনশনে থাকতে হয়। গর্ভসঞ্চার থেকে জন্ম পর্যন্ত মার জীবনে থাকে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। জন্ম সময়কার তীব্র বেদনা ও কষ্ট একমাত্র ভোক্তভোগী মা-ই অনুভব করে থাকেন। মানুষের জীবনে জীবন ধারণেও রয়েছে অশেষ ক্লেশ ও হয়রানী। শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট তাকে সয়ে যেতে হয়। সুখের সাথে সাথে দুঃখ আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "নিশ্চয়ই দুঃখ ও কষ্টের সাথে রয়েছে সুখ।" (সূরা ইনশিরাহ-৬)

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ -

"আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা বালাদ-৪)

মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান মত না চলায় জীবনে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। মানুষ অশান্তিময় জীবন কাটায়, আখিরাতে অপেক্ষা করে কঠিন আযাব। আবার দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানমত চলতে গিয়ে অথবা আল্লাহর বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নানা বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়। কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করে আখেরাতে সুখ-শান্তি লাভ করার পদক্ষেপ নিতে হয়। তাই সার্বিকভাবে মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্লেশের মধ্যেই কাটে।

www.pathagar.com

মানুষ ধন–সম্পদের মোহগ্রস্তও ধন–সম্পদের ব্যাপারে কঠোর

মানুষ বেশী বেশী ধনসম্পদ পেতে চায়, এমনকি ধনম্পদের জন্য সে ধ্বংস হয়ে যেতেও রাজী এবং অনেক ক্ষেত্রে সে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। ধন–সম্পদের মোহে পড়ে সে আখিরাতের সুখ শান্তিকে বিনষ্ট করে, দুনিয়ার জীবনকে করে তোলে অশান্তিময় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির খেলাফ।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ـ

"অধিক পাওয়ার নেশা মানুষকে ধ্বংস করেছে।" (সূরা তাকাসুর-১)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ-نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ-
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ـ

"ধ্বংস সেই ব্যক্তির যে অসাক্ষাতে নিন্দা করে আর সাক্ষাতে ধিক্কার দেয় যে ব্যক্তি ধনসম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে, সে ভাবে তার ধনসম্পদ তার নিকট চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা হুমাযাহ-১-৩)

তাই মানুষের উচিৎ ধনসম্পদের মোহে উন্মাদ না হয়ে, আল্লাহর উপর ভরসা করে চেষ্টা করে যাওয়া। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য যা নির্ধারিত তা অবশ্যি সে পেয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَامَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ لا
فَيَقُوْلُ رَبِّىٓ اَكْرَمَنِ. وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهٗ لا فَيَقُوْلُ رَبِّىٓ اَهَانَنِ. كَلاَّ بَلْ لاَّتُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ.
وَلاَتَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ
اَكْلاً لَّمًّا. وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّاجَمًّا.

"মানুষকে তার রব যখন পরীক্ষা করেন, তখন তাকে সম্মানিত করা হয় এবং তাকে নেয়ামত প্রদান করা হয়, সে তখন বলে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তাকে পরীক্ষা করা হয়, তখন তার রিজিক

www.pathagar.com

পরিমিত করা হয় এবং সে বলে আমার রব আমাকে অপদস্ত করেছেন। না, কক্ষনো তা নয় বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং মিসকীনের খাদ্য প্রদানকে উৎসাহিত কর না এবং উত্তরাধিকারের সম্পদ পুরোপুরি খেয়ে নাও এবং ধনসম্পদকে অত্যধিক মায়া-মহব্বত কর।" (সূরা আল ফজর-১৫-২০)

সূরা আদিয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ. وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ.

"নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের ব্যাপারে খুবই অকৃতজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সে নিজেই সাক্ষী এবং ধনসম্পদের ভালবাসায় সে খুবই কঠোর।" (সূরা আদিয়াত - ৬-৮)

অথচ মানুষের সর্বাধিক ভালবাসা থাকতে হবে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং সেই পথে জিহাদে। আল্লাহ তায়লা সূরা তাওবার ২৪ নাম্বার আয়াতে নবীকে জানিয়ে দিতে বলেছেন, দুনিয়ার মানুষ যেন জেনে নেয় ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

"বলে দাও, তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই বেরাদর, তোমাদের স্ত্রী বা স্বামী, তোমাদের অর্জন করা ধন-সম্পদ, তোমাদের সেই সব ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার আশংকা করছ, সেই সব ঘর-বাড়ী যা তোমাদের খুব পছন্দনীয়-যদি বেশী প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জেহাদ থেকে। তাহলে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ তায়ালা ফাসেক সম্প্রদায়কে ভালবাসেন না।"

এমনিভাবে মানুষের নিকট যদি ধনসম্পদের ভালবাসা, আল্লাহর ভালবাসার চেয়ে মযবুত হয়, তাহলে আল্লাহ তায়লা তাদেরকে ফাসেক হিসেবে গণ্য করেন এবং তাদের উপর আল্লাহর চরম ফায়সালা (আযাব) আসে।

www.pathagar.com

মানুষের জীবনে আসে পরীক্ষা কিন্তু সে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে না

কোরআন বলে মানুষের জীবনটাই পরীক্ষা, আমলের পরীক্ষা, ধন–সম্পদের পরীক্ষা, সন্তান-সন্ততির পরীক্ষা, বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা।

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম আমল করে।" (সূরা মুল্ক-২)

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা।" (সূরা তাগাবুন-১৫)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ -

"অবশ্যি তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা আমরা পরীক্ষা করে থাকি।" (সূরা বাকারা-১৫৫)

কোন বিপদাপদই আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে মানুষের উপর আপতিত হয় না, একথাও বলেছে আল কুরআন।

এসব পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের কি ভূমিকা হওয়া উচিত, আর কি হয়ে থাকে তা কোরআনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আল কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ. وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ -

"তার (মানুষের) রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তখন তাকে সম্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন, তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে আমার রব আমাকে অপমানিত করেছে।"

(সূরা ফজর -১৫-১৬)

www.pathagar.com

আল্লাহ যখন মানুষকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে আশাহত ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে আর লম্বা দোয়া করতে থাকে। কিন্তু যখনই আল্লাহ তাকে নেয়ামত দানে ধন্য করেন, তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং বলে এতো আমার জ্ঞানের কারণেই হয়েছে বা এতো হওয়ারই কথা, যা হওয়া স্বাভাবিক।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّه مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِىَ مَاكَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا صلے اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ.

"মানুষকে যখন কোন মন্দ অবস্থা পেয়ে বসে, সে তার রবকে একান্ত অনুগত হয়ে ডাকতে শুরু করে। অতঃপর যখন তার রবের পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত দানে তাকে ধন্য করেন, তখন ইতঃপূর্বে যে সে তার দিকে ডাকছিল সে কথা ভুলে যায় এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে। যা (প্রকারান্তরে) আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। বলে দিন, তোমার কুফুরী দ্বারা আরো কিছুকাল ভোগ করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি দোযখের বাসিন্দা।" (সূরা যুমার-৮)

✡ দুনিয়া পরীক্ষার ক্ষেত্র

এ পরীক্ষার ক্ষেত্রেই মোমেন বান্দাহ সর্বাবস্থায় (ভাল ও মন্দ) আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল রাখে, ভরসা করে এবং আল্লাহর বিধান মত চলতে অভ্যস্ত থাকে, পক্ষান্তরে কাফের ও মোনাফেকরা বিপদে আল্লাহকে ডাকে, আর সুদিনে আল্লাহকে ভুলে যায় ও আল্লাহর নাফরমানী করে বেড়ায়। এরাই আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দাহ।

মানুষ বিপদে আল্লাহকে ডাকে, বিপদ থেকে উদ্ধার হলেই আল্লাহকে ভুলে যায়।

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا ج فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى

www.pathagar.com

ضُرٍّ مَّسَّهٗ ط كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"মানুষকে যখন কোন কষ্ট-ক্লেশ পেয়ে বসে তখন মানুষেরা শোয়া, বসা ও দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহকে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন আমরা সে কষ্ট-ক্লেশ দূর করে দেই তখন এমনভাবে চলে যায় যেন কোন সময় কষ্ট-ক্লেশে আল্লাহকে ডাকেনি। এমনিভাবেই সীমালংঘনকারীদের নিকট, তারা যা করছে, তাকে সুশোভিত করে পেশ করা হয়।" (সূরা ইউনুস-১২)

সূরা ইউনুসে আরো বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْآ اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ. فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

"তিনি তো সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে জলে বা স্থলে পরিভ্রমণ করান যখন তোমরা জলযানে থাক আর অনুকূল পবিত্র বায়ু বয় যাতে তোমরা আনন্দিত হও, হঠাৎ যখন প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং চতুর্দিক থেকে ঢেউ এর পর ঢেউ আসতে শুরু করে এবং তোমরা মনে কর যে তোমরা (বিপদে) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছ, তখন তোমরা একান্ত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতে শুরু কর এবং দ্বীনকে কেবলমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত কর আর তারা বলে যদি আপনি আমাদেরকে এ (বিপদ) থেকে উদ্ধার করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব। অতঃপর সেই বিপদ থেকে যখন তাদেরকে উদ্ধার করা হয়, তখন তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহচারণ করতে থাকে।" (সূরা ইউনুস - ২২-২৩)

মানুষকে চঞ্চল, অস্থির ও ধৈর্যহীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে

সূরা মায়া'রিজে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا. وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا. اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ.

www.pathagar.com

"মানুষকে চঞ্চল, অস্থির ও ধৈর্যহীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি তাকে মন্দ পরিণতি পেয়ে বসে, তবে সে হা-হুতাশ করে, আর যদি ভাল পরিণতি পায় তাহলে কৃপণতা করে তবে নামাযীরা ব্যতীত।" (সূরা মায়া'রিজ-১৯-২২)

মানুষ যেহেতু চঞ্চল, অস্থির ও ধৈর্যহীন, তাই সে সহজে ঘাবড়িয়ে যায়, পেরেশান হয়ে পড়ে, হা-হুতাশ করে ও নিরাশ হয়ে পড়ে। মানুষের উচিৎ ধীর স্থিরভাবে কাজে এগিয়ে যাওয়া, সুস্থিরভাবে কাজ করা, ধৈর্যশীল হওয়া। আল্লাহ তায়াল মানুষকে ধৈর্যাবলম্বন করতে ও ধৈর্যশীল হতে উপদেশ দান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (সূরা বাকারা-১৫৩)

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, নামাযীরা এরূপ অস্থির ও ধৈর্যহীন নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা ছবর ও সালাতের সাথে সাহায্য কামনা করতে বলেছেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ. (সূরা বাকারা-১৫৩)

মানুষ সংকীর্ণমনা, কৃপণ ও ঝগড়াটে

মানুষ খরচের ভয়ে ভীত ও সংকীর্ণমনা আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ لَّوْاَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لاَّمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الاِنْفَاقِ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا.

"হে নবী বলে দিন, তোমরা যদি আমার রবের ধন-ভাণ্ডারের মালিক হতে তবে খরচের ভয়ে হাত গুটিয়ে নিতে, মানুষ বড়ই কৃপণ সংকীর্ণমনা।"

(সূরা বনী ইসরাঈল-১০০)

সূরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً.

"আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক বিষয় বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়াকারী।" (সূরা কাহাফ-৫৪)

মানুষ সংকীর্ণমনা হওয়ার কারণে দুনিয়াতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়। তার জীবনের সাফল্য আনয়নের জন্য সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠা একান্তভাবে কাম্য। সূরা

www.pathagar.com

তাগাবুনে আল্লাহ তায়ালা সে কথা বলেছেন এভাবে ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

"যে ব্যক্তি তার নফসের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারাই সফলকাম।" (সূরা তাগাবুন-১৬)

পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসায় বলেন ঃ

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ

"সন্ধিই (মীমাংসা) উত্তম, কিন্তু নফসসমূহ তো (মানুষকে) সংকীর্ণতায়ই নিয়ে যায়।" (সূরা নিসা-১২৮)

তাই মানব চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংকীর্ণতা, সাথে সাথে তার মধ্যে ঝগড়াটে স্বভাবও দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা সে কথা বলেছেন এভাবে ঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.

"(আল্লাহ মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন বীর্যবিন্দু থেকে, অতঃপর সহসাই সে হয়ে গেল এক সুস্পষ্ট ঝগড়াটে।" (সূরা আন-নহল-৪)

এ কারণেই দুনিয়াতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঝগড়া, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীতে ও ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া, সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে এবং দেশে-দেশে ঝগড়া, যুদ্ধ-বিগ্রহ। অবশ্য মানুষ সংকীর্ণমনার পরিবর্তে উদারমনাও হতে পারে। সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, প্রশস্ততার পথ ধরে উদারতার পরিচয় দিতে পারে। সে ঝগড়াটে স্বভাবকেও পরিবর্তন করে শান্তিপ্রিয় ও মানুষের কল্যাণকামীও হতে পারে। আল্লাহর আইন-বিধানকে মেনে নিয়ে সে হয়ে যেতে পারে শান্তিপ্রিয় শান্ত মানুষ।

মানুষ অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞ

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সহযোগিতা করেন নানাভাবে। কিন্তু মানুষ তা খেয়াল করে খুব কম বরং আল্লাহর দ্বীনের খেলাপ বহু কাজ সে করে। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ.

www.pathagar.com

"সে (মানুষ) যা চেয়েছে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তার সবই দান করেছেন, আল্লাহর নেয়ামত গণনা শুরু করলে তা তোমরা শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইবরাহীম-৩৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا.

"নিশ্চয়ই আমি আমার আমানত (কোরআন)কে স্থাপন করেছিলাম আসমান, যমীন ও পর্বতসমূহের উপর কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ভয়ে ভীত হয়ে গেল কিন্তু মানুষ তা বহন করল, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যাচারী ও অজ্ঞ।" (সূরা আহযাব-৭২)

আবার মানুষ ইনসাফকামী ও ন্যায়ের ধারক বাহকও হতে পারে। অকৃতজ্ঞতার পরিবর্তে সে হতে পারে শোকর-গোযার। অজ্ঞতা পরিহার করে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে।

মানুষ দুই প্রান্তিকে অবস্থান করে

মানুষ আল্লাহর রহমত পেলে আনন্দিত হয়, মন্দ কিছু পেলে না শুকরী করে।

সূরা শূরায় আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ م بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ.

"যদি তারা (ঈমান আনার ব্যাপারে) বিরত থাকে তবে আপনাকে রক্ষক করে পাঠানো হয়নি, আপনার দায়িত্ব কেবলমাত্র পৌঁছে দেয়া, আমরা যখন তাদেরকে অনুগ্রহ দান করি তখন তারা আনন্দিত হয় এবং যখন তারা মন্দ

www.pathagar.com

পরিণতি লাভ করে, যা তারা পূর্বাহ্নে কামাই করে রেখেছে (তার বিনিময়ে), তখন মানুষ হয় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা শূরা-৪৮)

উপরের দুইটি আয়াতে মানুষের দুই প্রান্তিকের কথা বলা হয়েছে। একদিকে মানুষ সুন্দরতম, আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য, আনন্দিত, অপর দিকে তারা অধঃপতিত, হীন ও ঘৃণ্য, মন্দ পরিণতি পেয়ে তারা লাঞ্ছিত ও নিরাশ।

✡ মানুষের জীবনের দু'টি দিক দুষ্কর্ম ও তাকওয়ার জীবন

মানুষের মধ্যে ২টি দল বিদ্যমান। এক দল দুনিয়ায় যত প্রকার খারাপ কাজে লিপ্ত, আরেক দল ভালো কাজে অভ্যস্ত। সূরা শামছে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"নফসের শপথ যা সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে এবং যাতে দুষ্কর্ম ও তাকওয়ার প্রবণতা নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতএব যে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করেছে সে সফলকাম, আর যে তাকে কলুষিত করছে সে হয়েছে বিফলকাম।" (সূরা আশ শাম্ছ - ৭-১০)

সূরা লাইলে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى. فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

"আর তিনি সে সব নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী। অতএব যে ব্যক্তি দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে এবং উত্তম জিনিষকে (দ্বীন) সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাকে আমি শান্তির সামগ্রী (বেহেশত) প্রদান করব। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে ও বেপরোয়া হয়েছে এবং উত্তম জিনিষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তাকে ক্লেশদায়ক বস্তু (দোযখের শাস্তি) প্রদান করব।" (সূরা লাইল ৩-১০)

www.pathagar.com

মানুষ নিজের সম্পর্কে অবহিত কিন্তু ওজর পেশ করতে অভ্যস্ত

মানুষ নিজে কি করে বেড়ায় সে কথা সে ভাল করেই জানে। তার মনের গহীনে কি কথা ঘুরে বেড়ায় তাও সে জানে কিন্তু সকল ব্যাপারেই সে ওজর পেশ করতে বেশ পটু। তার কাজের সে সাফাই গায় কিন্তু যদি তা ঠিক হয়নি বলে মনে করে, তখনই সে একটা ওজর খাড়া করে ফেলে। এমন কোন কাজ নেই যার ওজরখাহি পেশ করতে সে অক্ষম। কিন্তু কারণটা যথার্থ কি যথার্থ নয়, তা অবশ্যি বিবেচ্য বিষয়।

কাফের ও মোনাফেক সম্প্রদায়ও দুনিয়াতে তাদের কাজের ব্যাপারে আখিরাতে ওজরখাহি পেশ করবে কিন্তু তাদের হাত-পা-চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তবুও সে ওজর পেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ -

"মানুষ নিজের ব্যাপারে খুবই অবহিত, যদিও সে ওজর পেশ করতে থাকে।" (সূরা কিয়ামাহ-১৪-১৫)

মানুষ যদিও নিজের ব্যাপারে যথার্থই জানে কিন্তু ওজর পেশ করতেই থাকবে। এমনকি হাশরের ময়দানে তার ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে যাবে, সে বেহেশতে বা দোযখে স্থান লাভ করবে। দুনিয়ায়ও সে তার কাজের ব্যাপারে ওজর পেশ করতে থাকে। এই তার প্রকৃতি ও স্বভাব।

মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের ব্যাপারে কুরআনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে আমরা আলোচনা করলাম।

কুরআন থেকে মানুষের এগারটি স্বভাব-প্রকৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। একত্রে সেগুলো হলো ঃ

১. মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে;

২. মানুষকে তাড়াহুড়ার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে;

৩. মানুষের রয়েছে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা;

৪. মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে;

৫. মানুষ ধন–সম্পদের মোহগ্রস্ত এবং ধন–সম্পদের ব্যাপারে কঠোর;

৬. মানুষের জীবনে আসে পরীক্ষা কিন্তু সে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে না;

www.pathagar.com

৭. মানুষকে চঞ্চল, অস্থির ও ধৈর্যহীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে;

৮. মানুষ সংকীর্ণমনা ও ঝগড়াটে;

৯. মানুষ অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞ;

১০. মানুষ দুই প্রান্তিকে অবস্থান করে;

১১. মানুষ নিজের ব্যাপারে অবহিত, তারপরও ওজর পেশ করতে অভ্যস্ত।

মানুষের এসব প্রকৃতির কারণে সে দুনিয়ার নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আবার তার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে সে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতেও পরিণত হতে পারে।

তাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে যদি সে দুর্বলতাকে পোষণ করে, তাকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে যদি সব ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, আখিরাতের বদলে দুনিয়াকে পেতে চায়, তার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা রয়েছে, সে যদি তার আকাঙ্ক্ষার পেছনে নিষ্ফল চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে বেড়ায়, তার আকাঙ্খা কোন দিন বাস্তবায়িত হবে না, মানুষ ক্লেশের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে, সে সেই ক্লেশের মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়, যদি সে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবনটাকে গড়ে না তোলে। সে তো ধন–সম্পদের ব্যাপারে মোহগ্রস্ত ও কঠোর। সে মোহগ্রস্ত থেকেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে যদি সে ধনসম্পদের গোলাম হয়ে যায়, যদি সে আল্লাহর গোলাম না হয়। তার জীবনে আসে পরীক্ষা কিন্তু যথার্থ পদক্ষেপ না নিলে সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারবে না, মানুষ অধৈর্য ও লোভী, বিপদে পড়লে হা হুতাশ করে, ভাল অবস্থায় হয়ে যায় কৃপণ, কুরআনে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে না পারলে সে এরূপই থেকে যায়। মানুষ সংকীর্ণমনা ও ঝগড়াটে, সে উদারতার পথে না এসে ঝগড়াঝাটি করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে, সে অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞই থেকে যেতে পারে, তেমনি সে দুই প্রান্তিকেই তার অবস্থান বজায় রাখতে পারে। মানুষ এ সকল ব্যাপারে নিজে নিজেই অবহিত কিন্তু তবুও সে ওজর-আপত্তি করতেই থাকে।

অপরদিকে মানুষের এসব স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্তন যোগ্য, সে দুর্বলতার পরিবর্তে ঈমানের মযবুতি আনয়ন করে মর্দে মুজাহিদে পরিণত হতে পারে, মযবুত চরিত্রের অধিকারী হতে পারে, সত্যের পথে অনড়-অটল থাকতে পারে, তাড়াহুড়ার বদলে ধীর-স্থির, আখেরাতের কল্যাণের প্রত্যাশী হয়ে দুনিয়ার জীবনে ভূমিকা রাখতে পারে, দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে আখিরাতের প্রত্যাশী হয়ে চেষ্টা-সাধনা চালাতে পারে, ক্লেশের মধ্যে সৃষ্ট মানুষ কষ্ট-ক্লেশ অতিক্রম

www.pathagar.com

করে লাভ করতে পারে বেহেশতের অনাবিল সুখ ও শান্তি। ধন-সম্পদের মোহগ্রস্ততা বাদ দিয়ে দান-খয়রাত করে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে পারে, তার জীবনে যে পরীক্ষা আসে, সে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়ে মনযিলে মকসূদে পৌঁছে যেতে পারে, চঞ্চলতা, অস্থিরতা পরিহার করে হয়ে যেতে পারে ধৈর্যশীল ও সুস্থির। সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে উদার হয়ে যেতে পারে, ঝগড়াঝাটি পারে পরিহার করতে, সে অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে সুবিচারক, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হয়ে যেতে পারে। মানুষ দুই প্রান্তিকের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ও তাকওয়া সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, সবশেষে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে অবহিত থাকা অবস্থায় ওজর-আপত্তি পেশ না করে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে উন্নত মানুষে পরিণত হতে পারে।

তাই মানুষের খারাপ স্বভাবগুলো মোটেও কাম্য নয়। মু'মিন কোন অবস্থাতেই এ ধরনের স্বভাবের ধারক-বাহক হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা অবশ্য মু'মিনের প্রকৃত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথাও বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্-তায়ালা বলেন ঃ

اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ دَآئِمُوْنَ.
وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ. لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.
وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ
رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُوْنٍ. وَالَّذِيْنَ
هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ. اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رٰعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَلٰى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ. اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ.

"(এই খারাপ স্বভাব-চরিত্রের নয় তারা) যারা নামাযী, যারা সদা-সর্বদা নামাযে অভ্যস্ত, যাদের ধন-সম্পদে হক নির্ধারিত রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য। যারা শেষ বিচার দিনের সত্যতা ঘোষণা করে এবং যারা তাদের রবের

www.pathagar.com

আযাবের ব্যাপারে ভীত, নিশ্চয়ই তাদের রবের আযাব নিরাপদ নয়। আর যারা তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীনদের ব্যাপার ছাড়া, কারণ এ ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। কিন্তু যারাই এর বাইরে কামনা করবে, তারাই সীমালংঘনকারী। আর যারা তাদের আমানত ও ওয়াদাসমূহ সংরক্ষণ করে। যারা তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে দণ্ডায়মান থাকে এবং যারা তাদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণকারী। এরা সম্মানের বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

(সূরা মায়ারিজ-২২-৩৫)

উল্লিখিত গুণগুলো হলো মু'মিনের, আর পূর্বে বর্ণিত দোষগুলো হলো কাফির ও মোনাফিকের। সেসব খারাপ প্রকৃতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে অবশ্যি মু'মিনের গুণাবলী অর্জন করতে হবে।

মানুষকে যে সব স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পরিবর্তন করে একজন মু'মিন উপর্যুক্ত চরিত্রে চরিত্রবান হয়।

এদের শানেই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই মানুষকে আমি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা তীন-৪)

কিন্তু এ মানুষই কুরআনের উক্তি অনুযায়ী হয়ে যায় নিকৃষ্টতর।

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ

"অতঃপর আমি তাকে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর নীচে নামিয়ে নিলাম।" (সূরা তীন-৫)

এভাবেই মানুষ নিকৃষ্টতম সৃষ্টিও আবার সে মানুষই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি যেভাবে সূরা বাইয়েনাতে ৬ ও ৭ আয়াতে বলা হয়েছে।

মানুষের শেষ পরিণতিও সেভাবেই হবে- কেউ হবে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে দোযখের বাসিন্দা আর কেউ হবে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে জান্নাত বা বেহেশতের অধিবাসী।

এ পর্যন্ত কুরআনে উল্লেখিত মানুষের ১১টি স্বভাব-প্রকৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করলে এসব অবস্থার উর্ধ্বে উঠতে পারে, নবী-রাসূলগণ এসব অবস্থার উর্ধ্বে উঠেন। নবী-রাসূলদের সংগী-সাথী ও মু'মিনগণ এসব অবস্থার উর্ধ্বে

www.pathagar.com

উঠেন। আপনিও তো একজন মানুষ। আপনি এসব অবস্থার উর্ধ্বে উঠার চেষ্টা করুন। দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখিরাতের জীবনেক বেশী গুরুত্ব প্রদান করুন, দুর্বলতা, অজ্ঞতা, মুর্খতামূলক কাজকে বাদ দিন, তাড়াহুড়া নয় ধীর-স্থির হোন, সংকীর্ণতার পরিবর্তে প্রশস্ততার গুণ অর্জন করুন, ঝগড়াটে স্বভাব ছেড়ে দিন, সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখুন, ধন-সম্পদের মায়া-ময়তা ত্যাগ করুন, চিত্তচাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতার বদলে সুস্থির ও ধৈর্যশীল হয়ে যান, দেখবেন দুনিয়ার জীবনেও আপনি লাভবান হবেন। আপনার সম্মান বাড়বে, মর্যাদা স্থায়ী হবে। আপনি হয়ে উঠবেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সূরা হাদীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ.

"জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন হলো খেল-তামাশা ও সৌন্দর্য এবং পারস্পরিক গর্ব অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির আধিক্যের প্রতিযোগিতা।" (সূরা হাদীদ-২০)

মানুষের প্রতিযোগিতা কেবল দুনিয়ার জীবনে নয়, আখিরাতের জীবন নিয়েও মানুষ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কুরআন বলে–

وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرٰتِ ـ

"তিনি তোমাদেরকে যা দান করেছেন সে বিষয়ে পরীক্ষা করা হবে, অতএব কল্যাণের দিকে অগ্রগামী হও।" (সূরা মায়েদা-৪৮)

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ، اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ـ

"প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর একটি নির্দিষ্ট দিক রয়েছে, অতএব কল্যাণের দিকে অগ্রগামী হও, তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ সকলকে নিয়ে আসবেন।" (সূরা বাকারা -৪৮)

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ،

www.pathagar.com

وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"যারা আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সৎ কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজে দৌড়িয়ে যায়, তারাই সৎ লোকের মধ্যে গণ্য।" (সূরা আলে ইমরান-১১৪)

সূরা আলে ইমরানে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَسَارِعُوْااِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

"তোমার রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত এর দিকে দৌড়াও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মধ্যে বিস্তারিত এবং যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি হয়েছে।"

এভাবে আখিরাতের ব্যাপারেও মু'মিনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ তার বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ. اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"সময়ের শপথ, মানব জাতি ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত, কেবল-মাত্র তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, সত্যের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা করেছে এবং পরস্পরে মিলে ধৈর্যধারণ করেছে।"

অতএব দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার সম্পদ, প্রতিপত্তি ও জনবলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে আখিরাতের সম্মান ও জান্নাতের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোক এটাই কাম্য। মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে এটাই কামনা করেন।

কিন্তু মানুষ শয়তানের ধোঁকা, প্রতারণা ও লোভ-লালসায় পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং শয়তানের পথেই চলতে থাকে। এ মহা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে হলে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে কুরআনের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে, কুরআনের বিধান মোতাবেকই জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

অতএব, আসুন আমরা যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করি, যারা আল্লাহর কিতাব ও নবীর শিক্ষার ভিত্তিতে নিজেদের চরিত্র গঠনে প্রয়াসী, যারা

www.pathagar.com

আখেরাতে আমাদের সকল আমলের হিসাব দিতে হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা জীবনের সকল প্রকার দুর্বলতাকে ঝেড়ে মুছে মর্দে-মুজাহিদে পরিণত হই, মযবুতভাবে সত্যের অনুসারী হয়ে যাই; তাড়াহুড়া না করে ধীর-স্থিরভাবে জীবনকে গড়ে তুলি, আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করি;

আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আখিরাতমুখী করি এবং আল্লাহর মদদ কামনা করে আকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেষ্ট হই;

ক্লেশ-কষ্ট কাঠিণ্যকে বরদাশত করে আত্ম-গঠনে মনোযোগী হই;

ধন-সম্পদের ব্যাপারে মোহগ্রস্ত ও কঠোর না হয়ে, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট হয়ে যাই এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সাধ্যমত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাই;

আসুন, আমরা আমাদের জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি;

আসুন, আমরা সকল প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্য, অস্থিরতাকে পরিহার করে ধৈর্যশীল ও নির্লোভ হয়ে যাই;

আসুন, আমারা সংকীর্ণতাকে পরিহার করে উদারতার পথ ধরি, ঝগড়া-ঝাটির পরিবর্তে মীমাংসা ও শান্তির পথ গ্রহণ করি;

আমরা অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাই, আর আমরা হব না অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ;

আমরা ভারসাম্যমূলকভাবে মুক্তির প্রাপ্তিকে নিয়ে নফসকে পবিত্র করতে চাই, চাই আখেরাতের সাফল্য। সর্বোপরি যেহেতু আমরা নিজেদের ব্যাপারে অবহিত, আসুন আমরা ওযর পেশ না করে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই;

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

“হে আমাদের পরোয়ারদিগার, আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি, অতএব, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, আমাদের প্রতি রহম না করেন, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেই শামিল হয়ে যাব।”

(সূরা আ'রাফ-২৩)

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে মানুষের শ্রেণী বিন্যাস

আল-কুরআন মানুষকেই বিশ্লেষণ করেছে। কুরআন যেমন একদিকে মানুষের জন্য হেদায়াত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, তেমনি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাও। কুরআন দেখিয়েছে মানুষ কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট হয় আবার কিভাবে হয় সর্বনিকৃষ্ট। মানুষের এ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা রয়েছে কুরআনের পাতায় পাতায়।

কোরআন মূলতঃ মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছে ঃ

(১) উত্তম আমলকারী উৎকৃষ্ট মানুষ।

(২) খারাপ আমলকারী নিকৃষ্ট মানুষ।

এ দুই ধরনের মানুষকে কুরআন আবার বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। প্রথম শ্রেণীকে বলেছে যারা ঈমান এনেছে (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) অপর শ্রেণীকে বলেছে যারা কুফরী করেছে (اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا)। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলা হয় মু'মিন, আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বলা হয় কাফের। মু'মিনদের পরিচিতিতে রয়েছে মুসলমান, মু'মিন, মোত্তাকী, মোহসিন, সালেহীন ও ফাসেক। আর কাফেরদের পরিচিতিতে রয়েছে ফাসেক, মুনাফেক মোশরেক, যালেম ও তাগুত।

কোরআনের শুরুতে অর্থাৎ সুরা বাকারার শুরুতে মানুষের তিন শ্রেণীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে– মু'মিন, কাফের ও মোনাফেক।

(১) মু'মিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে মু'মিনগণ মোত্তাকী ও পরহেযগার। তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ যা প্রদান করেছেন তা থেকে খরচ করে, তারা নবী মুহাম্মদের (সঃ) উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি যেমন বিশ্বাস রাখে, তেমনি তাঁর পূর্বেকার নবীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতিও ঈমান পোষণ করে এবং আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

www.pathagar.com

(২) কাফেরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা উপরিউক্ত বিষয়ে ঈমান পোষণ করে না, তাদেরকে আখেরাতের আযাবের ভয় দেখানো হোক বা না হোক তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তারা কিছুতেই নবীর কথা শুনবেনা বা মানবে না।

(৩) মোনাফেকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা তো মুখে বলে যে আমরা আল্লাহ ও আখেরাতের দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা মোটেই ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহকে ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা প্রদান করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়। তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে কিন্তু তাদেরকে তা বলা হলে তারা বলে আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী। তারা ঈমানদারকে বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি, কিন্তু নিভৃতে কাফেরদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, আসলে আমরা তোমাদেরই সংগে আছি, ঈমানদারদের সাথে আমরা কেবল তামাশা করি। অর্থাৎ মোনাফেক মুখে ঈমান পোষণকারী কিন্তু বাস্তবে কাফের। তাই আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা কাফের বলেই গণ্য। এভাবে মো'মিন ও কাফের এই দুই দলে মানুষ বিভক্ত।

মু'মিন ও কাফের এ দু দলকে আবার কুরআন বিভিন্ন গুণাবলীর দৃষ্টিতে বিভিন্ন দলে-উপদলে বা বিভিন্ন গ্রুপে-উপগ্রুপে বিভক্ত করে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। কুরআনের দেয়া সে সব নামগুলোর পরিচিতি ব্যাখ্যাসহ আমরা আলোচনা করে দেখব।

মু'মিন পর্যায়ের নাম ঃ

মুসলিম

মুসলিম নামটি সরাসরি ইসলাম থেকে গৃহীত। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সেই মুসলিম। মুসলিম শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুগত বা আনুগত্যশীল। শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম অর্থ, মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ইসলামকে মেনে চলার জন্য ওয়াদাবদ্ধ ব্যক্তি অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল বা আল্লাহর নিকট আত্মসমপর্ণকারী ব্যক্তি।

সাধারণ ব্যবহারে মুসলিম সমাজের বা ইসলামী রাষ্ট্রের ঐসব ব্যক্তিই মুসলিম যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, ইসলামী রাাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলে। আদম শুমারীতে এরাই মুসলিম নামে অভিহিত হয় এবং পরিচিতি লাভ করে। মুসলমান বংশে বা মুসলমান বাবা-মায়ের ঔরসে জন্মসূত্রেও মুসলমান হয়ে থাকে। আজকের মুসলমানের পরিচিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবেই।

www.pathagar.com

কুরআনে বর্ণিত মুসলিম ও আজকের সমাজে প্রচলিত মুসলিম–এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান ও অনেক পার্থক্য। আজকের সমাজের মুসলমান যারা আদম শুমারীর তালিকাভুক্ত, তারা তাদের বাবা-মায়ের সূত্রে মুসলমান, ঈমানে-আকিদায় তার অন্য কিছু থাকলেও তারা মুসলমান। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমানের পরিচিতি কি, তার দায়িত্ব কর্তব্যই বা কি, তার মর্যাদা কি– এসব কুরআন থেকেই আসুন আমরা জেনে নেই।

দুনিয়ার মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْاٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"তোমরা হলে উত্তম সম্প্রদায় (উম্মত), মানবজাতির জন্য তোমাদের উত্থান, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ কর। আহলে কেতাবরাও যদি ঈমান পোষণ করত তবে তাদের জন্য তা উত্তম হত, তাদের মধ্যে তো কিছু মো'মিন রয়েছে কিন্তু অধিকাংশই ফাসেক।" (সূরা আলে ইমরান-১১০)

আজকের মুসলমানদের অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? মুসলমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদায় বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ. هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. (سورة المائدة : ٤٧-٤٤)

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের, যালেম ও ফাসেক।" (সূরা মায়েদা ঃ ৪৪-৪৭)

অতএব মুসলমান হতে হলে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে হবে। অর্থাৎ একজন মুসলমানের নিকট আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা হলো চূড়ান্ত।

মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায় ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক বার মসজিদে স্বীয় মুখমণ্ডল স্থাপন (নামাজ কায়েম) এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদতে

www.pathagar.com

শামিল হয়ে দ্বীনের দাবী পূরণ।

মুসলমান সত্যের হেদায়াত দান ও তদনুযায়ী ইনসাফ কায়েমে তৎপর থাকে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُوْنَ.

"আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন দলও রয়েছে যারা সত্যের প্রতি হেদায়াত দান করে এবং সে অনুযায়ী ইনসাফও করে।" (সূরা আ'রাফ –১৮১)

সূরা আন-নহলের ৯০ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ন্যায়-ইনসাফ, সদাচরণ, নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন আর বিরত থাকতে বলেছেন নিলর্জ্জ পাপ কাজ, অপছন্দনীয় বিষয় ও বিদ্রোহমূলক সীমালংঘন থেকে। সূরা হজ্জের ৪১ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম শাসকবর্গকে নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, সৎকাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। সূরা হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াত জানিয়েছেন রাসুল (সঃ) মুসলমানদের উপর সাক্ষ্য আর মুসলমানগণ সাধারণ লোকদের উপর সাক্ষ্য, তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহই তাদের অভিভাবক এবং উত্তম অভিভাবক। সুরা নূরের ৫১ আয়াত থেকে ৫৫ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে মুসলমানগণ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার প্রতি তাকওয়া পোষণ করে সতর্কতার সাথে চলাফেরা করে, তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে এবং যথারীতি রাসূলের আনুগত্য করে ফলে তাঁরা হয় হেদায়াত প্রাপ্ত। আল্লাহ মুসলমানদেরকে খেলাফত দান করবেন, যেমন খেলাফত দান করা হয়েছিল অতীতে, আর তাদের জন্য যে দ্বীনকে তিনি পছন্দ করেছেন তাকে শক্তিশালী করে দেবেন, ভয়ের পর নিরাপত্তা দান করবেন, তারা আল্লাহরই এবাদত করে, কোন কিছুর মাঝে তাঁকে শরীক করে না। হযরত দাউদ (আঃ) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"হে দাউদ! আমরা আপনাকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করেছি, অতএব

www.pathagar.com

লোকদের মধ্যে ন্যায় ও সত্যসহ মীমাংসা করে দিন, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"

(সূরা ছোয়াদ-২৬)

মুসলমানদের দায়িত্ব তাদের রাসূলের অনুসরণ করে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো। মুসলমানগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে না দেখে সাহায্য করে থাকে। কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিমের এই হলো পরিচয়।

আয়াতগুলো থেকে মুসলমানের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহলোঃ মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যে ঃ

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে;
(২) সৎ কাজের আদেশ প্রদান করে;
(৩) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সকল বিষয়ের মীমাংসা করে;
(৪) ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে;
(৫) নামায কায়েম করে;
(৬) সত্যের হেদায়াত দান করে;
(৭) সদাসর্বদা সদাচরণ করে;
(৮) নিকটাত্মীয়ের হক প্রদান করে;
(৯) যাকাত প্রদান করে;
(১০) পাপ কাজ, অছন্দনীয় বিষয় ও বিদ্রোহমূলক কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে;
(১১) সাধারণ মানুষের উপর ইসলামের সাক্ষ্য প্রদান করে;
(১২) সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধানকে ধারণ করে;
(১৩) আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম;
(১৪) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে;
(১৫) আল্লাহকে ভয় করে;
(১৬) তাকওয়া অবলম্বন করে, সতর্কতার সাথে চলাফেরা করে;
(১৭) দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে;
(১৮) কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক না করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে;
(১৯) প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না;
(২০) রাসূলের অনুসরণ করে, ইসলামকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং

www.pathagar.com

(২১) আল্লাহ ও রাসূলকে না দেখেই দ্বীনের পথে সাহায্য করে;

মু'মিন ঃ

যে ব্যক্তি যথার্থভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, সেই মো'মিন যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ "যে ব্যক্তি তাগুতের প্রতি কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করেছে"। (সূরা বাকারা-২৫৬) আসলে আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান পোষণ করতে হলে অবশ্যি তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। এজন্য কালেমার বাক্যটি হলো لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। প্রথমেই তাগুতের অস্বীকৃতি, পরে আল্লাহর স্বীকৃতি ও ঘোষণা।

মু'মিন অবশ্যি অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, গায়বের প্রতি ঈমান পোষণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ, ফেরেশতা, রেসালাত ও কেতাবের মূলসূত্র ও ভিত্তি – ওহী, আখেরাত -এসব গায়েবের বিষয়ের প্রতি একজন মোমিন ঈমান পোষণ করে।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান পোষণ করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর আপনার প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি তার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমান পোষণ করে যা অবতীর্ণ করেছি আপনার পূর্বে, আর আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।"

(সূরা বাকারা-৩-৪)

মু'মিনগণ তাদের জীবনে রাসূলকে উত্তম আর্দশ হিসাবে গ্রহণ করে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আর্দশ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা পোষণ করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব-২১)

www.pathagar.com

মু'মিন আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যথার্থভাবে আনুগত্য করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করল।" (সূরা আহযাব-৭১)

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের বহু জায়গায় يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ"-এই ভাবে সম্বোধন করেছেন। আবার বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ.

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে।"

অর্থাৎ ঈমানদার-এর পরিচয়ের জন্য শর্ত হলো সে সৎকাজ করবে। মু'মিনদের পরিচয়ের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَاللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا -

"নিশ্চয়ই মু'মিন তো তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহর স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রেযেক প্রদান করেছি, তা থেকে খরচ করে তারাই সত্যিকার ঈমানদার (মু'মিন)। (সূরা আনফাল-২-৩)

কুরআনে মু'মিনের বহু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত লিখতে গেলে স্বতন্ত্র একটি বইয়েরই প্রয়োজন।

আমার লেখা "মু'মিন জীবনের বৈশিষ্ট্য" বইটি দ্রষ্টব্য।

মুত্তাকী

মু'মিনের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হলো সে মুত্তাকী। যে ব্যক্তি "اِتَّقٰى" গুণটি অর্জন করে সেই মুত্তাকী। 'এতকুন' মানে সতর্কভাবে চলা, ভয় করে চলা।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করল, আল্লাহর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান পোষণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলল, সে যদি এই আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে সতর্কভাবে জীবন যাপন করে তাহলে সে হবে মুত্তাকী। পরহেরযগার শব্দটি মুত্তাকী শব্দের সমার্থবোধক, যদিও পরহেযগার শব্দের প্রচলিত অর্থে নয়, সঠিক অর্থে। আমাদের দেশে প্রচলিত অর্থে পরহেযগার বলতে বিশিষ্ট বেশ-ভূষাসম্পন্ন লোককেই বুঝায়, চারিত্রিক মানে যদি সে নিম্নমানের হয় তবুও। কিন্তু পরহেযগার বলতে সঠিক অর্থে বুঝায় ঐ ব্যক্তিকে যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে সর্তকতার সাথে আল্লাহর আইন ও বিধানকে মেনে চলে।

কুরআনের শুরুতেই সূরা বাকারার ২য় আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত অর্থাৎ মুক্তাকীগণ কুরআন মুতাবিক জীবন পরিচালনা করে। সে জন্য প্রয়োজন যথার্থভাবে ঈমান আনা, নামায কায়েম করা ও বান্দার নিকট আল্লাহর দেয়া রেযেকের যথার্থভাবে খরচ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

“আল্লাহর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর (ভয় করে চল) এবং জেনে রাখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।” (সূরা বাকারা - ১৯৪)

তাকওয়া অবলম্বনকারীদের কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আলে ইমরানের ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতদ্বয়ে। বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ.

“তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুণাহ্সমূহ মাফ করে দিন এবং আমাদিগকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচান। তারা হলো ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, বিনয়ী, দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।”

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

www.pathagar.com

"হ্যাঁ যে ব্যক্তি তার ওয়াদা পূরণ করেছে এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ সেই সব মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান- ৭৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -

"হে ঐ সব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর, যথার্থ সতর্কতা এবং মুসলমান নও এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে ইমরান-১০২)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَمَا يَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُتَّقِيْنَ -

"তারা যে নেক কাজই করুক তা অস্বীকার করা হবেনা এবং আল্লাহ ভাল করেই মুত্তাকীদেরকে জানেন।" (সূরা আলে ইমরান-১১৫)

মুত্তাকীদেরকে দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে বলা হয়েছে।

وَاتَّقُوا النَّارَالَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

"যে দোযখের আগুন কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তা থেকে আত্মরক্ষা কর ও সতর্ক থাক। (সূরা আলে ইমরান-১৩১)

মুত্তাকীগণ বিরোধী শক্তির মোকাবেলার ফায়সালা হলে মোকাবেলায় পিছিয়ে থাকে না। দুনিয়ার ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিছু সময় চায় না বরং আখেরাতের প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَافَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ لِخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -

www.pathagar.com

অতঃপর যখন তাদের উপর সশস্ত্র যুদ্ধ ফরয করা হল, তাদের মধ্যকার একদল মানুষকে তারা এমনভাবে ভয় করে যেমন ভয় করা উচিৎ আল্লাহকে। বরং তার চেয়ে বেশি ভয় করে এবং তারা বলে হে আমাদের রব আমাদের উপর সশস্ত্র লড়াই কেন ফরয করলে? আরেকটু নিকটবর্তী সময় যদি আমাদেরকে দিতে। আপনি বলে দিন, দুনিয়ার সম্পদ খুবই নগণ্য আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাত উত্তম। তাদের প্রতি কণা পরিমাণ যুলুমও করা হবে না।" (সূরা নিসা-৭৭)

তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে সৎকাজে সহযোগিতা করার ও পাপ কাজে সহযোগিতা না করার কথা বলা হায়েছে ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوْا اَللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

"পুণ্য কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করো আর পাপকাজ ও সীমালংঘনে সহযোগিতা করো না, আল্লাহকে ভয় করে সতর্কতা অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা মায়েদা-২)

মুত্তাকীগণ আল্লাহর বিধান কায়েমকারী, ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে থাকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلاَّ تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْاللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ م بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর (বিধান) প্রতিষ্ঠাকারী ও ইনসাফের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও, কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ থেকে বিরত না রাখে, ন্যায় ও ইনসাফ করে যাও, তা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী, আল্লাহকে ভয় করে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করহ, আল্লাহ তার খবর রাখছেন।" (সূরা মায়েদা-৮)

মুত্তাকী হওয়ার শর্ত হিসাবে রাসূলকে দেয়া কুরআনের পথকে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلاَ تَتَّبِعُوا

www.pathagar.com

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"নিশ্চিতভাবে, এ হলো আমার পথ সরল সোজা, তাই একে অনুসরণ কর এবং অন্য সব পথ অনুসরণ করো না, কারণ তা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এ হলো তোমাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, যেন তোমরা মুত্তাকী হও।"

(সূরা আনয়াম-১৫৩)

রোযার ব্যাপারেও আল্লাহ্ তায়ালা এভাবে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা মুত্তাকী হও।" (সূরা বাকারা-১৮৩)

অতএব মুত্তাকী হওয়ার জন্য পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সকল ফরয ইবাদতসমূহ আদায় করতে হবে এবং সাথে সাথে রাসূলের শিখানো কোরআনের নির্দেশকে (আদেশ ও নিষেধ) বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে এবং অব্যাহতভাবে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

মুহ্সিন

(حسن) শব্দ থেকে মুহসিন শব্দ গঠিত। হাসানুন শব্দের অর্থ ভালো, কল্যাণ ও সৌন্দর্য। এ শব্দটি থেকেই এহসান শব্দটিও গঠিত। যে এহসানমূলক কাজ করে সেই মুহসিন। বাংলায় এর তরজমা করা হয় সদাচরণকারী। মুসলমান ও মো'মিন শুধু মুত্তাকীই হয় না বরং সে হয় মুহসিন- সদাচরণকারী বা সদাচারী।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ও মু'মিনদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও পিতামাতার প্রতি এহসানমূলক ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّاِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -

"এবং তোমাদের রব তোমাদেরকে আদেশ করছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি এহসান (সদ্ ব্যবহার) করতে।"

(সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা মুহসিনদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় (সৎ কাজে) খরচ করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং লোকদেরকে ক্ষমাকারী, আল্লাহ্ এ ধরনের মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

আল্লাহ তায়ালা মুহসিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"অতএব আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন পার্থিব প্রতিদান এবং আখেরাতের উত্তম প্রতিদান, আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান-১৪৮)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তারা যা খেয়েছে তাতে কোন গোনাহ্ নেই, যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে , অতঃপর সতর্কতা অবলম্বন করেছে ও সদাচরণ করেছে, আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে (সদাচরণকারীদেরকে) ভালবাসেন। (সূরা মায়েদা-৯৩)

আল্লাহ তায়ালা মুহসিনদের (সদাচারী) সাথে রয়েছেন বলেও জানিয়েছেন

www.pathagar.com

আল-কুরআনে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"আর যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা (জেহাদ) চালায়, আমরা তাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই মুহসেন (সদাচারী) দের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আনকাবুত-৬৯)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল হেদায়াত লাভের শর্ত হলো আল্লাহর কাজে চেষ্টা-সাধনা তথা জেহাদের কাজে নিয়োজিত থাকা, তাহলেই সে হবে মুহসিন।

সালেহ

মুসলিম জীবনের কামিয়াবির জন্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ -

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যও শর্ত রয়েছে মো'মিনিনে সালেহীনের একটি দল বর্তমান থাকা। আখেরাতের কামিয়াবী লাভ করবে যারা, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারা হলেন ঃ

(১) নবী ও রসূলগণ-যারা মানব সমাজে আল্লাহ মনোনীত। তাঁরা বেগুনাহ, তাদের কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি হলে আল্লাহ নিজে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করে দেন।

(২) ছিদ্দীক– যারা নবী-রাসূলদের কাজে সত্যতা প্রদানকারী। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিদ্দীক বলে ঘোষিত হয়েছেন।

(৩) শহীদ– যারা দ্বীনের স্বার্থে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে আল্লাহর দ্বীনই হক।

(৪) সালেহীন– যে সব ঈমানদার তাদের জীবনের সব কাজের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনই মানুষের জীবনে ও সমাজে শান্তি দিতে পারে।

এই সালেহীনের বহুগুণ রয়েছে যা বর্ণনা করা হয়েছে আল কোরআনে ঃ

www.pathagar.com

সূরা আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে সালেহীনদের কতিপয় গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ـ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয়ই মুসলমান নারী ও পুরুষ, মুমেন নারী ও পুরুষ, আনুগত্যশীল নারী ও পুরুষ, সত্যপরায়ণ নারী ও পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী ও পুরুষ, বিনয়ী নারী ও পুরুষ, দানকারী নারী ও পুরুষ, রোযাদার নারী ও পুরুষ, তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী নারী ও পুরুষ এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী নারী ও পুরুষ– এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

সালেহীনদের পরিচিতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ- يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ط وَاُوْلٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় রয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ রাত্রিবেলা তেলাওয়াত করে এবং সেজদাবনত অবস্থায় থাকে। তারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তারা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ প্রদান করে, মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজে দৌড়িয়ে যায়, আর এরাই সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আলে ইমরান-১১৩-১১৪)

মোটকথা, আল্লাহর ফর্মাবরদার, নেক আমলকারীগণই সালেহীন।

www.pathagar.com

ফাসেক ঃ

ঈমানের ভিত্তিতে যারা সৎকাজ করে তারা সালেহীন, আর যারা তার বিপরীত অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তিতে কাজ না করে তার বিপরীত কাজ করে তারা ফাসেক। নামে তো মুসলমান কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলকে মানার ক্ষেত্রে নাফরমানি করে, রাসূলের শিখানো কাজ-কর্মে, সাক্ষ্য প্রদানে তার প্রতি ঈমান আনা ও তাকে সাহায্য প্রদানে যে স্বীকৃতি আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেন তা থেকে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ -فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"অতঃপর তোমাদের নিকট কোন নবী আসেন, তোমাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যতাকারী হিসাবে, তোমরা অবশ্যি তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যি তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা কি স্বীকৃতি প্রদান করলে এবং আমার দায়িত্ব কি তোমরা গ্রহণ করে নিলে? তারা (নবী-রসূলগণ) বললেন ঃ আমরা স্বীকৃতি প্রদান করলাম, আল্লাহ বললেন, তাহলে সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। অতএব যে ব্যক্তি এরপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে গেল, তারাই হলো ফাসেক।" (সূরা আলে ইমরান-৮১-৮২)

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"আহলে ইনজিলদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী হুকুম ফায়সালা প্রদান করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারাই হলো ফাসেক।" (সূরা মায়েদা -৪৭)

সূরা নূরে দু'ব্যাপারে ফাসেকের কথা বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সতী-স্বাধ্বী নারীর প্রতি যেনার অপবাদ দিয়ে চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না তাকে ফাসেক বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে যে

www.pathagar.com

কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এরূপ ব্যক্তি বা কাজকে যে অস্বীকার করে তাকে বলা হয়েছে ফাসেক।

يَعْبُدُوْنَنِىْ لَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

"তারা আমার ইবাদত করতে থাকে, আর আমার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যে ব্যক্তি এরপর অস্বীকার করে এরাই হলো ফাসেক।" (সূরা নূর-৫৫)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অনেক জায়গায় বলেছেন যে, আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন না। মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

মুসা (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায় আমাকে কেন কষ্ট প্রদান করছ, অথচ নিশ্চয়ই তোমরা জান যে আমি তোমাদেরর প্রতি আল্লাহর রাসূল, অতঃপর যখন তারা বাঁকাই রয়ে গেল, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আরো বাঁকা করে দিলেন, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না।" (সূরা ছফ-৫)

যারা হেদায়াত পায় না তারাতো গোমরাই থেকে যাবে। তাই ফাসেকরা গোমরাহদের দলভুক্ত। তারা আল্লাহ ও রাসূলকে মানার স্বীকৃতি তো প্রদান করে কিন্তু আল্লাহর আইন-বিধানকে মানা ও রাসূলকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নাফরমানী করে। তাদের মধ্যে রয়েছে বক্রতা আর মোনাফেকদের অন্তরে রয়েছে রোগ-ব্যাধি। সূরা ছফের ৫ নম্বর আয়াতে ফাসেকদের বক্রতার কথা বলা হয়েছে। আর সূরা বাকারায় বলা হয়েছে فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَاضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَاضًا তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। অতএব আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দেন।

বর্তমান সময়ের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই মুখে মুসলমান, বংশে

www.pathagar.com

মুসলমান, আদম শুমারীতে মুসলমান। কিন্তু আল্লাহর আইন ও বিধান মানার ক্ষেত্রে এবং রাসূলকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মুসলমান নয় বরং এক্ষেত্রে তারা নাফরমান অর্থাৎ ফাসেক। মুসলমান নামধারী শাসকবর্গও আল্লাহর আইন বিধান ও রাসূলের অনুসরণের কোন পরোয়া করে না। কোরআন বিরোধী আইন, সুদ-জুয়া ইত্যাদি অবলীলায় চালিয়ে যায়। আর শাসিত মুসলিম প্রজাবর্গ নির্বিচারে সে সব আল্লাহ বিরোধী আইন বিধান মেনে নেয়। এভাবে মুসলিম সরকার ও তার প্রজাবর্গ ফাসেক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সারা দুনিয়ায় এ ধরনের পরিচয়ই বহন করে চলেছে।

মানুষের প্রকৃত কামিয়াবি হলো আখেরাতের কামিয়াবি। সে কামিয়াবি লাভ করতে হলে তাকে আল্লাহর ফর্মাবর্দার বান্দা হতে হবে। নাফরমান (ফাসেক) বান্দা হিসাবে হাশরের ময়দানে বিচারের কাঠগড়ায় দাড়ানো বান্দার পক্ষে কোন মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নাফরমান (ফাসেক) বান্দা হিসাবে নবী রাসূল ছিদ্দীক ও শহীদগণের সংগী সাথীও হওয়া যাবে না। তাদের সংগী সাথী হবেন ঐ সব বান্দা যারা আল্লাহ ও রাসূলের ফর্মাবরদার বান্দা। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا- ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করে চলে, তারাই নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সদাচারী নেক বান্দাগণ যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত বর্ষণ করেন তাদের সাথে স্থান লাভ করবেন এবং বন্ধু হিসাবে এরাই হলো উত্তম বন্ধু। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে (বিশেষ) অনুগ্রহ, আর জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা-৬৯-৭০)

মু'মিন সালেহ বান্দাগণ যে সব গুণে গুণান্বিত তার বর্ণনা করা হয়েছে আল কুরআনে এভাবে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

www.pathagar.com

وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তারা পুনঃ পুনঃ তাওবাকারী, তারা এবাদতকারী, তারা শোকরকারী, তারা রোযাদার, হিজরাতকারী ও আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী ও সেজদাকারী, ভাল ও ন্যায় কাজের আদেশ প্রদানকারী, মন্দকাজের নিষেধ ও বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহর সীমা সংরক্ষণকারী। বস্তুতঃ মু'মিনদের জন্যই সুসংবাদ।"

(সূরা তওবা -১১২)

খারাপ আমলকারী নিকৃষ্ট মানুষের ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আল কুরআনে। তাদের পরিচয়ে যে সব শব্দ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো ঃ কাফের ও ফাসেক, মুনাফেক, মোশরেক, যালেম ও তাগুত।

কাফের ও ফাসেক

মানুষের মধ্যে একদল তো আল্লাহ, রাসূল, কেতাব ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তারা মু'মিন। কিন্তু আরেকটি দল এসবের কোনটার প্রতিই বিশ্বাস পোষণ করে না বরং এসবকেই করে অবিশ্বাস। এদের পরিচয়ই কোরআন দিয়েছে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا। যারা অবিশ্বস করেছে এই বলে—এরাই কাফের। এরা আল্লাহকে অস্বীকার করে, ফলে রাসূল, কেতাব ও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে। আল্লাহর আইন ও বিধানকে অমান্য করে ফলে তারা হয় আল্লাহর আইনের প্রতি নাফরমান, অর্থাৎ তারা ফাসেক।

কাফেরদের এ অবস্থার কারণ তাদের অহংকার । তারা আল্লাহর আয়াত সমূহের ব্যাপারে অহংকার পোষণ করে। ফলে কুরআনকে ও রাসূলকে মিথ্যা মনে করে, আখেরাতকে করে অবিশ্বাস।

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

"তারা অন্যায়ভাবে আল্লাহর ব্যাপারে যে কথা বলেছিল এবং তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে অহংকার পোষণ করেছিল সেজন্য আজ (কেয়ামতের দিন) তারা অপমানজনক আযাব ভোগ করবে।" (আনয়াম-৯৩)

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ.

www.pathagar.com

"অতএব যারা আখেরাতে ঈমান পোষণ করে না, তাদের অন্তরসমূহ সত্যবিমুখ আর তারা অহংকারী।" (সূরা আন নহল-২২)

তারা যেহেতু আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানই পোষণ করে না, তাই তাদের আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করে চলার কোন প্রশ্ন উঠে না, তারা খাঁটি ফাসেক, অমান্যকারী, নাফরমান।

ফাসেক মুসলমান বলা যদিও অসংগত, যেমন সোনার পিতলা কলস। কিন্তু ফাসেক মুসলমান যেহেতু আল্লাহ রাসূলকে অস্বীকার করে না, তাদের রয়েছে ঈমানের দুর্বলতা এবং আমলের দুর্বলতা। কিন্তু যদি তারা শেরক না করে তাহলে তওবার সুযোগ থাকে, তওবার ফলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন। শেরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ, সঠিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন বলে আল্লাহ জানিয়েছেন, ফাসেক মুসলমানগণ এ সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু যে কাফের ফাসেক তার কোন তওবার সুযোগ নেই, কারণ সেতো আল্লাহতে কোন ঈমানই পোষণ করে না। কাজেই কাফের মৌলিকভাবেই ফাসেক অর্থাৎ খাঁটি ফাসেক।

মুনাফিক

মুনাফিকের সংজ্ঞার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে সূরা বাকারায় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ.

"লোকদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করি, অথচ তারা মোটেও মু'মিন নয়।" (সূরা বাকারা-৮)

তারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু কার্যত তারা কাফেরদের সাথে চলাফেরা করে, আল্লাহর আইনকে অমান্য করে এবং রাসূলকে বা রাসূলের শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

মুনাফিকরা বাহ্যত না ঈমানদারদের পক্ষে, না কাফেরদের পক্ষে। তারা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকতে চায়, যদিও প্রকারান্তরে তারা কাফেরদের দলভুক্তই হয়ে পড়ে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْٓا

www.pathagar.com

الَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ الاَّ قَلِيْلاً - مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ صلے لاَ الٰى هٰـؤُلاَءِ وَلاَ الٰى هٰـؤُلاَءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً -

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, মূলত তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় নেহায়েত অলসভাবেই দাঁড়ায়, তারা শুধুমাত্র লোকদেরকে দেখায়, তারা সামান্য মাত্র ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করে না, এ দু'য়ের মধ্যে তারা লটকানো অবস্থায় থাকে, না তারা এদের পক্ষে না ওদের পক্ষে আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ তোমরা পাবে না।"
(নিসা ঃ ১৪২-১৪৩)

মুনাফিকরা মুমিনদের বিপরীত কাজ করে থাকে। মুনাফিকরা সৎকাজের পরিবর্তে অসৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করে, অসৎ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার পরিবর্তে ভাল ও সৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে।

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاط هِىَ حَسْبُهُمْ ج وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

"মুনাফিক নারী ও পুরুষরা একে অপরের সহায়ক, তারা মন্দ ও অসৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করে, আর ভাল ও সৎ কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের হাতকে (আল্লাহর পথে খরচ থেকে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে যায়, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভুলে যান, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা ফাসেক-নাফরমান। মুনাফিক নারী-পুরুষ ও কাফেরদের জন্য আল্লাহ্ দোযখের আগুনের ওয়াদা করে রেখেছেন যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ

www.pathagar.com

তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।"

(সূরা তওবা-৬৭-৬৮)

মুনাফিকরা ইসলামী আন্দোলনের কাজ থেকে তথা আল্লাহর পথে জেহাদে শরীক হওয়া থেকে পালাতে চায়, ওযর পেশ করে, ঠেকায় পড়ে ইসলামী সমাজে বসবাস করে। দুর্বল ঈমানদারও মুনাফিক হতে পারে। আবার দুর্বল কাফিরও মুনাফিক হতে পারে। এরা ফাসেক এর পর্যায়ে পড়ে। ফাসেক মুসলমান বা ফাসেক কাফের হতে পারে।

কুরআন শরীফের বহু জায়গায় এদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যা উল্লেখ করতে গেলে পুস্তকের কলেবর যথেষ্ট বেড়ে যাবে। কাজেই কোরআনের দু-চারটা আয়াত বা কুরআনের আলোকে কিছু কথা বলেই আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করতে বাধ্য হব।

সূরা বাকারার দ্বিতীয় রুকুর শুরুতেই মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা কর হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ঃ

মুনাফিকরা

১। আল্লাহকে ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়, ফলে তারা নিজেরাই ধোঁকা খায়।

২। তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আল্লাহ সে রোগ আরো বাড়িয়ে দেন।

৩। তাদেরকে যখন বলা হয় দুনিয়াতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাতো শান্তি স্থাপনকারী।

৪। তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হলে বলে আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে "আমরাতো তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা তাদের সাথে শুধু তামাশা করি।"

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে কোরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِى قَلْبِهٖ، وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ - وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ -

www.pathagar.com

"লোকদের মধ্যে এমনও রয়েছে যাদের এ দুনিয়া সম্পর্কে কথা-বার্তা আপনাকে বিমুগ্ধ করে দেয়, আর আল্লাহ সম্পর্কে তার অন্তরে যা রয়েছে তার সাক্ষ্য প্রদান করে অথচ তারা বিরোধিতায় কঠোর। যখন তারা ফিরে যায় দুনিয়াতে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ও তৎপরতা চালায় এবং শস্য ও বংশ নিপাত করে, আর আল্লাহ বিশৃংখলা পছন্দ করেন না। তাকে যখন বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, সে পাপের উদ্দেশ্যে মর্যাদার বড়াই দেখায়। তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।" (সূরা বাকারা-২০৪-২০৬)

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"মুনাফিকরা মোমেনদের সাথে মিলিত হয়ে কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ বা প্রতিরোধ কাজে নেমে আসে না বরং বসে থেকে মু'মেনদের সমালোচনা করে, বলে তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তাহলে নিহত হত না। আল্লাহ বলেন, তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তাদের নিজেদের মৃত্যু তারা ঠেকাক না।" (সূরা আলে ইমরান-১৬৮)

সূরা নিসায় (৬০-৬২ আয়াতে) মুনাফিকদের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো মোনাফেকরা বলে আমরা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিচার-ফায়সালার ব্যাপারে তারা রাসূলের নিকট না গিয়ে তাগুত ও কুফুরী শক্তির নিকট যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তিতে বহুদূর চলে যায়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তারা বলে আল্লাহ কেন এ ধরনের যুদ্ধ আমাদের জন্য ফরজ করলেন? আরেকটু অবকাশ আমাদেরকে দিলেন না কেন? তারা মানুষকে এমনভাবে ভয় করে যেমন আল্লাহকে ভয় করে বরং তার চেয়ে বেশী।

সূরা তওবায় মুনাফিকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ط عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

www.pathagar.com

"গ্রাম্যবাসীরা কুফর ও মোনাফেকীতে কঠোর, আর তাদের অবস্থা এই যে তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা জানে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়। আর গ্রাম্যবাসীদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা যা খরচ করে তাকে জরিমানা মনে করে এবং কালের পরিবর্তন কামনা করে, তাদের উপরই কালের মন্দ পরিণতি আপতিত হতে পারে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা তওবা-৯৭-৯৮)

এ ছাড়া তারা আল্লাহর পথে কঠিন কাজে শরীক না হওয়ার জন্য ওজর পেশ করে। সূরা নূরে বলা হয়েছে ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ ۢبَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ- وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ. اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"তারা তো বলে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার আনুগত্য করে কিন্তু এরপর একদল তা অমান্য করে এবং তারা মোটেও মু'মিন নয়। তারা বিচার-ফায়সালার ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল থেকে বিমুখ থাকে। নিজের স্বার্থের ব্যাপার হলে অনুগতভাবে রাসূলের নিকট চলে যায়। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে বা সন্দেহ আছে বা আল্লাহ ও রাসূল তাদের প্রতি যুলুম, করবেন এই ভয় আছে। অথচ তারাই যালেম।" (সূরা নূর-৪৭-৫০)

আখেরাতে মুনাফিক ও কাফেরদের একই অবস্থান হবে আর তাহলো দোযখ।

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَامِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مَاْوٰكُمُ النَّارُ ط هِىَ مَوْلٰكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

www.pathagar.com

"আজ তোমাদের (মুনাফিকদের) থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ হবে না, কাফেরদের নিকট থেকেও, তোমাদের সকলের অবস্থান স্থল হলো দোযখ, এ হলো তোমাদের সাথী ও অভিভাবক এবং খুবই নিকৃষ্ট আবাসস্থল।"

(সূরা হাদীদ-১৫)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তথা ইসলামের বিরোধিতায় মুনাফিকদের ভূমিকা উল্লেখ করে আল কোরাআনে 'মুনাফেকুন' নামে একটি সূরা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ মুনাফিকরা সাক্ষ্য দেয় যে এ রাসূল, আল্লাহর রাসূল। আসলে তারা মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে গ্রহণ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়। দেহাবয়ব ও কথা-বার্তায় তারা খুব আকর্ষণীয় কিন্তু তারা ইসলামের শত্রু। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এভাবে মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়েও জঘন্যতমভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে। ফলে তাদের অবস্থান হবে দোযখের নিকৃষ্টতম স্থানে (فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ)

মুশরেক

আল্লাহর তৌহিদ ও একত্ববাদের প্রতি ঈমানের পরিবর্তে যদি আল্লাহর প্রতি শরীক নির্ধারিত করা হয় এবং শরীকদের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবাদতেও তাদেরকে শরীক করা হয়- যারা আল্লাহর প্রতি এরূপ শেরক করে তাদেরকে বলা হয় মোশরেক। এরা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, নাস্তিক নয় বরং তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ একজন রয়েছেন। কিন্তু তাদের কাজে-কর্মে রয়েছে অংশীদার এবং ইবাদত-বন্দেগীতে রয়েছে তাদের অধিকার। তাই তারা আল্লাহর পরিবর্তে তার অংশীদারদের ইবাদত ও আরাধনা করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে আরবের লোকেরা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদেরকে দেবীরূপে পূজা করত। হযরত ইসা (আঃ) এর অনুসারীরা হযরত মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী ও হযরত ইসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের পূজা করত। হযরত মুসা (আঃ) এর উম্মতগণ হযরত ওযায়ের (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র জ্ঞানে পূজা করত। এভাবে এরা সকলেই মোশরেক বলে গণ্য হয়ে পড়েছিল। আজও যারাই আল্লাহর অংশীদার রয়েছে বলে মনে করে তারাই মোশরেক, আর মোশরেকরা কাফের।

আল কুরআনে সূরা লোকমানে শিরককে বলা হয়েছে মহা যুলুম اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে শিরকের্র গোর্নাহ মাফ করা হবে না।

www.pathagar.com

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি শিরক করা মাফ করবেন না। এ ছাড়া অন্য সব কিছু যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে মহা পাপের অপবাদ দিল।" (সূরা নিছা -৪৮)

উক্ত সূরার ১১৬ নম্বর আয়াতে প্রথমাংশের পর বলা হয়েছে যে ব্যক্তি শিরক করে সে বিভ্রান্তিতে বহুদূর চলে গেল।

ফেরেশ্‌তাদেরকে কন্যা সাব্যস্ত করে দেবী হিসাবে পূজা করার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ- وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ. اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ. وَجَعَلُوْا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُالرَّحْمٰنِ اِنَاثًاط اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ. وَقَالُوْا لَوْشَاۤءَ الرَّحْمٰنُ مَاعَبَدْنٰهُمْ ط مَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ. اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ.

"আল্লাহ্ কি নিজ সৃষ্টির মধ্য থেকে কন্যাদেরকে গ্রহণ করলেন আর পুত্রদের তোমাদেরকে প্রদান করলেন? অথচ তোমাদের কাউকে যখন রাহমানের উদাহরণে কন্যার সু-সংবাদ প্রদান করা হয়, তার মুখমণ্ডল রাগান্বিত অবস্থায় কালো ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তবে কি আল্লাহ্ কন্যাদিগকে পছন্দ করলেন, যারা সাজ-সজ্জায় লিপ্ত হয় এবং তর্ক-বিতর্কে সুস্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না। তারা ফেরেশ্‌তাদেরকে- যারা রহমানেরই বান্দা-স্ত্রী জাতীয় বানিয়েছে, তারা কি তাদের সৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে এবং

www.pathagar.com

তা জিজ্ঞেস করা হবে। তারা বলে রহমান ইচ্ছা করলে আমরা তাদের এবাদত করতাম না। এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। তাদের কি পূর্বেই কোন কিতাব দেয়া হয়েছিল, যা থেকে তারা প্রমাণ পেশ করে।" (সূরা যুখরুফ ১৬-২১)

খ্রিষ্টানরা ঈসা (আঃ) কে উঠিয়ে নেয়ার অনেক পরে এ মতবাদ বের করে যে, ঈসা (আঃ) এর মা আল্লাহর স্ত্রী ও ঈসা (আঃ) আল্লাহর ছেলে। এভাবে আল্লাহ, তার স্ত্রী মরিয়ম ও তার বেটা ঈসা (আঃ), এ তিন খোদা মিলে তারা ত্রিত্ববাদ চালু করে। আল্লাহ তায়ালা এ মতবাদের বিরোধিতা ও অসারতা প্রমাণ করে কোরআন পাকে বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ق بِحَقٍّ ط اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِكَ ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ

"এবং যখন আল্লাহ বললেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ কর, হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যে ব্যাপারে আমার কোন অধিকার নেই সে কথা তো আমি বলতে পারি না, আমি যদি এরূপ বলে থাকি তবে তাতো আপনার জানাই থাকবে, আমার মনে যা আছে তা আপনি জানেন, আমি জানি না আপনার মনে যা আছে। নিশ্চয়ই আপনি গায়েবের বিষয়সমূহ অবগত রয়েছেন। আপনি আমাকে যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তাছাড়া কোন কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তাহলো আল্লাহর এবাদত

www.pathagar.com

করো যিনি আমারও রব তোমাদেরও রব। আমি যতদিন তাদের মধ্যে বেঁচেছিলাম, তাদের ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দান করেছি, অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন এবং আপনি সর্ব ব্যাপারে সাক্ষ্য দাতা।" (সূরা মায়েদা-১১৬, ১১৭)

এভাবে খ্রিষ্টানরা শেরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইহুদীরাও তাদের নবী হযরত ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে শেরকে লিপ্ত হয়। ফলে সকল পৌত্তলিক ইহুদী ও খ্রিষ্টান জগত মোশরেকে পরিণত হয়েছে। কুরআনে ইহুদী ও নাসারাদেরকে আহলে কেতাব সম্বোধন করা হয়ে থাকলেও আজকের ইহুদী ও নাসারারা মোশরেকের প্রমাণ দিয়ে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ج اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ-اتَّخَذُوْآ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْآ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْآ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ط سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"ইহুদীরা বলে উযাইর আল্লাহর ছেলে, নাসারারা বলে মসিহ আল্লাহর ছেলে, এ হলো তাদের মুখের কথা মাত্র, তারা পূর্বেকার কাফেরদের মতই কথা বলে, আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন, তারা কোন দিকে যাচ্ছে? তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলেম, ধর্মজাযক ও মরিয়ম পুত্র মসীহকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কাউকে এবাদত করতে আদেশ করা হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তারা যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।"(সূরা আত্ তাওবা- ৩০-৩১)

ইহুদী ও নাসারারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র ধারণা করে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা নাকচ করে দিয়েছেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ

ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

"ইহুদী ও নাসারারা বলে ঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র, আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, তাহলে কেন তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে তিনি আযাব প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আর আল্লাহরই জন্য আসমান ও যমীনের রাজত্ব এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা রয়েছে, আর তারই দিকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা মায়েদা-১৮)

মোশরেকদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠিন মন্তব্য করেছেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ج اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ج بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلاَّ غُرُوْرًا.

"আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের শরীকদের দেখেছ ? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে পূজা কর? আমাকে দেখাও তারা কি ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ সৃষ্টি করেছে অথবা তাদের কি আসমানে কোন অংশ আছে অথবা তাদেরকে কি কোন কেতাব দেয়া হয়েছে এবং তা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর তারা রয়েছে? বরং এই অনাচারীরা কেবল-মাত্র একে অপরে প্রতারণার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে।" (সূরা ফাতির-৪০)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ.

"হে মানবমণ্ডলী, একটি উদাহরণ পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন! নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা সকলে একত্রিত হলেও একটি

www.pathagar.com

মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, আর যদি মাছি তাদের নিকট থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তা থেকে তা উদ্ধার করতেও তারা পারে না, উপাসকও অক্ষম, উপাস্যও অক্ষম।" (সূরা হজ্জ-৭৩)

মোটকথা, মোশরেকরা আল্লাহর সাথে শিরক করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা করে, সেহেতু তারা আল্লাহর একত্ববাদে অবিশ্বাসী কাফের।

তাগুত

কোরআনে উল্লিখিত কাফেরের আরেকটি নাম হলো তাগুত। তাগুত মানে যারা শুধু নিজে কুফুরী করে ক্ষান্ত থাকে না বরং অপরকেও কুফুরী করতে প্ররোচিত ও বাধ্য করতে চেষ্টা-সাধনা করে। এভাবে তাগুতি শক্তি মানুষকে ঈমানের পথ থেকে সরিয়ে নিতে এবং বিরত রাখতে প্রচেষ্টা চালায়।

ঈমানদারদেরকে এ ধরনের তাগুতকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط لَا انْفِصَامَ لَهَا ق وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক মযবুত রশ্মি ধারণ করেছে যা কোন অবস্থায় ছিন্ন হবার নয়।"

(সূরা বাকারা-২৫৬)

তাগুত হলো কাফেরদের বন্ধু, সাক্ষী ও অভিভাবক, তারা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায় ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"আর যারা কাফের, তাদের বন্ধু, সাথী ও অভিভাবক হলো তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়।" (সূরা বাকারা-২৫৭)

বরং কাফেররা তাগুতের পথে লড়াই করে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ

www.pathagar.com

كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, যারা কুফুরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে, অতএব তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অতীব দুর্বল।" (সূরা নিছা-৭৬)

মুনাফিকরা রাসূলকে বাদ দিয়ে তাদের বিচার ফায়সালার জন্য তাগুতের নিকট যায় ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদের ব্যাপারে মনে হয় যে তারা ঈমান এনেছে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি। তারা তাগুতের মাধ্যমে বিচার-ফায়সালা করাতে চায় অথচ তাদেরকে অবিশ্বাস করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর শয়তান চায় তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় বহুদূর নিয়ে যেতে।" (সূরা নিছা-৬০)

এভাবে তাগুতি শক্তি যুগে যুগে নবী-রাসূল ও ঈমানদারদের বিরোধিতা করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চূড়ান্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা করে গেছে। রাজশক্তির ধ্বজাধারী ফেরাউন নমরূদের উদাহরণ রয়েছে অতীতে। অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে দ্বীনের পথের অভিযাত্রীদের রুজী-রোজগারের পথ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। শরিয়ত বিরোধী রসম-রেওয়াজ তাগুতি শক্তি হিসাবে কাজ করেছে, এমনকি নফসের খাহেশ তথা প্রবৃত্তি, দ্বীনের পথ থেকে তাদের সরিয়ে এনেছে।

এভাবে দেখা যায়, তাগুতি শক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ের কুফুরীতে লিপ্ত, খোদাদ্রোহিতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে ঈমানদারদের দ্বীনের কাজের বিরোধিতা করে। মূলত তাগুতি শক্তি হলো শয়তানী শক্তি যা মানব সমাজকে চূড়ান্ত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে সদা তৎপর। কুফুরী শক্তির চূড়ান্তরূপে এ তাগুতি শক্তিই যুগে যুগে ঈমানী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে এবং

www.pathagar.com

আজও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। তাই এ তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার তথা মোকাবেলা করেই ঈমানের পথে হেদায়াত লাভ ও কামিয়াবী অর্জন করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

যালেম

কাফেরদেরকে আল- কুরআনে যালেম নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত যে আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, যার অশেষ রাহমতে সে এ দুনিয়ায় বেঁচে আছে, তার দেহ-আত্মা সব কিছু যার নিয়ন্ত্রণে, সেই মহান আল্লাহকে যে অস্বীকার করে, তার প্রেরিত নবী-রাসূল ও কিতাবকে যে অমান্য করে, সে তো অবিশ্যি যালেম।

কুরআনে শেরক করাকে বলা হয়েছে বড় যুলুম

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

"নিশ্চয়ই শেরক হলো বড় যুলুম।" (সূরা লোকমান) । এমনি গোনাহকেও যুলুম বলা হয়েছে رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا "হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি।" তাই কাফেররা অবশ্যি যালেম।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বহু জায়গায় বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ। "নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

যালেমদের পরিচয় সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

"অতএব যে ব্যক্তি অতঃপর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, এরাই হলো যালেম।" (সূরা আলে এমরান-৯৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, এরাই যালেম।" (সূরা মায়েদা -৪৫)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

www.pathagar.com

ط اِنَّهٗ لاَ يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ.

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিশ্চয়ই যালেমরা কামিয়াবী লাভ করবে না।” (সূরা আনয়াম-২১)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ط وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

“সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালেম কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে অথবা বলে যে আমার প্রতি ওহী নাযেল হয় অথচ তার প্রতি কোন ওহী নাযেল হয় না এবং সে বলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, আমিও শিগ্‌গীর অনুরূপ নাযিল করব, তুমি যদি এসব যালেমদের মৃত্যুকালীন বেহুশ অবস্থা দেখতে এই অবস্থায় যে, ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং বলছে তোমাদের নফস বের কর, আজ তোমাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে অন্যায়ভাবে যা বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহের ব্যাপারে যে অহংকার করতে তার কারণে।” (সূরা আনয়াম -৯৩)

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ج فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

“অতএব তার চেয়ে অধিক যালেম কে যে বিনা প্রমাণে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।” (সূরা আনয়াম -১৪৪)

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ

www.pathagar.com

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ.

"বরং তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে যাকে তার জ্ঞানের মধ্যে চেষ্টা করে নিতে পারেনি এবং যার মর্মার্থ এখনও তার নিকট পৌঁছেনি, এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতএব দেখুন এসব যালেমদের পরিণাম কেমন হল।" (সূরা ইউনুছ-৩৯)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ط اُوْلٰئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

"আর তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করে, এদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে এবং ফেরেশতাগণ বলবে এরাই তাদের রবের ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করেছে। জেনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর লানত।" (সূরা হুদ-১৮)

আল-কুরআনে হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির প্রসংগ উল্লেখ করে বলা হয়েছে আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে অবস্থান করতে দিয়ে বলা হয় ঃ

وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

বলা হলো, "আর হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে তোমাদের ইচ্ছা খাও তবে এ গাছটির নিকটবর্তীও হয়োনা তাহলে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা আরাফ -১৯)

অতঃপর যখন শয়তানের প্ররোচনায় আদম ও হাওয়া ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে বসল এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তখন তারা দু'জন বলে উঠল ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

"হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করে বসেছি।

www.pathagar.com

আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের রহমত দান না করেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।" (সূরা আরাফ-২৩)

দেখা গেলো, আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করলেই মানুষ যালেমে পরিণত হয়। তাই যালেমের রয়েছে বিভিন্ন স্তর।

১। একজন মুসলমানও আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে যালেমে পরিণত হতে পারে। কিন্তু তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।

২। কাফের-ফাসেক অবলীলাক্রমে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে চলে। ফলে সে যালেমে পরিণত হয়।

৩। মুনাফিকও আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ফলে যালেমে পরিণত হয়।

৪। মোশরেকরা তো সুস্পষ্ট যালেম। তারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করে। ইহুদী খ্রিষ্টানরা আল্লাহর পুত্র-কন্যা বানিয়ে নেয়। এভাবে তারা সুস্পষ্ট যালেম।

৫। তাগুতও সুস্পষ্ট যালেম। যেহেতু তারা কেবলমাত্র নিজেরা কুফুরী করে না, আল্লাহর বান্দাদেরকেও গোমরাহীতে লিপ্ত করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালায়।

তওবা করে ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সব ধরনের যালেমরাই ক্ষতিগ্রস্ত বলে কোরআন ঘোষণা করেছে।

এভাবে দেখা গেলো মু'মিনদের মধ্যে মুসলিম, মু'মিন, মুত্তাকী, মুহসেন, সালেহ ও ফাসেক হতে পারে। আবার কাফেরদের মধ্যে ফাসেক, মুনাফিক, মোশরেক, তাগুত ও যালেম হতে পারে। মুসলমানদের মধ্যেও ফাসেক ও যালেম থাকতে পারে। এরা তওবা ও ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করে মুক্তি পেতে পারে।

❖❖❖

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুরআনে মানুষের রূহ

কলব ও নফসের প্রকার ভেদ

রূহ, নফস ও দেহের সমন্বয় হল মানুষ। রূহ ও নফসহীন শুধু দেহ তো লাশ। আবার দেহ ব্যতীত রূহ ও নফসের কোন অবস্থান ও প্রকাশ নেই।

মানুষের প্রতি রূহের কার্যকারিতা, নফসের কামনা-বাসনা ও দেহের দাবী পূরণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে নানা ধরন ও প্রকার দেখতে পাওয়া যায়। আর এ বিভিন্নতার কারণেই মানুষের মধ্যে কেউ হবে জান্নাতী এবং কেউ হবে জাহান্নামী।

বিষয়টি বেশ জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে রূহ, নফস ও দেহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

রূহ

রূহ কি এ সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ সেই অতীতকাল থেকেই ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)কেও তদানীন্তন আরববাসী জিজ্ঞেস করত। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলকে জানালেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ
وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন, রূহ হল আমার রবের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ। আর তোমাদেরকে জ্ঞানের অল্পই প্রদান করা হয়েছে।" (সূরা বনি ঈসরাইল - ৮৫)

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি প্রসংগে রূহের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهُ
سٰجِدِيْنَ -

www.pathagar.com

"অতঃপর আমি যখন তার সৃষ্টিপর্ব সম্পূর্ণ করব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বে।" (সূরা হিজর-২৯ ও সূরা সোয়াদ-৭২)

সাধারণভাবে মানুষের জন্ম সম্পর্কে বলতে গিয়েও রূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ج ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ (سورة السجده : ٩–٨)

"অতঃপর তিনি মানুষের বংশধারা সৃষ্টি করেছেন নিকৃষ্ট পানির নিংড়ানো নির্যাস থেকে। তারপর তিনি তাকে তৈরি করেছেন এবং তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর স্থাপন করেছেন। তোমরা কমই শোকর করে থাক।" (সূরা আস্‌সাজদা ঃ ৮-৯)

হযরত ঈসা (আঃ) এর নারী-পুরুষের মিলন ব্যতীত পিতৃহীন অবস্থায় জন্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে রূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

"আর যিনি তার সতীত্বকে সংরক্ষণ করেছিলেন, অতঃপর তার মধ্যে আমাদের রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানালাম।" (সূরা আম্বিয়া -৯১)

এমনিভাবে অন্যান্য জায়গায়ও বলা হয়েছে যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম।

আল-কুরআনের উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, মানব জীবনের উৎপত্তি হয় আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমে। সব জায়গায় একই স্টাইলে বলা হয়েছে আমার রূহ থেকে। রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হয়েছে, রূহ হল আমার (রবের) নির্দেশ বা হুকুম। সর্বক্ষেত্রেই রূহের ব্যাপারে 'মিন' অর্থাৎ 'রূহ থেকে' এভাবে বলা হয়েছে। রূহ ফুঁকে দেয়া হয়েছে বলা হয়নি।

কোরআনের দৃষ্টিতে রূহ হলো আল্লাহর রূহের একটি অংশ যা ফুঁকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রূহ হলো একটি ঐশী শক্তি, একটি কুদরতি শক্তি যার মাধ্যমে

www.pathagar.com

মানব জীবনের অস্তিত্ব লাভ হয় এবং তা আসে আল্লাহর অস্তিত্ব থেকে।

এভাবে দেখা যায় মানব জাতির প্রত্যেকের জীবন লাভের জন্য আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁকের মাধ্যমে একটি অংশের প্রয়োজন। এজন্যই মানুষের মধ্যে থাকে বিবেকের শাসন, ভাল-মন্দ বিচারবোধ, সৎ প্রবণতা ইত্যাদি সদগুণাবলী।

কুরআনে কারীমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়তের কাজে সহযোগিতা প্রদান ও মু'মিনদের হেদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপও রূহের আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنَ ‐

"তিনি (আল্লাহ) তাঁর আদেশে রূহসহ ফেরেশতাদেরকে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার উপর নাযিল করেন, যেন তিনি সতর্ক করেন যে আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, অতএব আমাকেই ভয় কর।" (সূরা আন নহল-২)

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ لا عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ‐

"বিশ্বস্তরূহ তাকে (আল কুরআন) নিয়ে আসেন আপনার হৃদয়ের উপর, যেন আপনি সতর্ককারী হন।"(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৯৩-১৯৪)

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ‐

"বলে দিন, তোমার রবের পক্ষ থেকে পবিত্ররূহ তাকে সত্যসহ অবতীর্ণ করেন, যেন যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে (রাসূল) দৃঢ় রাখে এবং মুসলমানদেরকে হেদায়াত ও সুসংবাদ প্রদান করে।" (সূরা আন নহল -১০২)

উপরের আয়াতসমূহে ফেরেশতা ও রূহের কথা বলা হয়েছে, রূহুল কুদুস ও রূহুল আমীনের উল্লেখ করা হয়েছে যদ্বারা জিব্রাঈল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে কোরআনের তাফসীর গ্রন্থসমূহে। তবে রূহের কারণেই নবী সতর্ককারী হতে পারেন এবং মু'মিনগণ হন দৃঢ়পদ, আর আত্মসমর্পনকারী মুসলমানগণ লাভ করেন হেদায়াত ও সুসংবাদ। এরূপ ব্যাখ্যাও কেউ কেউ করেছেন।

www.pathagar.com

তাহলে রূহের কার্যকারিতায় দেখা গেলো, প্রথমত আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার ফলে মানুষ জীবন লাভ করে। দ্বিতীয়ত রূহ নবী-রাসূলদেরকে নবুয়তের কাজে সাহায্য করে এবং মু'মিন মুসলমানদেরকে ঈমানের দৃঢ়তা আনয়ন ও হেদায়াত লাভে সাহায্য করে এবং সুসংবাদ প্রদান করে।

অর্থাৎ রূহের কারণে মানুষের মধ্যে বিবেকের শাসন ও সদগুণাবলীর সৃষ্টি হয় এবং নবী রাসূল ও ঈমানাদারদের আল্লাহমুখী কাজে সহায়তা দান করা হয়।

নফস কি?

নফস মানুষের ঐ শক্তি যা রূহ ফুঁকে দেয়ার পর পরই মানুষ লাভ করে। হযরত আদম (আঃ)কে বানানোর পর যখন আল্লাহ তায়ালা তার নিজের রূহ থেকে একটা অংশ তার দেহে ফুঁকে দিলেন তখনই আদম (আঃ) জীবন্ত হয়ে উঠলেন। আর তখনই ফেরেশতাদেরকে সেজদা করতে বলা হয়েছিল।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ -

"অতঃপর আমি যখন তার সৃষ্টিপর্ব সম্পূর্ণ করব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব। তোমরা তার জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়বে।" (সূরা হিজর -২৯)

সূরা আস্ সাজদার ৮-৯ আয়াতে দেখা যায় মানব শিশুর গঠন প্রক্রিয়া হয়ে গেলে মায়ের পেটেই আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁকে দেয়া হয়। যখন তাতে জীবনের সঞ্চার হয় অর্থাৎ নফস অস্তিত্বে এসে যায়। অতঃপর মায়ের পেট থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে আসে, সে নফস সহই বেরিয়ে আসে । তার নফস তখনও থাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই এক হাদীসে বলেছেন প্রত্যেক শিশুই মুসলিম হিসাবে জন্ম লাভ করে, অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান বানায়। অর্থাৎ সদ্যজাত শিশু রূহের প্রভাবে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র থাকে এবং আরো কিছুকাল রূহের প্রভাবেই বেড়ে উঠে। কিন্তু কয়েক বছর কেটে গেলেই তার উপর পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজ এবং তার মধ্যে বিদ্যমান হাওয়া তথা দুনিয়াবী আশা-আকাঙ্ক্ষা বা জাগতিক কামনা-বাসনার প্রভাব পড়ে। ফলে তার নফস দূষিত ও অপবিত্র হতে থাকে। কাজেই দেখা যায়, নফস নিজে অপবিত্র নয় বরং রূহের প্রভাবে প্রথমে পবিত্রই থাকে কিন্তু পরে দুনিয়ার হাওয়ার (ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার) প্রভাবে তা অপবিত্র হতে থাকে।

www.pathagar.com

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ -

"আর নিশ্চয়ই অনেকে অজ্ঞতার কারণে তাদের ইচ্ছা বাসনা ও কামনা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে এবং নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালংঘনকারীদের ভাল করেই জানেন।" (সূরা আনয়াম-১১৯)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَالَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ -

"বরং ঐসব যালেমরা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের ইচ্ছা খাহেশের অনুসরণ করে চলেছে, তাই যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন তাকে হেদায়াত দান করবে কে? তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা রোম-২৯)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ -

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জ্ঞানতঃ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তার শ্রবণশক্তি ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার দৃষ্টিশক্তিতে ফেলে দিয়েছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর তাকে কে হেদায়াত দান করবে? তোমরা কি কিছুই বুঝনা? (সূরা জাসিয়া-২৩)

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى - اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى -

"তারা কেবল আন্দাজ অনুমান ও তাদের নফসসমূহ যা কামনা করে তার অনুসরণ করে অথচ নিশ্চিতভাবে তাদের নিকট তাদের রবের হেদায়াত এসেছে। মানুষ কি যা কামনা করে তা পায়?" (সূরা নজম- ২৩-২৪)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা গেল, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে মানুষ তার নফসের ইচ্ছা-খাহেশ, কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির কারণে গোমরাহীর পথে চলে

www.pathagar.com

যায়। অর্থাৎ মানুষের নফসের পবিত্রতা আসে হেদায়াতের মাধ্যমে আর নফসের অপবিত্রতা আসে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মাধ্যমে, যা প্রবৃত্তির আকর্ষণ থেকে সৃষ্টি হয়।

নফসের অভিধানিক অর্থ সম্পর্কে মোঃ ফজলুল হক লিখিত আল কোরআনে হায়দারী আলোধারা গ্রন্থে লিখা হয়েছে– "'তাজুল আরাম' অভিধানে নফ্স শব্দটির ১৫টি এবং 'লিসানুল আরব' অভিধানে ১৭টি অর্থ পাওয়া যায়। তবে অভিধান দুইটিতে প্রকৃত মূল অর্থ 'আত্মা' তথা 'জীবনীশক্তি' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থগুলি অলংকারিক বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে নফসের অনেক অর্থ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Soul, Spirit, Mind Animale being, living Entity, Human being, Person, self (In The Sense of Personal identity) Mankind, life Essense, vital Principle etc."

হাফেজ মুনিরুদ্দীনের কোরআনের অভিধানে نَفْسٌ শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে প্রাণ, রক্ত, ব্যক্তিত্ব, মানুষ, মন।

কোরআনে 'নফস' শব্দটি একবচন ও বহুবচন দু'ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআনের দৃষ্টিতে নফসের অর্থ জান, প্রাণ, জীবনীশক্তি, নিজ ইত্যাদি হতে পারে।

কোরআন বলছে ঃ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ –

"তোমাদের নফসসমূহের (নিজেদের) দায়িত্ব তোমাদের"

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ. (سورة الانعام : ٩٣)

"যদি তুমি যালেমদেরকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় বেহুশ এবং ফেরেশতাগণ তাদের হাত প্রসারিত করে বলছে, বের কর তোমাদের নফসসমূহ।" (সুরা আনয়াম-৯৩)

নফস কি আত্মা, না রূহ আত্মা - এ নিয়ে সমাজে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। তবে নফসের শব্দার্থ Soul আত্মা – এও অভিধানে দেখা যায়। উপরের আয়াতে ব্যক্তিকে যখন বলা হয় তোমার নফস বের কর। অর্থাৎ তোমার প্রাণ বের কর– একথাই বলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

মোট কথা, নফস হলো জীবনীশক্তি যা আল্লাহর রূহ থেকে ফুৎকারের মাধ্যমে জীবন্ত হয়। জীবন্ত হওয়ার সাথে সাথেই নফসের অস্তিত্ব আসে। তাই জীবন ও নফস একই সাথে চলে, এমনকি মৃত্যুর সাথে সাথে নফসের কার্যকারিতার অবসান হয়ে যায়। বরং মৃত্যু হয় নফসেরই। যেমন কুরআন বলে ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - "প্রত্যেক নফসই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"

মূল ধাতু نفس নুন, ফা, সিন থেকে উৎপন্ন। تنفس হচ্ছে نفس এর ক্রিয়াপদ, যার অর্থ 'শ্বাস-প্রশ্বাস' করা। তাই نفس অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাস যার অর্থ জীবনীশক্তি। অর্থাৎ নফসের বাহ্যিক প্রকাশ হল জীবনীশক্তি। মানুষের আত্মা কি রূহ না নফস এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে মানুষের আত্মাহীন দেহে আল্লাহর রূহের ফুৎকারে জীবনীশক্তি সৃষ্টি হয়। তাই জীবনীশক্তি সম্পন্ন মানুষই সচল ও জীবন্ত মানুষ। মায়ের পেট থেকে জীবন্ত মানুষ বেরিয়ে আসলেই মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তাই রূহ ও নফসের সম্মিলনে মানুষের আত্মা সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করা যায়। প্রকৃত ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে কোরআনে মানুষ বলতে নফসকেই বুঝানো হয়েছে। রূহের ব্যাপারে কুরআনের সব জায়গায় আল্লাহর রূহ থেকে বা তাঁর আমর বা হুকুম থেকে ফুঁকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে তোমাদের নফস বা তাহাদের নফস এভাবেই অধিক ক্ষেত্রে নফসের ব্যবহার এসেছে। আমার নফস বা সর্বনামরূপেও ব্যবহার হয়েছে। কুরআনের দুইশত তেষট্টি আয়াতে দুইশত পঁচানব্বই বার দুনিয়ার সামগ্রিক অবস্থা ও জীবন ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে গুরুত্ব সহকারে নফস শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, সর্বনামরূপে ব্যবহার হয়েছে আরো অধিকবার। এ থেকে জানা যায় নফসই কোরআনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মানুষের জীবন বলতে মানুষের নফসকেই বুঝানো হয়েছে।

(সূত্র ঃ আল কুরআনের হায়দরী আলোধারা - রচিয়তা ঃ মোঃ ফজলুল হক)

নফস ও ব্যক্তিসত্তা

নফস ও ব্যক্তিসত্তা কি একই জিনিষ, না দুটি আলাদা আলাদা বিষয় এ ব্যাপারেও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে মনে হয় নফস ও ব্যক্তিসত্তা একই জিনিষ, অনুবাদেও তাই মনে হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ

তোমরা আল্লাহর পথে জেহাদ কর তোমাদের জান ও মাল দ্বারা।

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ

তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।

এখানে নিজের ব্যক্তিসত্তা দিয়ে জেহাদ করতে বলা হয়েছে এবং নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নফসই ব্যক্তিসত্তা। অথবা যেমন বলা হয়েছে عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের।

এ ধরনের বহু আয়াত থেকে মনে হয় নফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা নিজেই। হযরত আদম (আঃ) এর প্রসিদ্ধ দোয়া ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব।" (সূরা আ'রাফ-২৩)

এখানে বলা হয়েছে আমরা যুলুম করেছি আমাদের নফসের উপর, আর যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব। এর অর্থ দাঁড়ায় আমাদের নফসের উপর যুলুম করার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। এভাবে নফস ও ব্যক্তিসত্তা একই অর্থ বুঝায়। অন্য দোয়ায়ও (দো'য়া মাছুরা) বলা হয়েছে ঃ

اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ...... فَاغْفِرْلِى.

আমি আমার নফসের ব্যাপারে অনেক যুলুম করে ফেলেছি ..... অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

অর্থাৎ আমার নফসের যুলুমের কারণে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার নফসকে ক্ষমা করুন বলা হয়নি। আমার নফস ও আমার ক্ষমা এ যেন একই

www.pathagar.com

হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে নফস ও ব্যক্তিসত্তা মনে হয় একই।

অপরদিক থেকে যদি বিবেচনা করা যায়, যেভাবে কোরআনে বলা হয়েছে তোমরা জেহাদ কর তোমাদের মাল ও জান দ্বারা অথবা তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। এ দু'আয়াতে তোমাদের মাল যেমন তোমাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে ভিন্ন, তোমাদের জান (নফস)ও তেমনি তোমাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে ভিন্ন, তোমাদের পরিবার-পরিজন যেমন তোমাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে ভিন্ন, তোমাদের নিজেদের জান (নফস)ও তেমনি তোমাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে ভিন্ন। এভাবে বুঝা যায় নফস ও ব্যক্তিসত্তা দু'টি আলাদা বিষয়।

যালেমদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে সূরা আনয়ামের ৯৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'ফেরেশতারা যখন তাদের দিকে হাত প্রসারিত করে (বলবে) "তোমরা তোমাদের নফস বের কর।" – এ দ্বারা বুঝা যায় নফস ব্যক্তি থেকে ভিন্ন জিনিষ।

অবশ্য রূহের অংশ ফুৎকারে ব্যক্তি যেমন সচল হয়, নফসের কার্যকারিতাও তখন থেকে চালু হয় আবার যখন নফস দেহত্যাগ করলে বক্তির মৃত্যু হয়, তখন যেমন দেহ লাশে পরিণত হয়, নফসের কার্যকারিতাও হয়ে যায় শেষ। এদিক থেকে নফস ও ব্যক্তিসত্তা একই জিনিস।

আল্লাহর কুদরতে যেমন দুধের ভিতর মাখন ও ঘি থাকে, বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুধ থেকে মাখন ও ঘি আলাদা করা যায়, তেমনি আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে রূহের ফুৎকার থেকে নফস ও দেহসত্তাকে সজীব ও জীবন্ত করে তোলেন। আবার রূহকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নফসের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেন। তাই রূহ, নফস ও দেহসত্তা (ব্যক্তিসত্তা) একই সাথে চলে। আর যখন রূহ ও নফস দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তখনই দেহ লাশে পরিণত হয়।

নফস ও দেহের কর্ম সম্পাদনে কলবের ভূমিকা ও মানুষের প্রকারভেদ

নফস ও ব্যক্তিসত্তা যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি দেহ হলো তার বাহন। নফস তার যাবতীয় কর্মসম্পাদন করে দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে। দেহের যেমন রয়েছে বিভিন্ন বাহ্যিক অঙ্গ প্রতঙ্গ। তেমনি রয়েছে তার আভ্যন্তরীণ কল-কব্জাসমূহ। পাকস্থলীর খাদ্য হজমে লিভারের ভূমিকা, মূত্রনালীর ক্ষেত্রে কিডনী, রক্ত সঞ্চালনে হার্ট - এ সবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কর্মসম্পাদনে সবচেয়ে

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার ইচ্ছাশক্তি যা হৃদয় তথা কলবের সাথে জড়িত। কোরআনে একে কলব বলেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবার তাকে (افئدة) আফয়েদাহ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ কলবে ফায়সালাকৃত বিয়য়কেই অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে কাজে পরিণত করে। অর্থাৎ মানুষের কর্ম সম্পাদন কলবের ফয়সালার অধীন। কাজেই নফসের ইচ্ছার ফায়সালা আসে কলব থেকে। ফলে কলবের ফায়সালা মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে মানুষের কলবের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যার ফলে মানুষের প্রকারভেদ নির্ণয় করা হয়।

আল-কুরআনে চার প্রকার কলবের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

১. মু'মিনের প্রশান্ত অন্তর;
২. ফাসেকের বাঁকা অন্তর;
৩. মোনাফেকের ব্যধিগ্রস্ত অন্তর;
৪. কাফেরের মোহর মারা ও তালা লাগানো অন্তর;

১. মু'মিনের প্রশান্ত অন্তর

মু'মিনের অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াতে যে সব কথা বলেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

মু'মিনের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ.

"আর যারা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে এবং তাদের অন্তর কাঁপা অবস্থায় যা কিছু দান করে তা এজন্যে যে তারা তাদের রবের নিকট ফিরে যাবে।"

(সুরা ঃ মু'মিনুন-৬০)

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

"মু'মিনদের জন্য কি এ সময় এখনো আসেনি যে তারা আল্লাহর স্মরণ ও হকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে সেজন্য তাদের অন্তর ভীত হয়ে উঠবে না?

www.pathagar.com

তোমরা তাদের মত হয়ো না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল এবং তার পর দীর্ঘ সময় বয়ে গেল আর তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং তাদের অনেকেই ছিল ফাসেক।" (সুরা হাদীদ-১৬)

বরং আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা যেন তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে শোকর গুজার হয়।

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالاَ فْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"আপনি বলুন, তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও অন্তর। কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব কমই শোকর গুজারী করে থাক।" (সূরা মূলক-২৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ.

"নিশ্চয়ই মু'মিন তারাই যখন তাদের সামনে আল্লাহর স্মরণ করা হয়, তাদের অন্তর কেঁপে উঠে।" (সূরা আনফাল-২)

মু'মিনদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ঐক্য সৃষ্টি করে দেন, ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় ও মযবুত ঐক্য গড়ে উঠে এবং তারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করে।

আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন ঃ

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"আর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেন, তুমি যদি দুনিয়ার সকল কিছুও খরচ করতে তাদের অন্তরের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা শক্তিশালী ও মহা বিজ্ঞানময়।" (সূরা আনফাল-৬৩)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ص

www.pathagar.com

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) ধারণ কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে নিয়ামত দান করেছেন, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তখন আল্লাহ তোমাদের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন এবং তারই নেয়ামতে পরস্পর তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা দোযখের গর্তের কিনারায় দাঁড়ানো ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন, এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।" (সূরা আলে ইমরান-১০৩)

জেহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের ঘটনা ঘটার পর মুনাফিকদের বিরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

"এসব ঘটেছে এজন্য যে আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান তোমাদের বুকের ভেতর কি রয়েছে এবং নির্মল করতে চান তোমাদের অন্তরে যা আছে, আর আল্লাহ অন্তরের বিষয়ের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আলে ইমরান - ১৫৪)

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ط وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -

"আল্লাহ এ দ্বারা (ফেরেশতা পাঠানো) কেবলমাত্র তোমাদেরকে সুসংবাদ প্রদান এবং তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করেছেন। আর সাহায্য এসে থাকে কেবল মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (সূরা আলে ইমরান - ১২৬)

একই কথা বলা হয়েছে সূরা আনফালের ১০ নম্বর আয়াতে।

উপরের আয়াতগুলো দ্বারা জানা গেল যে অন্তর কাঁপা অবস্থায় কিছু দান

www.pathagar.com

করে এবং আল্লাহর নিকট ফিরে যাবার ধারণা পোষণ করে, আল্লাহর স্মরণ এবং হকের নিকট থেকে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ভয় পোষণ করে, আল্লাহর সৃষ্ট অঙ্গঁ-প্রত্যঙ্গের শোকর গোজার থাকে এবং আল্লাহর স্মরণে অন্তর কেঁপে উঠে। মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ ঐক্য সৃষ্টি করে দেন, মু'মিনদের সাহায্যার্থে চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা পাঠিয়ে সুসংবাদ ও অন্তরের প্রশান্তি দান করেন। এসবের মাধ্যমে অন্তর নির্মল হয় এবং আল্লাহর স্মরণে গড়ে উঠে প্রশান্ত হৃদয়। এ প্রশান্ত হৃদয়ই উদগত হয় প্রশান্ত নফসের যা মু'মিনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের মাধ্যমে বেহেশতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

এরূপ মু'মিনের জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আর আল্লাহ জেনে নিতে চান যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, এ হলো আপনার রবের পক্ষ থেকে হক অতএব এর প্রতি তারা যেন ঈমান পোষণ করে এবং তাদের অন্তর যেন আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, আর আল্লাহ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সরল-সঠিক পথে হেদায়াত দান করেন।" (সূরা হজ্জ - ৫৪)

২. ফাসেকের বাঁকা অন্তর

মুসলিম সমাজে যেমন প্রশান্ত হৃদয়ের মোমিন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে বাঁকা অন্তরের ফাসেক মুসলিম জনগোষ্ঠি। যদিও ফাসেক মুসলিম হতে পারে না, যেমন হয় না সোনার পিতলা কলস। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম নামধারী বহু ফাসেক ব্যক্তি রয়েছে সমাজে। এদের অন্তর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, এদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা। সূরা ছফে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আঃ) এর উম্মতের ব্যাপারে বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"অতঃপর যখন তারা বক্রই রয়ে গেল, আল্লাহ তাদের অন্তকরণকে আরো বক্র করে দিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না।" (সূরা ছফ - ৫)

www.pathagar.com

জানা গেল, নবীর উম্মতের মধ্যে অন্তরের বক্রতা থাকলে সে বক্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে মুসলমানের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে, তবে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্রতা আসতে পারে না।

هُوَالَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُو الاَلْبَابِ ـ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি কেতাব নাযিল করেছেন যাতে রয়েছে মুহকাম (স্পষ্ট) আয়াতসমূহ, এগুলোই কেতাবের মূল ভিত্তি, এছাড়া রয়েছে কতক অস্পষ্ট আয়াত, অতএব যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা তারা এতে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং মনগড়া ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর সঠিক মর্ম জানেন না, আর জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে। জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" (সূরা আলে ইমরান - ৭)

আমাদের প্রিয় নবীর দুই স্ত্রী পরামর্শ করে যখন নবীর মধু খাওয়া সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল, এবং নবী কারীম (সাঃ) মধু না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা নবীর স্ত্রীদ্বয়কে তাদের অন্তরের বক্রতা দূর করার জন্য তওবা করার পরামর্শ দেন ঃ

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ـ

"যদি তোমরা দু'জন (দুই স্ত্রী) আল্লাহর নিকট তওবা কর এজন্য যে তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গিয়েছিল।" (সূরা তাহরীম-৪)

এদ্বারা জানা যায় অন্তরের বক্রতা দূর করার জন্য মু'মিনকে তওবার পথ গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মু'মিনের অন্তরের বক্রতা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা পাক কুরআনে দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

"হে আমাদের রব যখন আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছো, আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিও না।" (সূরা আলে ইমরান-৮)

উপরের আয়াত সমূহ থেকে জানা গেল অন্তরের বক্রতা থেকে মু'মিনের আত্মরক্ষা করার জন্য সদাসর্বদা দোয়া করা উচিৎ। বক্রতার কারণে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তওবা করে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করে নিতে পারলে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় নফসে লাওয়ামার হালতে তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মু'মিন জান্নাত লাভ করতে পারে।

অন্যথায় মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তির অন্তর যদি বাঁকা হয়, আল্লাহ সে বাঁকা অবস্থা আরো বাড়িয়ে দেন। ফলে তার নফস আম্মারা বিস্‌স্যুতে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. মুনাফিকের ব্যধিগ্রস্ত অন্তর

মুনাফিকের অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বহু জায়গায় বলেছেন, "তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" মুনাফিকদের অন্তরের রোগের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেন ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ٥

"অতএব তুমি তাদেরকে দেখ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তারা তাদের (কাফেরদের) মধ্যে দৌড়াদোড়ি করে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং বলে, আমাদের আশংকা হয়, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কি না, আশা করা যায়, পূর্ণ বিজয় এসে যাবে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কোন বিষয়। অতএব তাদের

www.pathagar.com

অন্তরে লুক্কায়িত বিষয়ের ব্যাপারে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।"

(সূরা ঃ মায়েদা-৫২)

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

"যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা বলে তাদের (মু'মিনের) দ্বীন তাদেরকে ধোঁকা প্রদান করেছে, আর যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তবে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাবিজ্ঞানময়।"

(সূরা আনফাল-৪৯)

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ -

"নিশ্চয়ই তারাই আপনার কাছে (অব্যহতির) অনুমতি চায় যারা আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না এবং যাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ এবং তারা সে সন্দেহে ঘুরে হয়রান হয়।" (সূরা তওবা-৪৫)

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْذَرُوْنَ.

"মুনাফেকরা আশংকা করে যে, মুসলমানদের প্রতি এমন সূরা নাযিল হয়ে যায়, যা তাদের অন্তরে যা রয়েছে সে সংবাদ জানিয়ে দেয়। আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যে বিষয়ের আশংকা করছ তা প্রকাশ করে দেবেন।" (সূরা তাওবা-৬৪)

لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"তারা যে ইমারত নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে

www.pathagar.com

থাকবে যতক্ষণ না তাদের অন্তকরণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।" (সূরা তাওবা - ১১০)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ.

"আর যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদের সে অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (সূরা তাওবা - ১২৫)

لِّيَجْعَلَ مَايُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ.

" যেন তিনি শয়তানের উদ্ভাবিত সন্দেহকে এমন লোকদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বানিয়ে দেয় যাদের অন্তরে রয়েছে রোগ এবং যাদের অন্তর শক্ত, নিশ্চয়ই যালেমরা চরম বিরোধিতায় লিপ্ত।" (সূরা হজ্জ- ৫৩)

اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ط بَلْ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"তাদের অন্তরে কি রোগ রয়েছে অথবা রয়েছে সন্দেহ অথবা তারা কি ভয় করে যে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো যালেম।" (সূরা নূর - ৫০)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَايُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلاَّ قَلِيْلاً.

"মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা মদীনায় মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে বেড়ায় তারা যদি এ থেকে বিরত না হয় তাহলে আমরা আপনাকে

www.pathagar.com

তাদের উপর প্রভাবশালী করে দেব। অতঃপর তারা অল্পদিন ছাড়া আপনার নিকট অবস্থান করতে পারবে না।" (সূরা আহযাব - ৬০)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ.

"যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি মনে করেছে যে আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষকে প্রকাশ করবেন না?" (সূরা মুহাম্মদ - ২৯)

وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ.

"যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা বলে, এ উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চাচ্ছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।" (সূরা মুদ্দাসসির - ৩১)

মুনাফিকদের অন্তরের রোগ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াতসমূহে যা বলেছেন তাতে দেখা গেল মুনাফেকরা তাদের অন্তরের রোগের কারণে কাফেরদের কাজে দৌড়াদোড়ি ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায়, তারা মু'মিনদেরকে বলে যে, তাদের দ্বীন তাদেরকে ধোকায় ফেলেছে, তারা আল্লাহ নবীর নিকট দ্বীনের কাজে অব্যাহতি চায়, তাদের অন্তরে রয়েছে সন্দেহ আর সে সন্দেহে ঘুরে তারা হয়রান হয়, তারা এমন সূরা নাযিলের আশংকা করে যা তাদের অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করে দেয়। তাদের অন্তরে খটকা সৃষ্টি হয় আর তা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। তাদের অন্তরের রোগ অপবিত্রতা সৃষ্টি করে ফলে অপবিত্রতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের ব্যাপারে ভয় করে যে তাদের প্রতি অবিচার করবেন, তারা ইসলামী রাষ্ট্রে মিথ্যা রটিয়ে বেড়ায়, তাদের মনে থাকে বক্রতা। কোরআনে প্রদত্ত উদাহরণের ব্যাপারে তারা বলে এ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চাচ্ছেন – এ হলো মোনাফেকদের ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের অবস্থা, যা আল্লাহর নাফরমানীর কারণে নফসে আম্মারা বিস্‌স্যুতে পরিণত হয়। ফলে কুফুরী অবস্থায় তারা আখেরাতে দোযখের আগুনে কঠিন আযাব ভোগ করবে।

www.pathagar.com

৪. কাফেরের মোহর মারা ও তালা লাগানো অন্ত

কাফেরদের অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। যেহেতু তারা আল্লাহর নিদর্শন ও কোরআনের আয়াতের কিছুই বুঝতে চায় না। যুগে যুগে নবীগণ তাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে, আখেরাতের ব্যাপারে অনেক কিছু বুঝিয়েছেন, কেতাবের বাণী শুনিয়েছেন কিন্তু তারা অন্তর দিয়ে কিছুই বুঝেনি। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"তুমি তাদেরকে সতর্ক কর আর না কর, সবই সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের শ্রবণ শক্তিতে আর তাদের দৃষ্টি শক্তিতে দিয়েছেন পর্দা, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (সূরা বাকারা - ৬-৭)

অবশ্য কাফেররা বলে - قُلُوْبُنَا غُلْفٌ

"আমাদের অন্তর সংরক্ষিত" (সূরা বাকারা - ৮৮)।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, তিনি তাদের অন্তরের কথা জানেন।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ق فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا.

"এরা ঐ সব লোক, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরে কি আছে, অতএব তাদের ব্যাপারে আপনি বিরত থাকুন তবে তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাকুন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের এমন সব কথা বলুন যা তাদের অন্তরে পৌঁছে যায়।" (সূরা নেছা - ৬৩)

قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

www.pathagar.com

"আপনি বলে দিন, যদি তোমরা তোমাদের বক্ষে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তা জানেন। আর আল্লাহ তো আসমানে ও যমীনে যা রয়েছে সবই জানেন, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা আলে ইমরান-২৯)

মুনাফেক, ইহুদী তথা কাফেরদের অন্তর ও কার্যাবলী সম্পর্কে সূরা মায়েদার ৪১ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তা প্রণিধান যোগ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَآيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لا لَمْ يَاْتُوْكَ ط يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ م بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ج يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ط وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ لا وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"হে রাসূল! যারা কুফুরীর কাজে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় আর যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি অথচ অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে না অথবা যারা ইহুদী, তাদের ব্যাপারে আপানি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। ইহুদীরা তো মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত, যে সব সম্প্রদায় আপনার নিকট আসেনি তাদের জন্য তারা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং তার স্থান থেকে কালামকে পরিবর্তন করে, তারা বলে যদি তোমরা এ বিষয়ে (বিকৃতি) পাও তবে তা গ্রহন কর, আর যদি তা না পাও তবে তা থেকে বেঁচে থাক। যে ব্যক্তির পরীক্ষা আল্লাহ চান, তা থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। এসব লোক হলো তারা যাদের অন্তকরণকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না, এদের জন্য ইহকালে অপমান, আর আখেরাতে রয়েছে এদের জন্য মহাশাস্তি।" (সূরা মায়েদা - ৪১)

অর্থাৎ মুনাফিক ও ইহুদীরা কুফুরীর কাজে লিপ্ত থাকে। কুরআনকে পরিবর্তন করে পেশ করে, তাদের অন্তকরণ আল্লাহ পবিত্র করেন না, ফলে তারা শাস্তির

www.pathagar.com

যোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কাফের এবং তারা তাদের ভাইদেরকে বলে যখন তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যদি তোমরা আমাদের নিকট থাকতে তাহলে তোমরা মরতে না এবং নিহত হতে না। ফলে আল্লাহ্ একে তাদের অন্তরের পরিতাপের কারণ বানিয়ে দেন, আর আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যুদান করেন এবং আল্লাহ্ তোমরা কি করছ তা জানেন।" (সূরা আলে ইমরান - ১৫৬)

এভাবে কাফেরদের অন্তরে পরিতাপ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ আরো বলেন যে, কাফেরদের অন্তর শক্ত হয়ে যায়।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ م بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الاَنْهٰرُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -

"এরপরও তাদের অন্তর শক্তই রয়ে গেল, এ যেন পাথরের মত বরং পাথরের চেয়ে শক্ত। কেননা কতক পাথর থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, কতক পাথর যখন ফেটে যায়, তা থেকে পানি বের হয়, এমন কতক পাথর আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে নেমে পড়ে। তোমরা যা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ গাফেল নন।" (সূরা বাকারা - ৭৪)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً.

www.pathagar.com

"বস্তুতঃ তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাদেরকে আমরা লানৎ প্রদান করলাম এবং তাদের অন্তরকে শক্ত করে দিলাম।" (সূরা মায়েদা - ১৩)

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ.

"বরং এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে কঠোরতা রয়েছে, এ ছাড়া তাদের অন্যান্য অনেক কাজ যা তারা করে থাকে।" (সূরা মু'মিনুন - ৬৩)

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ صلے لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ .

"আর আমি দোযখের জন্য এমন অনেক জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি, যাদের অন্তর আছে কিন্তু তদ্বারা কিছুই বুঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তদ্বারা কিছুই দেখে না আর তাদের কান আছে কিন্তু তদ্বারা কিছুই শুনে না, এরা পশুর ন্যায় বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট, এরা হলো গাফেল।" (সূরা আরাফ ১৭৯)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوْبِهَا ط حَتّٰى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلآَّ اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ.

"আর তাদের মধ্যে এমন কতক আছে যারা আপনার কথায় কর্ণপাত করে এবং আমরা তাদের অন্তরে তা বুঝার ব্যাপারে পর্দা ফেলে দেই এবং তাদের কানে ছিপি মেরে দেই, তাদেরকে যদি সমস্ত প্রমাণও দেখান তারা ঈমান আনবে না, এমন কি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে আর কাফেররা বলে এতো অতীতের ভিত্তিহীন কাহিনীমালা মাত্র।" (সূরা আনয়াম - ২৫)

অন্তরে পর্দা ফেলার ব্যাপারে একই ধরনের কথা বলা হয়েছে সূরা কাহাফের ৫৭ নম্বর আয়াতে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন কাফেরদের অন্তর অন্ধ হয়ে যাবে।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْاٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لاَتَعْمَى الاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ.

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি যাতে তাদের অন্তর বুঝতে পারে আর তাদের কর্ণে শুনতে পারে, তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে তাদের চক্ষু অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় তাদের অন্তর যা রয়েছে তাদের বক্ষের মধ্যে।" (সূরা হজ্জ - ৪৬)

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةًز فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآاَبْصَارُهُمْ وَلاَاَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوابِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

"নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে এমন সব ক্ষমতা প্রদান করেছিলাম যে সব ক্ষমতা তোমাদেরকে প্রদান করিনি এবং তাদের দিয়েছিলাম শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ, তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও তাদের অন্তকরণ তাদের কোন উপকার করতে পারেনি, যখন তারা আল্লাহর আয়াত সমূহের সাথে তর্ক করছিল এবং যে সব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তা তাদেরকে ঘিরে ধরল।" (সূরা আহকাফ - ২৬)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন যে তাদের অন্তরে তালা লাগানো হয়েছিল এবং মোহর মেরে দেয়া হয়েছিল।

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

"তারা কি কোরআনের ব্যাপারে চিন্তা–গবেষণা করে না, না কি তাদের অন্তরে তালা মারা রয়েছে?" (সূরা মুহাম্মদ - ২৪)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَآءَ هُمْ

"এরাই ঐসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন আর এরা

www.pathagar.com

তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।" (সূরা মুহাম্মদ - ১৬)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُوْنَ.

"এ জন্য যে তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কাফের হয়েছে, অতপর তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, অতএব তারা বুঝছে না।"

(সূরা মুনাফেকুন - ৩)

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآئِهَا ج وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ط كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ.

"এসব জনপদের ঘটনাবলী আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি এবং নিশ্চয়ই তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে এসেছিলেন, অতঃপর তারা পূর্বে যে সব বিষয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল সে বিষয়ে আর তারা ঈমান আনল না। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।" (সূরা আরাফ - ১০১)

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল কুফরীর কাজে যারাই লিপ্ত-মুনাফেক, ইহুদী ও আহলে কেতাব তাদের অন্তরের অপপ্রয়োগ করে নিজেদেরকে বিভ্রান্তিতে নিয়োজিত করে, তারা তাদের অন্তর দিয়ে প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে বুঝে না, সে সব কথা তাদের কান দিয়ে শুনে না বা চোখ দিয়ে দেখে না। অবশ্য আল্লাহ তাদের অন্তরের কথা জানেন। তারা আল্লাহর কেতাবকে পরিবর্তন করতে কুণ্ঠিত হয় না, আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র করেন না, তাদের কর্মকাণ্ড তাদের অন্তরের পরিতাপের বিষয়ে পরিণত হয়, তাদের অন্তর হয় পাথরের চেয়েও শক্ত, তারা গাফেল তাই পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তারা। এসব কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে পর্দা ফেলে দেন, কানে ছিপি এঁটে দেন, অন্তরে তালা ও মোহর মারা হয় যেহেতু তারা সেগুলো দিয়ে কিছু বুঝে না, কান দিয়ে শুনে না, চোখ দিয়ে কিছু দেখে না, তারা কোরআনকে বুঝার ও তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না। ফলে কাফেরদের জন্য ইহজীবনে অপমান ও আখেরাতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

www.pathagar.com

এভাবে দেখা গেল মানুষের অন্তর ৪ ধরনের হতে পারে ঃ

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, আল্লাহর হুকুমের পূর্ণ ফর্মাবর্দার অন্তর, প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী মুমিন, যাদের নফসও প্রশান্ত নফস, তারা আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করে জান্নাত লাভ করবে;

(২) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করলেও আল্লাহর হুকুমের পূর্ণ ফরমাবর্দার নয়, অন্তরের বক্রতার কারণে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজ করে ফেলে। এরা তওবা এস্তেগফার করে নফসে লাওয়ামার ফলাফল হিসাবে আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করে বেহেশতবাসী হতে পারে। কিন্তু যারা নাফরমানীমূলক কাজ করে যথার্থ তওবা করে না, তারা নফসে আম্মারা বিসস্যুতে লিপ্তই থেকে যাবে। যাদের আখেরাতের ফলাফল দোযখ ছাড়া কিছু নয়।

(৩) যাদের অন্তর রোগগ্রস্ত– তাদের অন্তরে জাগে নানা প্রকার খটকা, সন্দেহ, তাদের অন্তরে এক, মুখে অন্য, তারা আল্লাহ্-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না– তাদের নফস তো নফসে আম্মারা বিসস্যুতে পরিণত হয়েই থাকে, যার পরিণতি দোযখ।

(৪) আর যাদের অন্তরে মোহর মারা থাকে, তালা মারা থাকে, তারা কিছুই বুঝতে চায় না, আল্লাহ্-রাসূলকে অস্বীকার করে, ইসলামের পথে ও ইসলাম কায়েমের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে– এদের নফস সুস্পষ্টভাবে আম্মারা বিসস্যুতে লিপ্ত, দোযখই তাদের চূড়ান্ত পরিণতি।

এভাবে অন্তকরণের অবস্থা ও নফসের কার্যক্রমের ভিত্তিতে মানুষ প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

(১) প্রশান্ত অন্তর ও প্রশান্ত নফস;

(২) বাঁকা অন্তর কিন্তু তওবা এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা লাভ, নফসে লাওয়ামা;

(৩) বাঁকা অন্তর ও লাগামহীন আল্লাহ নাফরমানীর কারণে নফসে আম্মারা বিসস্যুতে লিপ্ত হওয়া;

(৪) রোগগ্রস্ত অন্তর; অন্তরে খটকা ও সন্দেহের কারণে নফসে আম্মারা বিসস্যুতে লিপ্ত হওয়া;

(৫) মোহর মারা ও তালা মারা অন্তর, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় কুফরীতে জীবন কাটানোর ফলে নফসে আম্মারা বিসস্যুতে লিপ্ত থাকা।

www.pathagar.com

চিত্রের মাধ্যমে অন্তর ও নফসের অবস্থা

প্রশান্ত অন্তর	পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ ফর্মাবর্দারী	নফসে মুতমাইন্না	আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন	বেহেশ্‌ত লাভ
বাঁকা অন্তর	ঈমানদার, আনুগত্য থাকলেও নাফর-মানীতে লিপ্ত	নফসে লাওয়ামা	তাওবা ও এস্তেগ-ফারের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তি	

বাঁকা অন্তর	মুসলমান কিন্তু লাগামহীনভাবে নাফরমানীতে লিপ্ত	নফসে আম্মারা বিসস্যু	আল্লাহর শাস্তির ফায়সালা, তওবা না করা	জাহান্নাম
রোগগ্রস্ত অন্তর	মোনাফেকীতে লিপ্ত, অন্তরে খটকা ও সন্দেহ	নফসে আম্মারা বিসস্যু	দুনিয়ায় অপমান ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য	
মোহরমারা ও তালামারা অন্তর	কুফরীতে লিপ্ত	নফসে আম্মারা বিসস্যু	শাস্তির ঘোষণা	

তাই প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী পূর্ণ ঈমানদার ও আল্লাহর হুকুম-আহকামের ফর্মারর্দার প্রশান্ত নফসের বান্দাদের জন্য খোশখবরী। আর সাধারণ ঈমানদার ও মুসলমানদের বাঁকা অন্তরধারীদের তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ফিরে এসে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারলেই মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যথায় নাফরমানীতে লিপ্ত থাকা অন্তর, রোগগ্রস্ত ও মোহরমারা অন্তরের জন্য অনন্তকালীন জাহান্নাম।

এভাবে সরল সোজা নির্ভেজাল প্রশান্ত অন্তরের জন্যই মুক্তির গ্যারান্টি। ভেজাল ও বাঁকা অন্তর কেবলমাত্র তাওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারে। অবশ্য তাওবা ও এস্তেগফার মু'মিনের এক সাধারণ গুণ। নবী করীম (সাঃ)ও প্রতিদিন তাওবা ও এস্তেগফার করতেন।

মু'মিনের অন্তরের পবিত্রতাই আসল বিষয়! পবিত্র অন্তরই পরিচ্ছন্ন ও প্রশান্ত হয়ে থাকে। পবিত্র ও প্রশান্ত অন্তরেই তাকওয়া ও খোদাভীতি জন্ম লাভ করে। তাকওয়া ও সহীহ নিয়্যতসম্পন্ন আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"আল্লাহর নিকট তার গোসত ও তার রক্ত পৌঁছে না বরং তার নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে পৌঁছে কেবলমাত্র তাকওয়া।" (সূরা হাজ্জ-৩৭)

এই তাকওয়া অন্তরের ব্যাপার। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল পোষণও অন্তরের বিষয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "নিশ্চয়ই মানুষের আমলসমূহ তার নিয়ত অনুযায়ী।" নিয়তও অন্তরের ব্যাপার। তাই মানব জীবনের পরীক্ষা মূলতঃ অন্তরের পরীক্ষা। অবশ্য অন্তরের ফায়সালা মোতাবেকই মানুষের আমল হয়ে থাকে। তাই মানব জীবনে উত্তম আমলের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে।" (সূরা মুলক-২)

আর আমলের মূল উৎস ও ভিত্তি হলো অন্তর। পবিত্র ও প্রশান্ত অন্তরই মানব জীবনের উত্তম আমলের পরীক্ষায় মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِاللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে অথবা তার নফসের প্রতি যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসাবে পাবে। (সূরা নিসা-১১০)

নফসের প্রকারভেদে মানুষের শ্রেণী বিভাগ

আল-কুরআনে মানুষের নফসকে তিন প্রকারে পেশ করা হয়েছে।

১. নফসে মোতমাইন্না- পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত নফস

২. নফসে লাওয়ামা- তিরস্কৃত ও মার খাওয়া নফস।

৩. নফসে আম্মারা বিসস্যু- মন্দ কাজে নির্দেশপ্রদানকারী নফস।

www.pathagar.com

১. নফসে মোতমাইন্না- পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত নফস

এ ধরনের নফস সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى.

"আর যে ব্যক্তি তার রবের উচু মর্যাদাকে ভয় করেছে এবং নফসকে প্রবৃত্তির (কুমন্ত্রণা) থেকে বিরত রেখেছে, নিশ্চয়ই তার আশ্রয়স্থল হবে জান্নাত।"

(সূরা নাযিয়াত - ৪০-৪১)

অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভয় ও তাকওয়া পোষণ করে আল্লাহর যাবতীয় নাফরমানিমূলক কাজ থেকে যে বিরত থেকেছে, সেই পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আরো যে সব আয়াত উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ -

"লোকদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার নিজের নফসকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ালু।" (সূরা বাকারা -২০৭)

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ -

"আপনি তো কেবলমাত্র তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন যারা আল্লাহকে অদৃশ্য অবস্থায় বিশ্বাস করে ও নামায কায়েম করে, আর যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে সে নিজের জন্যই পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা ফাতের-১৮)

এ ধরনের পরিতৃপ্ত, পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তরের উল্লেখ করা হয়েছে আনছারদের ব্যাপারে, যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে মুহাজিরদেরকে প্রদান করা হয়েছিল, আর গরীব আনছারগণ কিছু না পেয়েও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন।

www.pathagar.com

কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالْإِيْمَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে তারা ভালবাসে এবং তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের বক্ষে কোনরূপ ঈর্ষা পোষণ করে না, যদিও তাদের অভাব ছিল কিন্তু তারা নিজেরদের উপর মোহাজেরদেকে অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি তার নফসের সংকীর্ণতা দূর করতে পেরেছে, তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর-৯)

এ ধরনের পরিতৃপ্ত ব্যক্তিদের জন্য আরো যা বলা হয়েছে তা হলো ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, মনোযোগ দিয়ে শুন ও আনুগত্য কর, আর খরচ করো, তা হলো তোমাদের নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক, যে ব্যক্তি অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করতে পেরেছে, তারাই সফলকাম।" (সুর তাগাবুন -১৬)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"উদাহরণ স্বরূপ, যারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায় এবং তাদের নফসের দৃঢ়তার জন্য খরচ করে, তাদের উদাহরণ ঐ বাগানের ন্যায়

www.pathagar.com

যাতে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয়, আর যদি বৃষ্টিপাত কমও হয় তাও তার জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ্ তোমরা যা করছো তা দেখছেন।"

(সূরা বাকারা-২৬৫)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا أُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ..... أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তাদের মাল সম্পদ ও নফস (জান) দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে আর যারা (মোহাজেরদেরকে) আশ্রয় প্রদান করেছে ও সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তারা একে অপরে বন্ধু ------- এরাই সত্যিকার ও যথার্থ মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।" (সূরা আনফাল-৭২, ৭৪)

সূরা তাওবার ৪৪, ৮৮, ১১১ আয়াতে মু'মিনের অনুরূপ গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের নফস ও ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন এজন্যে যে, তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে, তারা আল্লাহর পথে লাড়াই করে, অতঃপর (আল্লাহর শত্রুদের) হত্যা করে ও নিহত হয়।"

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

"নিশ্চয়ই মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারপর কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেনি বরং আল্লাহর পথে তাদের

www.pathagar.com

ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ (নফস) দিয়ে জেহাদ করেছে, এরাই সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত-১৫)

প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত নফসের কার্যাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কিত আল-কুরআনের কতিপয় আয়াত উপরে উদ্ধৃত করা হল। এ ধরনের নফসকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ج إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেক নফসেরই (মানুষের) লক্ষ্য করা উচিৎ আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা কি করছ তা জানেন"। (সূরা হাশর -১৮)

চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তায়ালা নফসে মুতমাইন্নাকে ডাকছেন তাঁর নিজের দিকে, প্রবেশ করতে বলেন তাঁরই জান্নাতে।

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِىْ الٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ. وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ.

"হে নফসে মুতমাইন্না (প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত নফস), ফিরে আস তোমার রবের দিকে, (এই অবস্থায় যে) তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও, আর আমারই জান্নাতে ঢুকে পড়।"

এই হলো নফসে মুতমাইন্নার পরিচয় ও চূড়ান্ত পরিণতি। এর জন্য প্রয়োজন একটি প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও পরিশুদ্ধ অন্তরের ধারক ও বাহক একটি অনুরূপ নফস। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাহগণই অনুরূপ অন্তর ও অনুরূপ নফসের অধিকারী। সকল মু'মিন বান্দারই অনুরূপ অন্তর ও অনুরূপ নফসের আকাঙ্ক্ষা পোষণ ও সে জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার।

২. নফসে লাওয়ামা- তিরস্কৃত ও মার খাওয়া নফস

এমন এক নফস যে নফস দুনিয়ার কামনা-বাসনার কারণে, হাওয়া বা প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে কিন্তু পরক্ষণেই

www.pathagar.com

তার হুশ ফিরে আসে, চেতনায় ও বিবেকে ধরা পরে যে সে ভুল করে ফেলেছে, সে নফসের প্রতি যুলুম করে বসেছে। ফলে সে নফসকে তিরস্কার করে, নফসের নাফরমানীমূলক কাজ থেকে ফিরে আসে, তওবা করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চায়।

নফসে লাওয়ামা পর্যায়ে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْاهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

"আর যারা যখন কোন নির্লজ্জ খারাপ কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের নফসের প্রতি যুলুম করে বসে তারা আল্লাহ্‌রকে স্মরণ করে অতঃপর তাদের গুনাহ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ মাফ করতে পারে, তারা যা করেছে তা বারবার করে না এ অবস্থায় যে তারা জানে।"
(সূরা আলে ইমরান-১৩৫)

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ج وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْ اِلَىَّ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ـ

"আপনি বলুন, আমি যদি গোমরাহ হয়ে থাকি তবে আমার গোমরাহী আমার নফসেরই কারণে, আর যদি আমি হেদায়াত লাভ করে থাকি তবে তা আমার রবের পক্ষ থেকে ওহীর কারণে। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন ও নিকটেই (অবস্থানকারী)।"(সূরা সাবা-৫০)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالاٰصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

"তুমি তোমার রবকে তোমার নফসের মধ্যে স্মরণ কর বিনয় ও ভয়ের সাথে, অনুচ্চ স্বরে, সকাল ও সন্ধ্যায়, তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"
(সূরা আরাফ-২০৫)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلاَتَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ

www.pathagar.com

زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ

“আপনি আপনার নফসকে নিয়ে ঐসব লোকের সাথে ধৈর্যধারণ করুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা কেবলমাত্র রবের সন্তুষ্টি কামনা করে, দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনায় যেন তাদের থেকে দৃষ্টি সরে না যায়। আর তাদের আনুগত্য করবেন না যাদেরকে তাদের অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে এবং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে এবং তারা সীমাতিক্রম করে গিয়েছে।” (সূরা কাহাফ-২৮)

لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

“আর নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নফসসমূহ দ্বারা তোমাদেরকে অবশ্যি পরীক্ষা করা হবে, এবং ভবিষ্যতে তোমরা, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা মোনাফেক, তাদের দ্বারা বহু কষ্টকর কথা শুনবে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করবে ও তাকওয়া অবলম্বন করবে তা হবে (তাদের জন্য) বিরাট সাহসের কাজ।” (সূরা আলে এমরান-১৮৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

“হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের নিজেদের (নফস সমূহের) দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের, তোমরা যদি হেদায়াতপ্রাপ্ত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয় তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, তোমাদের সকলেরই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা কি করছিলে আল্লাহ তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।” (সূরা মায়েদা-১০৫)

وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ

www.pathagar.com

الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

"আর তোমরা পরস্পর দোষারোপ করো না এবং খারাপ উপাধিতে ডেকো না, ঈমানের পর ফাসেকী (নাফরমানীমূলক) নাম হলো নিকৃষ্ট, আর যে ব্যক্তি তওবা করে না তারা যালেম।" (সূরা হুজুরাত-১১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْاۤ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ـ

"হে ঐসব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিজেদের নফসকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।"

(সূরা তাহরীম-৬)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে অথবা তার নফসের প্রতি যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসাবে পাবে।" (সূরা নিছা-১১০)

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ـ

"আপনি বলে দিন, হে মানবসকল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবশ্যি সত্য এসেছে, অতঃপর যে ব্যক্তি হেদায়াত লাভ করবে সে নিজের নফসের জন্যই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে, আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে সে নিজেই গোমরাহ হবে, আমি তোমাদের অভিভাবক নই।" (সূরা ইউনুছ-১০৮)

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

"আর এও যে আমি কোরআন তেলাওয়াত করি। অতঃপর যে হেদায়াত প্রাপ্ত হয় সে নিজের জন্যই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর যে পথভ্রষ্ট হয় অতঃপর তাকে বলো, নিশ্চয়ই আমি তো কেবল সতর্ককারী।" (সূরা নাম্‌ল -৯২)

www.pathagar.com

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط وَمَنْ يَّشْكُرْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

"আর আমরা লোকমানকে হেকমত প্রদান করেছি যে আল্লাহর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে সে নিজের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। আর যে কুফুরী করবে, আল্লাহ তো মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত।" (সূরা লোকমান-১২)

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ـ

"নিশ্চয়ই আমরা আপনার উপর লোকদের জন্য সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, অতঃপর যে হেদায়াতপ্রাপ্ত হল যে নিজের জন্যই হল, আর যে পথভ্রষ্ট হল, সেও নিজেরই জন্য, আপনি তাদের অভিভাবক নন।" (সূরা যুমার-৪১)

এভাবে উপরের আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল নফসের ভূমিকার কারণেই কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আবার কেউ হয় পথভ্রষ্ট। নফস আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে যদি আল্লাহর প্রতি খেয়াল করে, সেজন্য আফসোস করে, নফসকে ধিক্কার দেয়, সংশোধনের প্রচেষ্টা নেয়, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ও তওবা করে তাহলেই সে সুপথপ্রাপ্ত হয়। এ ধরনের নফসকেই বলা হয় নফসে লাওয়ামা। হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া বেহেশ্‌তে থাকাকালে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে তাই নফসকে ধিক্কার দিয়ে দোয়া করেছিলেন।

وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তারা (দু'জন) বলল, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের প্রতি রহম না করেন, আমরা অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আ'রাফ-২৩)

আল্লাহ তায়ালা সূরা 'কিয়ামাতে' কিয়ামত ও নফসে লাওয়ামার নামে শপথ করেছেন। "আর আমি শপথ করছি নফসে লাওয়ামার।" সূরার ১৪ ও ১৫

www.pathagar.com

আয়াতে বলেছেন মানুষ নিজের ব্যাপারে জেনে বুঝেই ওযরখাহী পেশ করে।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ. وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ.

"বরং মানুষ নিজের নফসের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে সব কিছু দেখে, যদিও সে ওযরখাহী পেশ করে থাকে।"

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা গেল, মানুষ নিজের নফসের ব্যাপারে ভাল করেই জানে কিন্তু তারপরও যে সব ক্রটি হয়ে যায় সে ব্যাপারে সে ওযরখাহী করতে অভ্যস্ত। তবে নফসে লাওয়ামার অধিকারী ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে এবং কোন পাপ কাজ থেকে তওবা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যেতে পারে।

৩. নফসে আম্মারা বিস্‌স্যু-মন্দ কাজের নির্দেশপ্রদানকারী নফস

এ হলো সেই নফস যে নফস আল্লাহর নাফরমানীতে নিমজ্জিত, কেবলমাত্র মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদান করে, মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে। এ ধরনের নফস চরমভাবে গোমরাহীতে লিপ্ত। আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব থেকে এ ধরনের নফস কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না, নবী রাসূলদের জীবনী ও শিক্ষা থেকে কোন কিছু অনুসরণ করে না, বিবেকের শাসনকে কোনরূপ তোয়াক্কা প্রদান করে না, বরং অহংকার করে স্বীয় প্রবৃত্তির গোলামীতে নিজেকে পেশ করে দেয়। এ ধরনের নফসের ধারক ও বাহক ব্যক্তির জন্য ধ্বংস। ইহকালীন জীবনেও তাদের জন্য অশান্তি, আখেরাতের জীবনেও দোযখের শাস্তি। কোরআনে এ ধরনের নফসের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ-

"যখনই তোমাদের নিকট কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তোমাদের নফস চায়নি, তোমরা অহংকার করেছ। অতঃপর কতককে হয়ত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছ, আর কতককে করেছ হত্যা। (সূরা বাকারা - ৮৭)

فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ لا مَّتَاعَ

www.pathagar.com

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

"অতঃপর আল্লাহ যখনই তাদেরকে নাজাত দান করেন, তারা দুনিয়ার বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে। হে মানব সকল, এহলো তোমাদের নফসের বিরুদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহাচরণ, দুনিয়ার জীবনের সামান্য সম্পদ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তোমরা ফিরে আসবে, তখন তোমরা যা করছিলে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে।"(সূরা ইউনুস-২৩)

وَتِلْكَ حُدُوْدُاللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط

"আর এসব হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সীমা লংঘন করে, সে তার নফসের প্রতি যুলুম করল।" (সূরা তালাক-১)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর শরীয়তের সীমালংঘনকারী এক বড় যালেম। আর নফসে আম্মারা বিসস্যু এর অধিকারী ব্যক্তিরা আল্লাহর নবীর শিক্ষার পরোয়া করে না, বরং তাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরায়, অত্যাচার নির্যাতন করে এবং হত্যা করে, দুনিয়ার বুকে বিদ্রোহাচরণ করে, দুনিয়ার সামান্যমাত্র সম্পদ নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে। তাদের প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ -

"তারা আল্লাহ ও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা প্রদান করে কিন্তু (বাস্তবিক পক্ষে) তারা নিজেদের নফসকেই ধোঁকা প্রদান করে, তবে তারা তা বুঝে না।" (সূরা বাকারা - ৯)

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ -

"আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের (নফসের) প্রতি যুলুম করেছে।" (সূরা বাকারা - ৫৭)

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ

www.pathagar.com

اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِه، فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ، وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

"তারা যে অবস্থায় নিজেদের নফসকে বিক্রি করে দিতে চায় তা খুবই নিকৃষ্ট, তা এই যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, হিংসাবশতঃ তাকে তারা অস্বীকার করে অথচ আল্লাহ তার অনুগ্রহস্বরূপ তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার প্রতি তা নাযিল করেন। অতএব তারা গযবের পর গযব অর্জন করে নিল, আর কাফেরদের জন্য অপমানজনক লাঞ্ছনা।" (সূরা বাকারা - ৯০)

আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে নফসের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে কাফেরদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِاَنْفُسِهِمْ، اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

"যারা কাফের, তারা যেন মনে না করে আমরা তাদেরকে যে ঢিল দিয়েছি, তা তাদের নফসের জন্য উত্তম, আমরা তো তাদেরকে এজন্য ঢিল দেই যে তাদের পাপ যেন বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব।"
(সূরা আলে ইমরান - ১৭৮)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ط وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ -

"আর এভাবে আমরা প্রত্যেক জনপদে বড় বড় পাপীদেরকে তাতে ষড়যন্ত্র করার জন্য স্থাপন করেছি, তবে তারা যে ষড়যন্ত্র করে তা তাদের নিজেদের নফসের জন্যই করে কিন্তু তারা বুঝে না।" (সূরা আনয়াম-১২৩)

প্রবৃত্তির অনুসারী, আল্লাহ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী এসব লোকেরা তাদের নফসের কারণেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে কথা কোরআনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে।

www.pathagar.com

فَاعْبُدُوْا مَاشِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ط قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

"অতএব আল্লাহকে ছাড়া যাকে ইচ্ছা তোমরা তার এবাদত কর, আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হলো তারা, যারা নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবার পরিজনকে কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, জেনে রাখ, এ হলে সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা।" (সূরা যুমার-১৫)

তাদের এ ক্ষতিগ্রস্ততা হবে এজন্যে যে দুনিয়ার বুকে আল্লাহকে ইলাহ না মেনে অন্যকে অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ মেনে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনে প্রবৃত্তির মায়া মোহে মত্ত হয়ে পড়েছে।

আল-কুরআনে এসব কথা বলা হয়েছে এভাবেঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ـ

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে তার ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? আপনি কি তার ব্যাপারে অভিভাবক হতে পারেন?" (সূরা ফুরকান-৪৩)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে তার ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে আর আল্লাহ তাকে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার শ্রবণ শক্তি ও তার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হেদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি বুঝ না?" (সূরা জাসিয়া-২৩)

রাসূলকে এ ধরনের প্রবৃত্তির গোলামী ও দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ـ

www.pathagar.com

"অতএব এভাবেই আপনি ডাকতে থাকুন এবং আপনাকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাতে মযবুত থাকুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা শুরা-১৫)

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ -

"আর তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা মনে করে ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না এবং তারা তাদের রবের সমকক্ষ বানায়।" (সূর আনয়াম-১৫০)

অনেকে অবশ্য সঠিক জ্ঞানের অভাবে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার সহায় সম্পদ ও মায়া-মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে সীমাতিক্রম করে বসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ -

"আর তাদের অনেকে জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রবৃত্তির কারণে পথভ্রষ্ট হয়। নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালংঘনকারীদের ভাল করে জানেন।" (সূরা আনয়াম-১১৯)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج

"বরং যারা যালেম তারা জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে।" (সূরা রোম-২৯)

এভাবে নফসে আম্মারা বিসস্যূর কারণে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকার কথা হযরত ইউসুফ (আঃ) তার মনিব পত্নী জোলেখার অসৎ প্ররোচনার মোকাবেলার কথা নিজের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন বলে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন সূরা ইউসুফে।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ج إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"আমি আমার নফসের নির্দোষিতার কথা বলি না, নিশ্চয়ই নফস তো অবশ্যি মন্দ কাজের নির্দেশ প্রদান করে থাকে, কেবলমাত্র তাদের ছাড়া যাদের

www.pathagar.com

প্রতি আমার রব রহম করেন, নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

(সূরা ইউসুফ- ৫৩)

নফসে আম্মারা বিসস্যুর নাফরমানীমূলক মন্দ কাজের ভূমিকা উপরের আয়াতসমূহসহ আল কোরআনের বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। নফসে লাওয়ামা ও নফসে মোতমাইন্না সংক্রান্ত কতিপয় আয়াতও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সারা কোরআনে নফসের এ তিন ধরন সম্পর্কে বহু আয়াত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা তার কিছু কিছু মাত্র উল্লেখ করলাম।

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে বর্ণিত তিন প্রকার নফসের যে ধরন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা যায় তা নিম্নরূপ।

১. নফসে মুতমাইন্না

এ ধরনের নফস ঃ

ক. তার রবের উঁচু মর্যাদাকে ভয় করে;

খ. নফসকে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রাখে;

গ. আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফসকে বিক্রি করে দেয়;

ঘ. আল্লাহকে অদৃশ্য অবস্থায় সন্দেহহীনভাবে বিশ্বাস করে;

ঙ. নামায কায়েম করে;

চ. নিজের জন্য পবিত্রতা অর্জন করে;

ছ. মোহাজেরদের জন্য তাদের বক্ষে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না;

জ. নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মোহাজেরদেরকে অগ্রাধিকার দেয়;

ঝ. তাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায়, আল্লাহকে ভয় করে;

ঞ. আল্লাহর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে আনুগত্য করে;

ট. আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় খরচ করে,

ঠ. অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করে;

ড. ধন-সম্পদ ও জান (নফস) দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে;

ঢ. মোহাজেরদের আশ্রয় প্রদান ও সাহায্য-সহযোগিতা করে;

ন. নফস ও ধন-সম্পদ আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দেয়;

ত. আল্লাহর পথে শহীদ হয়।

এসব গুণের অধিকারী প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত নফসকে আল্লাহ নিজের বান্দাদের মধ্যে শামিল হওয়ার ও আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করার আহবান জানান।

www.pathagar.com

২. নফসে লাওয়ামা

এ ধরনের নফস ঃ

ক. কোন নির্লজ্জ খারাপ কাজ করে ফেললে অথবা নিজের নফসের প্রতি যুলুম করে বসলে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজ গোনাহসমূহের জন্য ক্ষমা চায়;

খ. গোমরাহী ও হেদায়াত লাভ নফসেরই কারণে হয়ে থাকে;

গ. গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয় না;

ঘ. প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা সীমাতিক্রম করে না;

ঙ. ধন-সম্পদ ও নফস দ্বারা পরীক্ষা করা হয়;

চ. নিজেদেরকে রক্ষা করে হেদায়াত লাভ করে;

ছ. ঈমানের পর ফাসেকী নামসমূহ নিকৃষ্ট, এ থেকে তারা বেঁচে থাকে;

জ. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, কুফুরী করে না;

ঝ. নিজের ত্রুটির জন্য ওযরখাহি পেশ না করে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চায়।

প্রকৃত কথা হল, আদি মানব হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) নফসের প্ররোচনায় বেহেশতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যেমন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তেমনি যে সব নফস দুর্বলতার কারণে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে নাফরমানীমূলক কাজ করে বসে, পরক্ষণেই আল্লাহকে স্মরণ করে অনুতপ্ত হয়, তওবা করে ও ক্ষমা চায়, সে নফসই নফসে লাওয়ামা। যা সাধারণ মু'মিনের হয়ে থাকে।

৩. নফসে আম্মারা বিসস্যূ

এ নফসের অবস্থা হলো ঃ

ক. রাসূল যা নিয়ে আসেন, তাদের নফস তা চায়নি বলে তারা অহংকার করে ও রাসূলের প্রতি নির্যাতন চালায়, এমনকি হত্যা করে;

খ. দুনিয়ার বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে;

গ. সীমালংঘন করে;

ঘ. আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়ার মাধ্যমে নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়;

ঙ. নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে;

www.pathagar.com

চ. হিংসাবশত আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে অস্বীকার করে;

ছ. আল্লাহ দেয়া ঢিলের কারণে তাদের নাফরমানী ও পাপ বৃদ্ধি পায়;

জ. না বুঝে যে ষড়যন্ত্র করে তা নিজেদের বিরুদ্ধেই যায়;

ঝ. আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ইবাদত করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে;

ঞ. নিজ প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে;

ট. অনেকে জ্ঞানের অভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়।

এভাবে নফসে আম্মারা বিসস্যু মন্দ কাজে লিপ্ত থেকে নিজের নফসকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে কঠিন শাস্তি।

এভাবে দেখা গেলো নফসে মোতামাইন্না প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর ফর্মাবর্দার, কোন অবস্থাতেই এরা নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয় না। আবার নফসে আম্মারা বিসস্যু প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর বিরোধী শক্তি, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজেই তারা লিপ্ত থাকে, কোন অবস্থাতেই আল্লাহর হুকুম বিধান মানার পথে আসে না। নফসে লাওয়ামার অবস্থা ভিন্নরূপ, এরা ভুলবশত আল্লাহ হুকুম অমান্য করে বসে কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহর স্মরণ এসে যায়, ফলে আল্লাহর দিকে ফিরে তওবা ও ইস্তেগফার করে, আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে। যারা ঈমান পোষণ করেও আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে দ্বিধাহীন চিত্তে ও বেপরোয়াভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তওবা করার সুযোগ যথার্থভাবে গ্রহণ করে না, তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর হাতে, আল্লাহ মাফ করলে করতেও পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন।

অবশ্য সকলের ব্যাপারেই চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর হাতে, সবাইকে তারই কাছে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক।

মানুষের রূহ, নফস, কলব ও দেহ সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা গেল, মানুষের রূহ আল্লাহর এক হুকুম, যা মানুষের দেহে আল্লাহ তায়ালা ফুঁকে দেন, তখন মানুষের নফস জীবন লাভ করে। রূহ মানুষকে আল্লাহর দিকে টানে, বিবেক তাকে সহযোগিতা করে, কোরআনের শিক্ষা, নবীর আদর্শ হয় তার সহায়ক শক্তি। এতে করে নফস রূহের অনুগত থাকে, সৎ ও ভাল কাজে আত্মনিয়োগ করে। অপরদিকে দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা, মানুষের প্রবৃত্তি

www.pathagar.com

(কোরআনের ভাষায় হাওয়া), শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা মানুষকে গোমরাহীর পথে নিয়ে যায়। রূহের প্রভাব থেকে নফস প্রবৃত্তির প্রভাবে চলে যায়।

কলব ফায়সালা দেয়, রূহের প্রভাব শক্তিশালী হলে সৎ ও ভালোর দিকে আর প্রবৃত্তির প্রভাব শক্তিশালী হলে অসৎ ও মন্দের দিকে। দেহ কলব ও নফসের ফায়সালা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করে। আর কর্মের তারতম্যের কারণে আখেরাতের শাস্তি অথবা পুরস্কারের ফায়সালা হয়। দুনিয়ার শান্তি ও অশান্তিও নির্ভর করে অনেকখানি এই কর্মের উপর। তাই মানুষের নফস ও কলবের ফায়সালার ভিত্তিতে কর্ম-সম্পাদনই নির্ধারণ করে মানুষের চূড়ান্ত ফলাফল। যার ফলে কতক মানুষ হয় পুণ্যবান আর কতক মানুষ হয় পাপিষ্ঠ।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ج وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ -

“নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা থাকবে নেয়ামতে ভরা জান্নাতে আর পাপিষ্ঠরা থাকবে দোযখে।” (সূরা ইনফেতার-১৩, ১৪)

❖❖❖

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে মানুষের নফসের তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) ও প্রবৃত্তির দাসত্ব

মানুষ এ দুনিয়ার সহায়-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, রিপুর তাড়না ও প্রবৃত্তির খাহেশ পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বরং মত্ত হয়ে যায়। নফসের এ সব দাবীকে শয়তান উসকে দেয়, প্ররোচিত করে ও লোভনীয় করে দেখায়। নফসের এ সব কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া আল্লাহর পথে বা আল্লাহর দিকে এগুনো সম্ভব নয়।

মানুষ প্রবৃত্তির এ সব কামনা-বাসনা দ্বারা নিজের নফসকে অপবিত্র করে তোলে। তার পবিত্রতার জন্য নফসের কামনা-বাসনাকে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের শিক্ষানুযায়ী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হারাম পথ বর্জন করে, হালাল ও জায়েয পথে চলতে হবে। বস্তুতঃ যে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রবৃত্তির তাবেদারী করে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ ও অপবিত্র। আর যে যথার্থভাবে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর মর্জিমত, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের শিক্ষানুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে পারে সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত, পবিত্র ও কামিয়াব অর্থাৎ তার নফসের তাযকিয়া বা পবিত্রতার্জন সম্ভব হয়।

এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"হে ঐ সব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছ, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তবে সে তো নির্লজ্জ ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ প্রদান করে থাকে, আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত তবে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্রতা অর্জন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূর-২১)

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হওয়া বা অপবিত্র থাকা নির্ভর করে নিজের নফসের উপর। যে পবিত্র হতে চায়, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, আর যে অপবিত্রই থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে অপবিত্রই রাখেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"নিশ্চয়ই সে হয়েছে সফলকাম যে তাকে (নফসকে) পবিত্র করেছে আর ব্যর্থ হয়েছে সে যে তাকে (নফসকে) ধ্বংস করেছে।" (সূরা শামছ-৯-১০)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

"নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে যে পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং তার রবের নাম স্মরণ করেছে ও নামায আদায় করেছে।" (সূরা আ'লা-১৪-১৫)

এভাবে দেখা গেলো মানব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো নফসের পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ তাযকিয়ায়ে নফস। আর যে ব্যক্তি নফসের তাযকিয়া তথা পবিত্রতা অর্জন করতে পারল না সে ব্যর্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

অর্থাৎ মানুষের নফসের তাযকিয়া বা পবিত্রতার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষের নফসের পবিত্রতার্জন সম্ভব না হলে, নফস আসলে অপবিত্রই থেকে যায়। নফসকে ব্যক্তির রূহ, আল্লাহর কিতাব ও রেসালাতের শিক্ষানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে, নফসের তাযকিয়া সম্ভব হয়। আর যদি নফস তার খাহেশ বা প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে নফসের তাযকিয়ার বদলে আসে গোমরাহী, নফস হয় অপবিত্র। তাই নফসের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা নির্ভর করে নফসের তাজকিয়া হওয়া বা না হওয়ার উপর। নফসের তাযকিয়া হওয়া মানে হেদায়াতপ্রাপ্তি ও জীবনের সাফল্য লাভ ও আখেরাতে পুরস্কার লাভ। অপরদিকে নফসের তাযকিয়া না হওয়া মানে প্রবৃত্তির দাসত্ব, গোমরাহী ও জীবনে ব্যর্থতা এবং আখেরাতে শাস্তি অবধারিত হওয়া। তাই মানব জীবনে নফসের তাযকিয়া অথবা হাওয়া বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নফসের কার্যক্রম ও পরিণতি হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন। হাদীসে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে, আখেরাতের খেয়াল রেখে কাজ করে সে বুদ্ধিমান, আর যে নফসের নিয়ন্ত্রণে চলে ও আল্লাহর

www.pathagar.com

উপর ভরসা করে সে অক্ষম। রাসূলের অন্যতম দায়িত্ব হলো মু'মিনের নফসের তাযকিয়া।

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলের অন্য ক'টি কাজের সাথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যক্তির তাযকিয়া সাধন। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ ও সূরা জুমুয়ার ২ নম্বর আয়াতে রাসূলের এ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সূরা বাকারার ১৫১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ -

"যেভাবে আমরা তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনান, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করেন আর তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় শিক্ষাদান করেন যা তোমরা জানতে না।"

অর্থাৎ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন ও তাকে পবিত্রকরণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা নবী রাসূলের বিশেষ কর্মসূচী ও পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধন করা জরুরী। নবী করীম (সাঃ) মরু-আরবের বুদ্দু আরববাসীদেরকে তাযকিয়ার কর্মসূচীর মাধ্যমে এক সুসভ্য, সুসংগঠিত সমাজে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল কুরআনের সার্বিক কর্মসূচীও ব্যক্তির তাযকিয়া তথা পবিত্রকরণের কর্মসূচী।

ব্যক্তি জীবনকে পবিত্রকরণের কর্মসূচী

ব্যক্তিকে পবিত্রকরণের জন্যই আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বিভিন্ন হুকুম আহকাম প্রদান করেছেন। সে সব হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। অবশ্য পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রথম শর্ত হলো ঈমান, আল্লাহকে না দেখেই যারা ঈমান আনে, তারাই পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا

www.pathagar.com

الصَّلٰوةَ ط وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

"আপনি তো কেবলমাত্র তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন যারা তাদের রবকে না দেখেই বরং অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। আর যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে সেতো নিজের নফসের জন্যই পবিত্রতা অর্জন করে, আর আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা ফাতির- ১৮)

পবিত্রতা অর্জন কেবলমাত্র দাবীর মাধ্যমে অর্জিত হয় না বরং আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণীতেই তা অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً.

"আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা তাদের নফসকে পবিত্র করেছে বরং আল্লাহ্ যাকে চাহেন তাকে পবিত্র করেন, তাদের উপর সামান্য মাত্রও যুলুম করা হবে না।" (সূরা নিসা-৪৯)

যে কোন সাধারণ লোক, এমনকি অন্ধ ব্যক্তিও পবিত্রতা অর্জন করতে পরে, আবার কোন ধনী ব্যক্তি বা উচু শিক্ষিত ব্যক্তিও পবিত্রতা অর্জন করতে পারে না। সূরা আবাসার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা নবীকে এ সব কথা বলেছেন এভাবে ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى. اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى. وَمَايُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى. اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى. اَمَّامَنِ اسْتَغْنٰى. فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى. وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّيَزَّكّٰى. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى. وَهُوَيَخْشٰى. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى.

"একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে এজন্য নবী কোনরূপ মনোযোগ না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল, আপনি কি জানেন, সে হয়ত পবিত্রতা অর্জন করত, অথবা নছীহত গ্রহণ করত এবং সে নছীহত তার উপকারে আসত। আর যে বেপরোয়া ভাব দেখায়, আপনি তার পেছনে লেগেছেন, অথচ সে পবিত্রতা অর্জন না করলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। আর যে আপনার নিকট দৌড়ে আসে এবং সে ভয়ও পোষণ করে, তার প্রতি আপনি উপেক্ষা করেন।" (সূরা আবাসা-১-১০)

আল্লাহর হুকুম-বিধান পালন করাই পবিত্রতা লাভের উপায়। এ পর্যায়ে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

"আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবণত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এ হলো তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা, তারা যা কিছু করছে আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা নূর-৩০)

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْاهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

"যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান কর, অতঃপর তারা তাদের সময়কাল পূর্ণ করে, অতঃপর তাদেরকে স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান কর না যদি তারা ন্যায়ভাবে পরস্পর সম্মত হয়ে থাকে, এ হলো তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের জন্য উপদেশ, এ হলো তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা, আল্লাহই সব কিছু জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা-২৩২)

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা গেল পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলো সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও বিধান মেনে চলা। হালাল খাদ্য গ্রহণও পবিত্রতার জন্য জরুরী। সূরা কাহাফে গুহাবাসী যুবকদের দীর্ঘকালীন ঘুমের পর চেতনা লাভ করে শহরে একজনকে পবিত্র খাদ্য আনতে পাঠানো হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ

فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَيُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا-

"অতএব তোমাদের মধ্যে কাউকে এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও সে যেন দেখে নেয় পবিত্র খাদ্য এবং তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে, সে যেন

www.pathagar.com

খুব সুকৌশলে কাজ করে এবং কাউকে যেন তোমাদের কথা জানতে না দেয়।" (সূরা কাহ্ফ-১৯)

ছাদকা ও দান-খয়রাতকে পবিত্রতার শর্ত বলে আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى. وَمَالِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى. اِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

"আর তা থেকে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্য তার সম্পদ দান করে দিয়েছে, তার নিকট এমন কারো পাওনা ছিল না যাকে তার প্রতিদান দিতে হত। কেবলমাত্র তার মহান রবের সন্তুষ্টির জন্যই (সে দান করেছে)। শিগগীরই সেও সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা লাইল-১৭-২১)

পবিত্রতা লাভের জন্য নবীকে ছদকা গ্রহণ করে দোয়া করতে বলে দিয়েছেন মহান আল্লাহ।

خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

"ছদকা হিসাবে তাদের ধন-সম্পদ গ্রহণ করুন এবং তদ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের শান্তির কারণ। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" (সূরা তওবা-১০৩)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেনি তাদের নফস পবিত্র নয় এবং আল্লাহ্ জানেন কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে আর কার নফস পবিত্র নয়।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوْٓا

www.pathagar.com

اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের অধিক জানেন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টির সময় থেকে এবং তোমরা যখন তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে তখন থেকে, অতএব তোমরা তোমাদের নফসকে পবিত্র করনি। তিনি (আল্লাহ্) অধিক জানেন কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে।" (সূরা নজম-৩২)

তাযকিয়ায়ে নফস সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে যা জানা গেল ঃ

১. শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে নফস অপবিত্র হয়ে যায়;

২. শয়তান নফসকে নির্লজ্জ ও মন্দ কাজে আকৃষ্ট করে;

৩. যে বেপরোয়া ভাব গ্রহণ করে রাসূল (সাঃ) ও কোরআনের শিক্ষা থেকে বিরত থাকে। সে নফসকে অপবিত্রই রেখে দেয়;

৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ নফসকে অপবিত্র রাখে;

অর্থাৎ যারা শয়তান, তাগুত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, কোরআন ও রাসূলের শিক্ষার অনুসারী হয় না, তাদের নফসের তাযকিয়া তথা পবিত্রতা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়, তাদের নফস থাকে অপবিত্র।

অপরদিকে তাযকিয়ায়ে নফসের জন্য যে সব বিষয় জরুরী তা হলো ঃ

১. আল্লাহর প্রতি তাকে না দেখে ঈমান পোষণ, তাঁকে ভয় করা ও তাঁর স্মরণ;

২. আখোরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ;

৩. নামায কায়েম;

৪. নিজের নফসকে পবিত্র করণের যথাযথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

৫. আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভ;

৬. রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা গ্রহণ;

৭. কোরআনের বিধানের অনুসরণ;

৮. হালাল খাদ্য গ্রহণ;

৯. ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করা;

১০. তাকওয়া অবলম্বন;

উপর্যুক্ত দশটি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনে তাযকিয়ায়ে নফস অর্জন করতে পারে। তাযকিয়ায়ে নফস বা নফসকে পবিত্রকরণের মাধ্যমে সে লাভ করতে পারে হেদায়াত ও আখেরাতের কামিয়াবি। যারা তাদের নফসকে

www.pathagar.com

পবিত্র করে না তাদের জন্য আখেরাতের কামিয়াবির বদলে রয়েছে ব্যর্থতা। এ দুনিয়ায় যারা পবিত্রতা অর্জন করেনি, আখেরাতেরও তারা পবিত্রতা লাভ করতে পারবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰٓئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং তা স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করবে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

(সূরা আলে ইমরান-৭৭)

অপরদিকে যে ব্যক্তি তার নফসকে পবিত্র করেছে সে জান্নাত লাভ করে আখেরাতে চিরন্তর সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى. جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى.

"আর যে ব্যক্তিকে মু'মিনরূপে আল্লাহর নিকট আনা হবে এবং সে নেক কাজও করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উঁচু মর্যাদা, চিরন্তন জান্নাত যার নিচে দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান, তাতে থাকবে তারা চিরকাল, আর এ হলো যে পবিত্রতা অর্জন করেছে তার প্রতিদান।" (সূরা তাহা ঃ ৭৫,৭৬)

'হাওয়া' বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নফসের তাযকিয়া হয় না

নফসের দু'টি অবস্থা হতে পারে ঃ হয় তা হবে রূহ বা বিবেকের অনুগত, কোরআন-হাদীসের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথবা এসবের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বরং নফসের খাহেশ বা প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ-রাসূলের প্রতি যথারীতি ঈমান পোষণ করে, নেক আমল করে, কুরআন হাদীস মোতাবেক সৎভাবে জীবন যাপন করে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ-রাসূলকে অস্বীকার

www.pathagar.com

করে, নফসের খাহেশমত শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, অসৎভাবে বল্গাহীন জীবন যাপন করে। এ হলো নফসের প্রকৃত অবস্থা। অবশ্য নফসের আরেকটি মাঝামাঝি অবস্থা হতে পারে। যে নফস আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান তো পোষণ করে কিন্তু নফসকে পুরোপুরি আল্লাহর মর্জি বা শরীয়তের বিধানের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। মানবীয় দুর্বলতা বা ঈমানের দুর্বলতার কারণে প্রবৃত্তির প্রভাবে বা নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু যদি সে আত্মচেতনা ফিরে পায়, ভুল হয়ে গেছে, এ কথা সে বুঝে ফেলে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অনুশোচনা ও তওবা করে। তবে সে নফসে লাওয়ামার প্রমাণ দিল এবং মুক্তি ও কল্যাণের দিকে ফিরে আসল। আর যদি ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে নফসের খাহেশই পূরণ করে যেতে থাকে, প্রবৃত্তির দাসত্বেই সে নিজেকে সঁপে দেয়, তাহলে সে নফসে আম্মারা বিসস্যু এরই প্রমাণ দিল, ঈমানের দাবী তার কোন কাজে আসবে কিনা তা কেবল মাত্র আল্লাহই জানেন।

তাই, মৌলিকভাবে নফসের দু'টো দিকই ভাল অথবা মন্দ। ভাল দিকটি তাযকিয়ার পথ আর মন্দটি তাযকিয়ার বিপরীত। তাযকিয়া নফসের সংশোধন ও নেক আমলের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। আর তাযকিয়া না হলে নফস তার খাহেশ ও মর্জিমত প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চলে যা তাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে, গোমরাহীর অতল গহ্বরে। এ ছাড়া যে নফস আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে না বরং অস্বীকার করে, সে নফস যদি কিছু ভাল ও সমাজসেবামূলক কাজও করে, তবে তাদের সে সব কাজ আখেরাতে তাকে কোন ফল দেবে না বরং তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ নফসের তাযকিয়ার জন্য ঈমান শর্ত। যেমন হেদায়াত ও মুক্তির জন্য তাযকিয়ায়ে নফস শর্ত।

নফসের তাযকিয়া ও প্রবৃত্তির দাসত্ব দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়। নফসের তাযকিয়া করতে হলে প্রবৃত্তির দাসত্বের বদলে প্রবৃত্তিকে নফসের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যদি কোন নফস প্রবৃত্তির দাসত্বকে মেনে নেয় তাহলে সে নফসের তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) সম্ভব নয়।

নফসের তাযকিয়া হলো ব্যক্তির হেদায়াতের চাবিকাঠি। তাই নফসের তাযকিয়া না হলে ব্যক্তি-জীবনে আসবে গোমরাহী। আর এ গোমরাহীর প্রধান কারণ হলো নফসকে প্রবৃত্তি বা হাওয়ার অধীন করে দেয়া।

প্রবৃত্তির আকর্ষণ দুনিয়ার বস্তুসম্ভার, জাগতিক কামনা-বাসনা ও আরাম-আয়াশের প্রতি। নফসের তাযকিয়ার পথে হারাম বস্তু, হারাম

www.pathagar.com

কামন–বাসনা ও হারাম আয়েশ বাধা। তাই নফসের তাযকিয়ার জন্য প্রবৃত্তির চাহিদাকে হালাল পথে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

ব্যক্তির প্রবৃত্তির দাসত্ব, আল্লাহকে ইলাহরূপে গ্রহণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিকেই ইলাহ বানিয়ে নেয়। ফলে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ ধরে অসৎ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে আর আল্লাহ তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন আর তার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে ফেলে দিয়েছেন পর্দা, এমতবস্থায় আল্লাহর পর আর কে তাকে হেদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কিছুই বুঝ না? (সূরা জাসিয়া-২৩)

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا.

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে। আপনি কি তার অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়েছেন?" (সূরা ফুরকান-৪৩)

কাফেররা আল্লাহর বদলে তাদের প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ আল্লাহকে হুকুমদাতা হিসাবে মানতে তারা রাজী নয়, তারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে না মেনে, তার কোন পরোয়া না করে বরং তাদের প্রবৃত্তিকে আদেশ দাতা হিসাবে মানে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। ফলে প্রবৃত্তিই তাদের খোদা–হুকুমদাতা হয়ে যায়।

তারা নবীকে এজন্য মানে না যেহেতু নবী রাসূলগণ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করতে বলেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ.

www.pathagar.com

"তবে কি যখনই নবী রাসূলগণ এমন জিনিষ নিয়ে এসেছে যা তোমাদের নফস চায় না, তোমরা অহংকার করেছ, কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছ, আর কতককে তোমরা করেছ হত্যা।" (সূরা বাকারা-৮৭)

সূরা মায়েদার ৭০ নম্বর আয়াতে বনী ঈসরাইলদের প্রসঙ্গেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। নবীকে আল্লাহ তায়ালা শক্তভাবে নিষেধ করেছেন প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে বরং বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে চলাতেই রয়েছে প্রকৃত হেদায়াত ও নফসের তাযকিয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ عِلْمٍ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لاَنَصِيْرٍ ـ

"তোমার নিকট সঠিক জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বন্ধু অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা বাকারা-১২০)

সূরা বাকারায় ১৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তুমি এরূপ করলে যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"

সূরা মায়েদায় আল্লাহর নাযিলকৃত কিতার অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করতে নবীকে নির্দেশ প্রদান এবং ইহুদী নাসারাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার তাকিদ প্রদান করে অনেক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَيَّفْتِنُوْكَ عَنْ م بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ـ

"আমি নির্দেশ প্রদান করছি যে তাদের পরস্পরের ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না আর এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন যেন আল্লাহ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এরপর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তবে জেনে রাখবেন যে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোন না

www.pathagar.com

কোন পাপের কারণে পাকড়াও করতে চান, আর এটা নিশ্চিত যে অধিকাংশ লোক অবশ্যই নাফরমান।" (সূরা মায়েদা-৪৯)

নবীকে এ প্রসংগে আরো কঠিন ভাষায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ.

"এভাবেই আমি আরবী ভাষায় একে নির্দেশ আকারে নাযিল করেছি, আর যদি আপনার নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তাদের প্রবৃত্তিকে আপনি অনুসরণ করেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী থাকবে না।" (সূরা রায়াদ-৩৭)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى.

"অতএব আপনাকে যেন তা থেকে (কেয়ামতের প্রস্তুতি থেকে) বিরত না রাখে ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামতের প্রতি ঈমানই পোষণ করে না বরং সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।" (সূরা ত্বাহা-১৬)

আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে নবীকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ.

"আপনি ঐ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রবৃত্তির অমূলক ধারণার তাবেদারী করবেন না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে এবং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না এবং তাদের রবের ব্যাপারে অন্যকে সমকক্ষ মনে করে।"

(সূরা আনয়াম-১৫০)

আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচার করার স্বার্থে, নিজেদের পিতা মাতা ও নিকটাত্মীদের পক্ষেও সাক্ষ্য প্রদানে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ

www.pathagar.com

করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ন্যায় বিচার কায়েম কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যায়। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছ সে ধনী হোক কি গরীব, আল্লাহর সম্পর্ক তার সাথে সমধিক, অতএব তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে, আর যদি (সাক্ষ্য প্রদানে) তোমরা বক্রতা অবলম্বন কর বা পেছনে সরে দাঁড়াও, তবে তোমরা যা কিছুই করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (সূরা নিসা-১৩৫)

প্রবৃত্তির অনুসরণ নফসের তাযকিয়া এবং হেদায়াতের পরিবর্তে ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْآ اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

"আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল সোজা পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।" (সূরা মায়েদা-৭)

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ لا قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

www.pathagar.com

"আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, অবশ্যই তা আমাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে আর আমি হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।" (সূরা আনয়াম-৫৬)

وَنُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْهَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط

"আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় উল্টা দিকে ফিরে যাব যাকে শয়তান তার প্রবৃত্তির কারণে পৃথিবীতে ঘুরিয়ে বেড়ায়? (সূরা আনয়াম-৭১)

আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত দাউদ (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"হে দাউদ আমরা আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছি, অতএব আপনি লোকদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার-ফায়সালা করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাহলে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে ফেলা হবে।" (সূরা ছোয়াদ-২৬)

আল্লাহ্ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে চূড়ান্তভাবে বলেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَ هُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় কোন সাড়া না করে তাহলে জেনে রাখুন যে তারা কেবলমাত্র তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, আর যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হেদায়াতকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা কাছাছ-৫০)

স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতের অনুসারী হয়ে স্বীয় মর্যাদাকে

www.pathagar.com

উন্নত করার পরিবর্তে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

"আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন যাকে আমরা আমাদের আয়াতসমূহ প্রদান করেছি, অতঃপর সে তা থেকে বের হয়ে যায় বলে সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর আমরা চাইলে তাকে তদ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব তার উদাহরণ হল সেই কুকুরের ন্যায় যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর তবে তবুও হাফাতে থাকে, আর যদি তুমি তাকে আক্রমণ নাও কর তবুও সে হাফাতে থাকে। এ হলো সেই সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। অতএব এ কাহিনী বর্ণনা কর, হয়ত তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।" (সূরা আ'রাফ-১৭৬)

تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

"আর দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য দেখে যেন আপনার দৃষ্টি তাদের (ঈমানদারদের) থেকে সরে না যায়, আর যাদের অন্তকরণকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাকে মান্য করবেন না, তার বিষয় তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে।" (সূরা কাহাফ-২৮)

প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজেকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় ঠেলে দেয়ার কাজ অনেক ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞানের অভাব বা জ্ঞানহীনতার জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন ঃ

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ.

"আর নিশ্চয়ই অনেকে জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

থাকে, নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালংঘনকারীদেরকে সমধিক জানেন।”

(সূর আনয়াম-১১৯)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

“বরং যারা যুলুম করেছে, তারা জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অতএব যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন তাকে হেদায়াত দান করবে কে? আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই? (সূরা রূম-২৯)

আল কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তি (হাওয়া) তথা জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকে, সেই আখেরাতে জান্নাত লাভ করবে।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى.

“যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং তার নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, তার জন্যই (আখেরাতে) জান্নাত হবে আবাসস্থল।”

(সূরা নাযিয়াত-৪০, ৪১)

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হেদায়াতের বাণী নিয়ে আগমন করেন। আর কাফের সম্প্রদায় তাদের প্রবৃত্তি মত নিজে চলতে ও সমাজকে পরিচালনা করতে চায়। এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ হকের অনুসারী না হয়ে যদি হককে কাফেরদের প্রবৃত্তির অনুসারী করে ফেলতেন তাহলে দুনিয়ায় চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হত। আল্লাহ তায়ালা একথা বলেছেন এভাবে ঃ

وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ.

“যদি হক তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করত, তাহলে আসমান, যমীন ও তাদের মধ্যে যা রয়েছে, সব বিশৃংখল হয়ে পড়ত।” (সূরা মু'মিনুন-৭১)

নফসের তাযকিয়া পর্যায়ে প্রবৃত্তির ধ্বংসকর প্রক্রিয়া ও নফসকে তাযকিয়া থেকে সরিয়ে নেয়া প্রসংগে উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল, মানুষ আল্লাহকে ইলাহ (হুকুমদাতা) হিসাবে গ্রহণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে নিতে পারে, আল্লাহ বিরোধী কুফুরী শক্তি এজন্যই নবী-রাসূলদের বিরোধিতা করে যেহেতু নবী-রাসূলগণ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিবর্তে

www.pathagar.com

আল্লাহর আয়াত সমূহের অনুসরণের দাওয়াত দেয়। আল্লাহ তায়ালা নবীকে সুস্পষ্টভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, প্রবৃত্তির অনুসরণ নফসকে তাযকিয়ার পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীতে নিয়ে যায়, প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আয়াতের অনুসরণ করে স্বীয় মর্যাদাকে উন্নত করার পরিবর্তে মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। প্রবৃত্তির অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রে হয় জ্ঞানের অভাবের কারণে, অথচ স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থেকে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আর যদি হক, কাফেরদের অনুসারী হয়ে যেত, তাহলে দুনিয়া বিশৃংখল হয়ে পড়ত। বস্তুত দুনিয়ার শৃংখলা ও শান্তি নিহিত রয়েছে মানুষের নফসের তাযকিয়ার মধ্যে, আর প্রবৃত্তির অনুসারী নফস দুনিয়ায় সৃষ্টি করে বিশৃংখলা।

কাজেই নফসের তাজকিয়ার জন্য প্রয়োজন নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ। এতে হেদায়াত লাভ হয়, ব্যক্তির জীবনে আসে কামিয়াবি ও আখেরাতে জান্নাত লাভ।

অপরদিকে নফস প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে নিলে, নফস হয়ে যায় আল্লাহর বিধান থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত, ফলে ব্যক্তির জীবনে আসে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। ফলে জীবনের ক্ষতিগ্রস্ততা ও ব্যর্থতা এবং আখেরাতে জাহান্নাম প্রাপ্তি অবধারিত হয়ে পড়ে। কাজেই মানব জীবনে আল্লাহর আয়াত অনুসরণে নফসের নিয়ন্ত্রণ (নফসের তাযকিয়া) এবং প্রবৃত্তির বা মানব মনের খেয়াল খুশী মোতাবেক নফসকে স্বাধীন করে দিয়ে নফসকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া– এ দুই পথের কোন পথ গ্রহণযোগ্য তা যথার্থ হিসাব নিকাশ করেই গ্রহণ করতে হবে।

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়

আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও সকল কিছুর মালিক। তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে সকল কিছু। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতিগতভাবে ভালবাসেন। কিন্তু তিনি মানুষকে যে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন তার ফলে সে যে কর্ম-সাধনা করে তাতে রয়েছে আল্লাহর রাজি-নারাজী, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যা করতে অনুমতি দিয়েছেন বা যা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সে মতে কর্ম সম্পাদন করলে আল্লাহ হন খুশী ও সন্তুষ্ট। আর যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন বা অনুমতি প্রদান করেননি, তা করলে আল্লাহ হন বেজার ও অসন্তুষ্ট।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা বা ঘৃণা, সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কাজেই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া বা বিরাগভাজন হওয়া নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ আল্লাহ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ভালবাসেন, তার নেই কোন ভয়, কোন দুশ্চিন্তা। তার জীবন ধন্য ও কামিয়াব। আর যে আল্লাহর ভালবাসা পেল না, পেল ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি, তার জীবন হল ধ্বংস ও বরবাদ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে কিছু লোকের জন্য বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ, আবার কারো ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন না তাদেরকে ঘৃণা করেন, তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে

গেছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, অথবা বলেছেন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা ভালবাসেন আল্লাহর্কে।

আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন, আর কাদেরকে ভালবাসেন না- সে কথা তিনি আল-কুরআনে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না

দুনিয়ার মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(১) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমান;

(২) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী বেঈমান কাফির।

দুনিয়ায় এদের কর্মপ্রণালী, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। এক দলের কাজের ব্যাপারে আল্লাহ হন খুশী ও রাজী, অন্যদলের কাজের জন্য তিনি হন বেজার ও অসন্তুষ্ট। একদলের কাজকে আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালবাসেন, অপরদলের কাজকে করেন অপছন্দ। এমনিভাবে কাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং কাদেরকে করেন অপছন্দ তার বর্ণনা এসেছে কুরআনে পাকে। কুরআনে পাকের সে আয়াতগুলো আমরা উল্লেখ করে দেখছি।

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ভালবাসেন, পছন্দ করেন, তার বর্ণনা যেমন রয়েছে আল-কুরআনে, তেমনি আল-কুরআনে যাদেরকে তিনি অপছন্দ করেন তার বর্ণনাও রয়েছে। পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা ও বিরাগভাজন হওয়া নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে, খেলাফত পরিচালনার উদ্দেশ্যে। মানুষ যদি তার সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করে দুনিয়াতে তাঁর খেলাফত কায়েমে তৎপর হয়, তাহলে আল্লাহ সেই সব মানুষের প্রতি খুশী ও রাজী হন এবং তাদেরকে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। পক্ষান্তরে যে সব মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের দাসত্ব করে ও শয়তানের বাতলানো রাজত্ব কায়েমে তৎপর হয়, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এবং তাদের প্রতি হন বিরাগভাজন। শয়তান দুনিয়ার বুকে মানুষের মধ্যে গর্ব ও আত্মঅহংকার সৃষ্টি, কৃপণতা, খেয়ানত ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি, অন্যায়, অবিচার ও যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ চালু করতে চায়। আল্লাহ তায়ালা এসব অপছন্দ করেন। যারা এসব কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাদের প্রতি হন অসন্তুষ্ট। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সবের উল্লেখ রয়েছে। সে সব আয়াতগুলো আমরা নিম্নে পেশ করছি।

www.pathagar.com

কাদেরকে আল্লাহ অপছন্দ করেন

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُا بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ ق إِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَاتَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَآ أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ. إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"নিশ্চয়ই কারুণ ছিল মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোক, সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং আমরা তাকে এত অধিক পরিমাণ ধন ভাণ্ডার দান করেছিলাম যে তার চাবিসমূহের গুরুভার বোঝা বহন করত কয়েকজন শক্তিশালী লোক, যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল উল্লাসিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পদের অধিক্যে উল্লসিত লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা প্রদান করেছেন তা থেকে আখেরাতের বাড়ী সন্ধান করো। আর দুনিয়াতে নিজ অংশ নিয়ে নিতে ভুল করো না এবং তুমি অন্যের প্রতি সদয় হও যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন এবং দুনিয়াতে ফাসাদের কামনা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা কাছাছ ঃ ৭৬-৭৭)

كُلَّمَآ أَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ لا وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"যখনই তারা (ইহুদিগণ) (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা পৃথিবীতে ফাসাদের বিস্তার ঘটায় আর আল্লাহ ফাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা মায়েদা ঃ ৬৪)

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা, দুনিয়াতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি ও বিস্তারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তেমনিভাবে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক, খেয়ানতকারী ও পাপীদেরকেও পছন্দ করেন না। সূরা নিসার ১০৭ আয়াতে

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلاَتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ـ

"আর আপনি তাদের পক্ষ থেকে জবাবদিহীমূলক কোন কথা বলবেন না, যারা নিজেদেরই খেয়ানত করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা অতি বড় খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক ও মহাপাপী।"

এরা হয় আত্মঅহংকারী এবং আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা নহলের ২২ ও ২৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ـ لاَجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُوْنَ، اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

"অতএব এরা আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং তাদের অন্তরসমূহ হয় অমান্যকারী এবং তারা হয় অহংকারী। কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তায়ালা জানেন যা তারা গোপন রেখেছে এবং যা তারা প্রকাশ করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"

আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ـ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গর্বে বিভ্রান্ত এবং যারা কৃপণতা করে ও লোকদেকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তা গোপন করে, আল্লাহ সেই সব কাফেরদের জন্য নিকৃষ্টতম আযাব তৈরী করে রেখেছেন।"

لِّكَيْلاَ تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ -

"যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে সে জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে সে জন্য হয়ো না উল্লসিত। আর আল্লাহ অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। যারা কৃপণতা করে এবং লোকদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে। যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত " (সূরা হাদীদ ২৩-২৪)

যালেমদেরকেও আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা সূরা শূরার ৪০ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ -

"মন্দের প্রতিশোধ সমপরিমাণ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট, নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।"

আল্লাহ তায়ালা কোন প্রকার সীমালংঘনকে পছন্দ করেন না। এমনকি কোন ঈমানদার বান্দা পবিত্র হালাল জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করলে তাও সীমালংঘনরূপে গণ্য হবে। সূরা মায়েদার ৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

"হে ঈমানদাগণ তোমাদের জন্য যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করা হয়েছে তাকে হারাম করো না, তোমরা কোন প্রকার সীমালংঘন করো না, আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করে না।"

উপরের আলোচনায় দেখা গেলো আল্লাহ তায়ালা সম্পদের আধিক্যে উল্লসিত ব্যক্তি, ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গর্বিত, আত্ম অহংকারী, খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, কৃপণতাকারী, যালেম ও সীমালংঘনকারী

www.pathagar.com

ব্যক্তিদেরকে মোটেও পছন্দ করেন না। তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লানত ও ক্রোধ বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন কাদেরকে

আল্লাহ্ তায়ালা অপছন্দকারী লোকের মোকাবিলায় কতক লোককে ভালবেসে থাকেন। এদের বর্ণনা রয়েছে কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে। এগুলোকে একে একে আমরা নিম্নে পেশ করছি।

আল্লাহ্ তায়ালা শিরককারীর মোকাবিলায় মু'মিনদেরকে ভালবাসেন

মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন গোটা সৃষ্টিজগত, কিছু মানুষ তাতে অংশীদার স্থাপন করে এবং অংশীদারদেরকে ভালবাসে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের সর্বাধিক ভালবাসা হয় আল্লাহ্র জন্য। ভালবাসা সব সময়ই পারস্পরিক। আল্লাহ্কে যারা ভালবাসেন, আল্লাহ্ও স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে ভালবাসবেন। সে কথাই বলা হয়েছে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ، وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহ্কে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের সর্বাধিক ভালবাসা আল্লাহ্র জন্য"। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৫)

অর্থাৎ মুশরিকরা ভালবাসে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের উপাস্য দেবতাদেরকে, আর মু'মিনগণ ভালবাসেন আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র প্রতি এ ভালবাসা সর্বাধিক ভালবাসা (اَشَدُّ حُبًّا)। তাই আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হলে, মানুষকে অবশ্যি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণ করে শিরকমুক্ত হয়ে কেবলমাত্র তাকেই সর্বাধিক ভালবাসতে হবে।

আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন

পবিত্রতাকে হাদীসে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ বলেছেন তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। মদীনার এক এলাকাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে সূরা তাওবায় আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

পবিত্র করে না তাদের জন্য আখেরাতের কামিয়াবির বদলে রয়েছে ব্যর্থতা। এ দুনিয়ায় যারা পবিত্রতা অর্জন করেনি, আখেরাতেরও তারা পবিত্রতা লাভ করতে পারবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং তা স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করবে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

(সূরা আলে ইমরান-৭৭)

অপরদিকে যে ব্যক্তি তার নফসকে পবিত্র করেছে সে জান্নাত লাভ করে আখেরাতে চিরন্তর সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে।

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى. جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزٰاءُ مَنْ تَزَكّٰى.

"আর যে ব্যক্তিকে মু'মিনরূপে আল্লাহর নিকট আনা হবে এবং সে নেক কাজও করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উঁচু মর্যাদা, চিরন্তন জান্নাত যার নিচে দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান, তাতে থাকবে তারা চিরকাল, আর এ হলো যে পবিত্রতা অর্জন করেছে তার প্রতিদান।" (সূরা তাহা ঃ ৭৫,৭৬)

'হাওয়া' বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নফসের তাযকিয়া হয় না

নফসের দু'টি অবস্থা হতে পারে ঃ হয় তা হবে রূহ বা বিবেকের অনুগত, কোরআন-হাদীসের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথবা এসবের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বরং নফসের খাহেশ বা প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ-রাসূলের প্রতি যথারীতি ঈমান পোষণ করে, নেক আমল করে, কুরআন হাদীস মোতাবেক সৎভাবে জীবন যাপন করে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ-রাসূলকে অস্বীকার

www.pathagar.com

করে, নফসের খাহেশমত শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, অসৎভাবে বল্গাহীন জীবন যাপন করে। এ হলো নফসের প্রকৃত অবস্থা। অবশ্য নফসের আরেকটি মাঝামাঝি অবস্থা হতে পারে। যে নফস আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান তো পোষণ করে কিন্তু নফসকে পুরোপুরি আল্লাহর মর্জি বা শরীয়তের বিধানের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। মানবীয় দুর্বলতা বা ঈমানের দুর্বলতার কারণে প্রবৃত্তির প্রভাবে বা নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু যদি সে আত্মচেতনা ফিরে পায়, ভুল হয়ে গেছে, এ কথা সে বুঝে ফেলে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অনুশোচনা ও তওবা করে। তবে সে নফসে লাওয়ামার প্রমাণ দিল এবং মুক্তি ও কল্যাণের দিকে ফিরে আসল। আর যদি ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে নফসের খাহেশই পূরণ করে যেতে থাকে, প্রবৃত্তির দাসত্বেই সে নিজেকে সঁপে দেয়, তাহলে সে নফসে আম্মারা বিসস্যু এরই প্রমাণ দিল, ঈমানের দাবী তার কোন কাজে আসবে কিনা তা কেবল মাত্র আল্লাহই জানেন।

তাই, মৌলিকভাবে নফসের দু'টো দিকই ভাল অথবা মন্দ। ভাল দিকটি তাযকিয়ার পথ আর মন্দটি তাযকিয়ার বিপরীত। তাযকিয়া নফসের সংশোধন ও নেক আমলের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। আর তাযকিয়া না হলে নফস তার খাহেশ ও মর্জিমত প্রবৃত্তির দাসত্ব করে চলে যা তাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে, গোমরাহীর অতল গহ্বরে। এ ছাড়া যে নফস আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে না বরং অস্বীকার করে, সে নফস যদি কিছু ভাল ও সমাজসেবামূলক কাজও করে, তবে তাদের সে সব কাজ আখেরাতে তাকে কোন ফল দেবে না বরং তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ নফসের তাযকিয়ার জন্য ঈমান শর্ত। যেমন হেদায়াত ও মুক্তির জন্য তাযকিয়ায়ে নফস শর্ত।

নফসের তাযকিয়া ও প্রবৃত্তির দাসত্ব দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়। নফসের তাযকিয়া করতে হলে প্রবৃত্তির দাসত্বের বদলে প্রবৃত্তিকে নফসের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যদি কোন নফস প্রবৃত্তির দাসত্বকে মেনে নেয় তাহলে সে নফসের তাযকিয়া (পবিত্রকরণ) সম্ভব নয়।

নফসের তাযকিয়া হলো ব্যক্তির হেদায়াতের চাবিকাঠি। তাই নফসের তাযকিয়া না হলে ব্যক্তি-জীবনে আসবে গোমরাহী। আর এ গোমরাহীর প্রধান কারণ হলো নফসকে প্রবৃত্তি বা হাওয়ার অধীন করে দেয়া।

প্রবৃত্তির আকর্ষণ দুনিয়ার বস্তুসম্ভার, জাগতিক কামনা–বাসনা ও আরাম-আয়াশের প্রতি। নফসের তাযকিয়ার পথে হারাম বস্তু, হারাম

www.pathagar.com

কামন–বাসনা ও হারাম আয়েশ বাধা। তাই নফসের তাযকিয়ার জন্য প্রবৃত্তির চাহিদাকে হালাল পথে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

ব্যক্তির প্রবৃত্তির দাসত্ব, আল্লাহকে ইলাহরূপে গ্রহণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিকেই ইলাহ্ বানিয়ে নেয়। ফলে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ ধরে অসৎ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে আর আল্লাহ তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন আর তার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে ফেলে দিয়েছেন পর্দা, এমতবস্থায় আল্লাহর পর আর কে তাকে হেদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কিছুই বুঝ না? (সূরা জাসিয়া-২৩)

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا.

"আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে। আপনি কি তার অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়েছেন?" (সূরা ফুরকান-৪৩)

কাফেররা আল্লাহর বদলে তাদের প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ আল্লাহকে হুকুমদাতা হিসাবে মানতে তারা রাজী নয়, তারা আল্লাহর আদেশ নিষেধকে না মেনে, তার কোন পরোয়া না করে বরং তাদের প্রবৃত্তিকে আদেশ দাতা হিসাবে মানে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। ফলে প্রবৃত্তিই তাদের খোদা–হুকুমদাতা হয়ে যায়।

তারা নবীকে এজন্য মানে না যেহেতু নবী রাসূলগণ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করতে বলেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ.

www.pathagar.com

"তবে কি যখনই নবী রাসূলগণ এমন জিনিষ নিয়ে এসেছে যা তোমাদের নফস চায় না, তোমরা অহংকার করেছ, কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছ, আর কতককে তোমরা করেছ হত্যা।" (সূরা বাকারা-৮৭)

সূরা মায়েদার ৭০ নম্বর আয়াতে বনী ঈসরাইলদের প্রসঙ্গেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। নবীকে আল্লাহ তায়ালা শক্তভাবে নিষেধ করেছেন প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে বরং বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে চলাতেই রয়েছে প্রকৃত হেদায়াত ও নফসের তাযকিয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ عِلْمٍ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لاَنَصِيْرٍ -

"তোমার নিকট সঠিক জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বন্ধু অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা বাকারা-১২০)

সূরা বাকারায় ১৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তুমি এরূপ করলে যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

সূরা মায়েদায় আল্লাহর নাযিলকৃত কিতার অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করতে নবীকে নির্দেশ প্রদান এবং ইহুদী নাসারাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার তাকিদ প্রদান করে অনেক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَيَّفْتِنُوْكَ عَنْ م بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ -

"আমি নির্দেশ প্রদান করছি যে তাদের পরস্পরের ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না আর এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন যেন আল্লাহ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তা থেকে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এরপর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তবে জেনে রাখবেন যে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোন না

www.pathagar.com

কোন পাপের কারণে পাকড়াও করতে চান, আর এটা নিশ্চিত যে অধিকাংশ লোক অবশ্যই নাফরমান।" (সূরা মায়েদা-৪৯)

নবীকে এ প্রসংগে আরো কঠিন ভাষায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ وَاقٍ.

"এভাবেই আমি আরবী ভাষায় একে নির্দেশ আকারে নাযিল করেছি, আর যদি আপনার নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তাদের প্রবৃত্তিকে আপনি অনুসরণ করেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী থাকবে না।" (সূরা রায়াদ-৩৭)

فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَّيُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى.

"অতএব আপনাকে যেন তা থেকে (কেয়ামতের প্রস্তুতি থেকে) বিরত না রাখে ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামতের প্রতি ঈমানই পোষণ করে না বরং সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।" (সূরা ত্বাহা-১৬)

আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে নবীকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

فَاِنْ شَهِدُوْا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ.

"আপনি ঐ ব্যক্তিদের ন্যায় প্রবৃত্তির অমূলক ধারণার তাবেদারী করবেন না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে এবং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না এবং তাদের রবের ব্যাপারে অন্যকে সমকক্ষ মনে করে।"

(সূরা আনয়াম-১৫০)

আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচার করার স্বার্থে, নিজেদের পিতা মাতা ও নিকটাত্মীদের পক্ষেও সাক্ষ্য প্রদানে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ

করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ন্যায় বিচার কায়েম কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যায়। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছ সে ধনী হোক কি গরীব, আল্লাহর সম্পর্ক তার সাথে সমধিক, অতএব তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে, আর যদি (সাক্ষ্য প্রদানে) তোমরা বক্রতা অবলম্বন কর বা পেছনে সরে দাঁড়াও, তবে তোমরা যা কিছুই করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (সূরা নিসা-১৩৫)

প্রবৃত্তির অনুসরণ নফসের তাযকিয়া এবং হেদায়াতের পরিবর্তে ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

"আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল সোজা পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।" (সূরা মায়েদা-৭)

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ لا قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

www.pathagar.com

"আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, অবশ্যই তা আমাকে পথভ্রষ্ট করে দেবে আর আমি হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।" (সূরা আনয়াম-৫৬)

وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط

"আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় উল্টা দিকে ফিরে যাব যাকে শয়তান তার প্রবৃত্তির কারণে পৃথিবীতে ঘুরিয়ে বেড়ায়? (সূরা আনয়াম-৭১)

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী হযরত দাউদ (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"হে দাউদ আমরা আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছি, অতএব আপনি লোকদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার-ফায়সালা করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাহলে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে ফেলা হবে।" (সূরা ছোয়াদ-২৬)

আল্লাহ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে চূড়ান্তভাবে বলেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَ هُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় কোন সাড়া না করে তাহলে জেনে রাখুন যে তারা কেবলমাত্র তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, আর যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হেদায়াতকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা কাছাছ-৫০)

স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতের অনুসারী হয়ে স্বীয় মর্যাদাকে

www.pathagar.com

উন্নত করার পরিবর্তে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ اٰتَيْنَهُ اٰيٰتِنَا ج فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

"আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন যাকে আমরা আমাদের আয়াতসমূহ্ প্রদান করেছি, অতঃপর সে তা থেকে বের হয়ে যায় বলে সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর আমরা চাইলে তাকে তদ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব তার উদাহরণ হল সেই কুকুরের ন্যায় যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর তবে তবুও হাফাতে থাকে, আর যদি তুমি তাকে আক্রমণ নাও কর তবুও সে হাফাতে থাকে। এ হলো সেই সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। অতএব এ কাহিনী বর্ণনা কর, হয়ত তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।" (সূরা আ'রাফ-১৭৬)

تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا.

"আর দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য দেখে যেন আপনার দৃষ্টি তাদের (ঈমানদারদের) থেকে সরে না যায়, আর যাদের অন্তকরণকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাকে মান্য করবেন না, তার বিষয় তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে।" (সূরা কাহাফ-২৮)

প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজেকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় ঠেলে দেয়ার কাজ অনেক ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞানের অভাব বা জ্ঞানহীনতার জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন ঃ

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ.

"আর নিশ্চয়ই অনেকে জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রবৃত্তি দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

থাকে, নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালংঘনকারীদেরকে সমধিক জানেন।"

(সূর আনয়াম-১১৯)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ.

"বরং যারা যুলুম করেছে, তারা জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অতএব যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন তাকে হেদায়াত দান করবে কে? আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই? (সূরা রূম-২৯)

আল কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তি (হাওয়া) তথা জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকে, সেই আখেরাতে জান্নাত লাভ করবে।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى.

"যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং তার নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, তার জন্যই (আখেরাতে) জান্নাত হবে আবাসস্থল।"

(সূরা নাযিয়াত-৪০, ৪১)

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হেদায়াতের বাণী নিয়ে আগমন করেন। আর কাফের সম্প্রদায় তাদের প্রবৃত্তি মত নিজে চলতে ও সমাজকে পরিচালনা করতে চায়। এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ হকের অনুসারী না হয়ে যদি হককে কাফেরদের প্রবৃত্তির অনুসারী করে ফেলতেন তাহলে দুনিয়ায় চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হত। আল্লাহ তায়ালা একথা বলেছেন এভাবে ঃ

وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ.

"যদি হক তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করত, তাহলে আসমান, যমীন ও তাদের মধ্যে যা রয়েছে, সব বিশৃংখল হয়ে পড়ত।" (সূরা মু'মিনুন-৭১)

নফসের তাযকিয়া পর্যায়ে প্রবৃত্তির ধ্বংসকর প্রক্রিয়া ও নফসকে তাযকিয়া থেকে সরিয়ে নেয়া প্রসংগে উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল, মানুষ আল্লাহকে ইলাহ (হুকুমদাতা) হিসাবে গ্রহণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে নিতে পারে, আল্লাহ বিরোধী কুফুরী শক্তি এজন্যই নবী-রাসূলদের বিরোধিতা করে যেহেতু নবী-রাসূলগণ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিবর্তে

www.pathagar.com

আল্লাহর আয়াত সমূহের অনুসরণের দাওয়াত দেয়। আল্লাহ তায়ালা নবীকে সুস্পষ্টভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, প্রবৃত্তির অনুসরণ নফসকে তাযকিয়ার পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীতে নিয়ে যায়, প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আয়াতের অনুসরণ করে স্বীয় মর্যাদাকে উন্নত করার পরিবর্তে মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। প্রবৃত্তির অনুসরণ অনেক ক্ষেত্রে হয় জ্ঞানের অভাবের কারণে, অথচ স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থেকে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আর যদি হক, কাফেরদের অনুসারী হয়ে যেত, তাহলে দুনিয়া বিশৃংখল হয়ে পড়ত। বস্তুত দুনিয়ার শৃংখলা ও শান্তি নিহিত রয়েছে মানুষের নফসের তাযকিয়ার মধ্যে, আর প্রবৃত্তির অনুসারী নফস দুনিয়ায় সৃষ্টি করে বিশৃংখলা।

কাজেই নফসের তাজকিয়ার জন্য প্রয়োজন নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ। এতে হেদায়াত লাভ হয়, ব্যক্তির জীবনে আসে কামিয়াবি ও আখেরাতে জান্নাত লাভ।

অপরদিকে নফস প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে নিলে, নফস হয়ে যায় আল্লাহর বিধান থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত, ফলে ব্যক্তির জীবনে আসে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। ফলে জীবনের ক্ষতিগ্রস্ততা ও ব্যর্থতা এবং আখেরাতে জাহান্নাম প্রাপ্তি অবধারিত হয়ে পড়ে। কাজেই মানব জীবনে আল্লাহর আয়াত অনুসরণে নফসের নিয়ন্ত্রণ (নফসের তাযকিয়া) এবং প্রবৃত্তির বা মানব মনের খেয়াল খুশী মোতাবেক নফসকে স্বাধীন করে দিয়ে নফসকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া– এ দুই পথের কোন পথ গ্রহণযোগ্য তা যথার্থ হিসাব নিকাশ করেই গ্রহণ করতে হবে।

❖❖❖

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়

আল্লাহ্ তায়ালা গোটা বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা ও সকল কিছুর মালিক। তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে সকল কিছু। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতিগতভাবে ভালবাসেন। কিন্তু তিনি মানুষকে যে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন তার ফলে সে যে কর্ম-সাধনা করে তাতে রয়েছে আল্লাহর রাজি-নারাজী, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যা করতে অনুমতি দিয়েছেন বা যা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সে মতে কর্ম সম্পাদন করলে আল্লাহ হন খুশী ও সন্তুষ্ট। আর যা করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন বা অনুমতি প্রদান করেননি, তা করলে আল্লাহ্ হন বেজার ও অসন্তুষ্ট।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা বা ঘৃণা, সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কাজেই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া বা বিরাগভাজন হওয়া নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ আল্লাহ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ভালবাসেন, তার নেই কোন ভয়, কোন দুশ্চিন্তা। তার জীবন ধন্য ও কামিয়াব। আর যে আল্লাহর ভালবাসা পেল না, পেল ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি, তার জীবন হল ধ্বংস ও বরবাদ।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে পাকে কিছু লোকের জন্য বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ, আবার কারো ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন না إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন না তাদেরকে ঘৃণা করেন, তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেছেন رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে

গেছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, অথবা বলেছেন يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা ভালবাসেন আল্লাহর্কে।

আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন, আর কাদেরকে ভালবাসেন না- সে কথা তিনি আল-কুরআনে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না

দুনিয়ার মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(১) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলমান;

(২) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী বেঈমান কাফির।

দুনিয়ায় এদের কর্মপ্রণালী, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। এক দলের কাজের ব্যাপারে আল্লাহ হন খুশী ও রাজী, অন্যদলের কাজের জন্য তিনি হন বেজার ও অসন্তুষ্ট। একদলের কাজকে আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালবাসেন, অপরদলের কাজকে করেন অপছন্দ। এমনিভাবে কাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং কাদেরকে করেন অপছন্দ তার বর্ণনা এসেছে কুরআনে পাকে। কুরআনে পাকের সে আয়াতগুলো আমরা উল্লেখ করে দেখছি।

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ভালবাসেন, পছন্দ করেন, তার বর্ণনা যেমন রয়েছে আল-কুরআনে, তেমনি আল-কুরআনে যাদেরকে তিনি অপছন্দ করেন তার বর্ণনাও রয়েছে। পছন্দ-অপছন্দ, ভালবাসা ও বিরাগভাজন হওয়া নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে, খেলাফত পরিচালনার উদ্দেশ্যে। মানুষ যদি তার সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করে দুনিয়াতে তাঁর খেলাফত কায়েমে তৎপর হয়, তাহলে আল্লাহ সেই সব মানুষের প্রতি খুশী ও রাজী হন এবং তাদেরকে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। পক্ষান্তরে যে সব মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের দাসত্ব করে ও শয়তানের বাতলানো রাজত্ব কায়েমে তৎপর হয়, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এবং তাদের প্রতি হন বিরাগভাজন। শয়তান দুনিয়ার বুকে মানুষের মধ্যে গর্ব ও আত্মঅহংকার সৃষ্টি, কৃপণতা, খেয়ানত ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি, অন্যায়, অবিচার ও যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ চালু করতে চায়। আল্লাহ তায়ালা এসব অপছন্দ করেন। যারা এসব কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি হন অসন্তুষ্ট। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সবের উল্লেখ রয়েছে। সে সব আয়াতগুলো আমরা নিম্নে পেশ করছি।

www.pathagar.com

কাদেরকে আল্লাহ অপছন্দ করেন

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُا بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ ق إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَاتَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ. اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"নিশ্চয়ই কারুণ ছিল মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদ্রায়ের লোক, সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং আমরা তাকে এত অধিক পরিমাণ ধন ভাণ্ডার দান করেছিলাম যে তার চাবিসমূহের গুরুভার বোঝা বহন করত কয়েকজন শক্তিশালী লোক, যখন তার সম্প্রদ্রায়ের লোকেরা বলল উল্লাসিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পদের অধিক্যে উল্লসিত লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা প্রদান করেছেন তা থেকে আখেরাতের বাড়ী সন্ধান করো। আর দুনিয়াতে নিজ অংশ নিয়ে নিতে ভুল করো না এবং তুমি অন্যের প্রতি সদয় হও যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন এবং দুনিয়াতে ফাসাদের কামনা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা কাছাছ ঃ ৭৬-৭৭)

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللّٰهُ لا وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ط وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"যখনই তারা (ইহুদিগণ) (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা পৃথিবীতে ফাসাদের বিস্তার ঘটায় আর আল্লাহ ফাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা মায়েদা ঃ ৬৪)

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা, দুনিয়াতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি ও বিস্তারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তেমনিভাবে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক, খেয়ানতকারী ও পাপীদেরকেও পছন্দ করেন না। সূরা নিসার ১০৭ আয়াতে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَاتُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ـ

"আর আপনি তাদের পক্ষ থেকে জবাবদিহীমূলক কোন কথা বলবেন না, যারা নিজেদেরই খেয়ানত করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা অতি বড় খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক ও মহাপাপী।"

এরা হয় আত্মঅহংকারী এবং আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা নহলের ২২ ও ২৩ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ـ لَاجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُوْنَ، اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

"অতএব এরা আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং তাদের অন্তরসমূহ হয় অমান্যকারী এবং তারা হয় অহংকারী। কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্ তায়ালা জানেন যা তারা গোপন রেখেছে এবং যা তারা প্রকাশ করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"

আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ـ اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গর্বে বিভ্রান্ত এবং যারা কৃপণতা করে ও লোকদেকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তা গোপন করে, আল্লাহ সেই সব কাফেরদের জন্য নিকৃষ্টতম আযাব তৈরী করে রেখেছেন।"

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُم ط

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ -

"যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে সে জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে সে জন্য হয়ো না উল্লসিত। আর আল্লাহ অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। যারা কৃপণতা করে এবং লোকদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দান করে। যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত " (সূরা হাদীদ ২৩-২৪)

যালেমদেরকেও আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা সূরা শূরার ৪০ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ

وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ -

"মন্দের প্রতিশোধ সমপরিমাণ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট, নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।"

আল্লাহ তায়ালা কোন প্রকার সীমালংঘনকে পছন্দ করেন না। এমনকি কোন ঈমানদার বান্দা পবিত্র হালাল জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করলে তাও সীমালংঘনরূপে গণ্য হবে। সূরা মায়েদার ৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

"হে ঈমানদাগণ তোমাদের জন্য যে সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করা হয়েছে তাকে হারাম করো না, তোমরা কোন প্রকার সীমালংঘন করো না, আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করে না।"

উপরের আলোচনায় দেখা গেলো আল্লাহ তায়ালা সম্পদের আধিক্যে উল্লসিত ব্যক্তি, ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গর্বিত, আত্ম অহংকারী, খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, কৃপণতাকারী, যালেম ও সীমালংঘনকারী

www.pathagar.com

ব্যক্তিদেরকে মোটেও পছন্দ করেন না। তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে লানত ও ক্রোধ বর্ষিত হয় এবং তাদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন কাদেরকে

আল্লাহ তায়ালা অপছন্দকারী লোকের মোকাবিলায় কতক লোককে ভালবেসে থাকেন। এদের বর্ণনা রয়েছে কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে। এগুলোকে একে একে আমরা নিম্নে পেশ করছি।

আল্লাহ তায়ালা শিরককারীর মোকাবিলায় মু'মিনদেরকে ভালবাসেন

মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন গোটা সৃষ্টিজগত, কিছু মানুষ তাতে অংশীদার স্থাপন করে এবং অংশীদারদেরকে ভালবাসে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের সর্বাধিক ভালবাসা হয় আল্লাহর জন্য। ভালবাসা সব সময়ই পারস্পরিক। আল্লাহকে যারা ভালবাসেন, আল্লাহও স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে ভালবাসবেন। সে কথাই বলা হয়েছে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا
يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ، وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের সর্বাধিক ভালবাসা আল্লাহর জন্য"। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৫)

অর্থাৎ মুশরিকরা ভালবাসে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের উপাস্য দেবতাদেরকে, আর মু'মিনগণ ভালবাসেন আল্লাহকে এবং আল্লাহর প্রতি এ ভালবাসা সর্বাধিক ভালবাসা (اَشَدُّ حُبًّا)। তাই আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে, মানুষকে অবশ্যি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে শিরকমুক্ত হয়ে কেবলমাত্র তাকেই সর্বাধিক ভালবাসতে হবে।

আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন

পবিত্রতাকে হাদীসে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। আর আল্লাহ বলেছেন তিনি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। মদীনার এক এলাকাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে সূরা তাওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে, আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

এতে বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার পবিত্রতাকেই ভালবাসেন। এমনকি মনের পবিত্রতা তথা গোনাহ থেকে তাওবা করে নফসের পবিত্রতা অর্জন করাটাই আল্লাহ তায়ালা চান। সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যাবর্তনকারী(তওবাকারী)দেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

হায়েজগ্রস্ত স্ত্রীদের নিকট গমন করতে নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা এ কথা বলেছেন। অর্থাৎ অপবিত্রতামূলক কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, আর গিয়ে থাকলে তাওবা করে তা থেকে ফিরে আসতে হবে- এ আয়াত থেকে এ কথা জানা গেল।

তাওবাকারীদেরকেও আল্লাহ ভালবাসেন

গোনাহ থেকে বারে বারে তাওবা করা মু'মিনের পরিচয়। বান্দার তাওবা, মাগফেরাত কামনা ও কান্নাকাটি আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় জিনিস। তাই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

"হ্যা, যারা ওয়াদা পূরণ করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে আল্লাহ সেই সব মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৬)

فَاَتِمُّوْآ اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"সুতরাং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা সময়সীমা পর্যন্ত পূরণ কর। নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী (পরহেজগার) দেরকে ভালবাসেন।" (সূরা তাওবা ঃ ৪)

মুত্তাকী হলো তারা যারা সদাসর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলে, যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, আল্লাহর ফায়সালার বিপরীত কোন কাজ করেন না। আল্লাহ তায়ালা এমন সব মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ ভালবাসেন মোহসেনদেরকে

সমাজের বুকে যারা মোহসেন-সদাচারী ও সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদায় ইহুদিদের হঠকারী কার্যাবলীর বর্ণনার পর বলেছেন ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও সংশোধন করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসেন (সদাচারী)দেরকে ভালবাসেন।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ـ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস এবং এ সম্মান পারস্পরিক বিনিময় যোগ্য, অতএব যদি তোমাদের প্রতি সীমালংঘন করা হয়, তবে তোমরাও সীমালংঘন কর সে পরিমাণ, তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ সীমালংঘন হয়েছে এবং জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না। সৎ কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৪, ১৯৫)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

www.pathagar.com

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করে, ক্রোধকে হজম করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ সেই সব সদাচারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

ক্ষমা, সংশোধন, আল্লাহর পথে দান, ক্রোধকে হজম করা ইত্যাদি ভাল ও সৎ কাজ সম্পাদনকারীকে মুহসেন বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা মুহসেনদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ ভালবাসেন আল্লাহর উপর নির্ভরকারীদেরকে

যারা সকল কাজে-কর্মে, সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ও ভরসাকারী, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। ওহোদ যুদ্ধের পর্যালোচনা করার পর আল্লাহ তায়ালা নবী (সাঃ)-এর রহম দিলের কথা উল্লেখ করে নবীকে বলেন ঃ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

"অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের পরামর্শ নিন। অতঃপর যখন কোন কাজে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর ও ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ নির্ভর ও ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

আল্লাহ অবশ্য একথাও বলেছেন যে মু'মিনের কাজই হলো আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করা। সূরা তাগাবুনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"আল্লাহ তো তিনি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করে।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৩)

এভাবে দেখা গেল, আল্লাহর উপর যারা নির্ভর, ভরসা তথা তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ ভালবাসেন ধৈর্যশীলদেরকে

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন যারা পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করে, মুত্তাকীর গুণাবলী অর্জন করে, আল্লাহর পরহেযগার বান্দা হিসাবে

www.pathagar.com

সদাচরণ, সৎকর্ম করে মুত্তাকী ও মুহসেন বান্দার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর পথে জামায়াতবদ্ধভাবে লড়াই করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার শপথ নেয়, এ ব্যাপারে মু'মিনদের সাথে গড়ে তোলে গভীর সম্পর্ক, কাফেরদের সাথে আচরণে হয় বজ্র কঠিন, আর কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।

এ পর্যায়ে ঐ সব আল্লাহর বান্দাকে বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে নানা বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিপদ মুসীবতের মোকাবেলা করতে হয়। এমতবস্থায় সর্বপ্রকার বিপদ মুসিবতে যারা ধৈর্যধারণ করতে পারে, ছবরের সাথে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে, যে কোন অবস্থায় সাহস ও হিম্মত নিয়ে এগিয়ে যায়, এমন সব ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তখনকার মু'মিনদের যে সাহসী ভূমিকা ছিল সে দিক লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ -

"আর কত না নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে বহু জ্ঞানী-গুণী সাধক পুরোহিত, সেক্ষেত্রে আল্লাহর পথে তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছে তাতে তারা হতাশ হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি, আর মাথা নত করেনি, আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন ইনসাফকারীদেরকে

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

"যখন তুমি বিচার ফায়সালা কর, তখন ন্যায়ভাবে ইনসাফের সাথে বিচার ফায়সালা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা মায়েদা ঃ ৪২)

দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্য হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, যারা ইনসাফ কায়েম করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন আল্লাহ্র পথে লড়াইকারীদের

সূরা ছফে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহ্র পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে এমনভাবে যেন সীসাগলিত প্রাচীর। (সূরা ছফ ঃ ৪)

দ্বীন কায়েমের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করা দরকার। যারা এমনিভাবে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। দ্বীনের পথে কাজ করতে গিয়ে যারা পিছিয়ে যায় তাদের প্রতি আল্লাহ্ হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে সরে যায় (যাক না), শিগগিরই আল্লাহ্ তায়ালা এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন এবং তারাও ভালবাসে আল্লাহকে। তারা মু'মিনদের প্রতি দয়াদ্র, মেহেরবান, কাফেরদের প্রতি কঠোর, তারা জেহাদ করে আল্লাহ্র পথে এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।" (সূরা মায়েদা ঃ ৫৪)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা ঈমানদারদের প্রতি দয়াদ্র, কাফেরদের প্রতি কঠোর, আল্লাহ্র পথে জেহাদে রত এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না।

আল্লাহ্ ভালবাসেন তাদেরকে যারা নবীর অনুসারী

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

www.pathagar.com

"তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

উপরের আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবীর অনুসরণ করতে হবে। এ জন্যেই বলা হয়েছে আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রাসূলের। যারা তা করবে না, সেই সব কাফেরদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ -

"বলে দিন আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও রাসূলের। যারা এ থেকে ফিরে যায় আল্লাহ্ সেই সব কাফেরদেরকে মোটেও পছন্দ করেন না"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)

বস্তুতঃ কুফুরী থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। এবং সে অবস্থায়ই আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়া যাবে। আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হলে, হতে হবে ঈমানদার ও আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা পোষণকারী; পবিত্রতা অর্জনকারী, মুত্তাকী (খোদা ভীরু ও পরহেযগার), মুহসেন (সদাচারী, সৎকর্মশীল), মুকসেত (ন্যায় ও ইনসাফকারী), আল্লাহ্র পথে লড়াইকারী, মু'মিনদের প্রতি দয়াদ্র, কাফেরদের প্রতি কঠোর, আল্লাহ্র পথে জেহাদে লিপ্ত, তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপহীন এবং বিশেষ করে নবীর অনুসরণকারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল। মু'মিনদের পিতা-মাতা, ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজন যদি আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল ও আল্লাহ্র পথে জেহাদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্ তাঁর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধমক দিয়েছেন মু'মিনদেরকে এবং তাদেরকে ফাসেক বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের প্রত্যাশীদেরকে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও আল্লাহ্র পথে জিহাদে সর্বাধিক ভালবাসার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ

www.pathagar.com

وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

"(মু'মিনদেরকে) বলে দিন, তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ভাই বেরাদর, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন, আর সেই সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, সেই সব ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দার আশংকা কর আর সেই সব বাড়ীঘর যা তোমাদের পছন্দীয় (এসব) যদি তোমাদের নিকট বেশী প্রিয় হয় আল্লাহ, আল্লাহ রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদ থেকে, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

তাই আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে সকল কিছুর উপর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের ভালবাসা থাকতে হবে। এমন এক জীবন গড়তে হবে, যে জীবনে থাকবে পবিত্রতা অর্জন, তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারী, সদাচার ও সৎকর্ম, ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা কায়েম, সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই, ঈমানদারদের প্রতি দয়াদ্রতা ও কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, তিরস্কারকারীর প্রতি ভয়হীনতা-সর্বোপরি নবীর অনুসরণ। এ ধরনের জীবনেই আসে উত্তম আমল। কারণ মানব জীবন হলো উত্তম আমলের পরীক্ষা। সূরা মুলকে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন মওত ও জীবনকে, এজন্যে যে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও মহাক্ষমাশীল।" (সূরা মূলক ঃ ২)

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ

www.pathagar.com

الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মেহমানদারী স্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউস।" (সূরা কাহাফ ঃ ১০৭)

এ ধরনের নেক ঈমানদার বান্দাদের জন্যই ঘোষণা এসেছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

"তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৮)

আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের নেক বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন- এ দোয়াই আমাদের করে যেতে হবে।

কাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন এ পর্যায়ের কুরআন ভিত্তিক আলোচনায় দেখা গেলো আল্লাহ ভালবাসেন মু'মিনদেরকে, পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে, তাওবাকারীদেরকে, মুত্তাকীদেরকে, মুহসেনদেরকে, আল্লাহর উপর নির্ভরকারী ও ছবরকারীদেরকে। আরো আল্লাহ ভালবাসেন মুকসেত বা ন্যায় ও ইনসাফকারীদেরকে, সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াইকারী ও জেহাদকারীদেরকে, যারা অন্য মোমেনদের প্রতি দয়াদ্র ও কাফেরদের প্রতি বজ্র-কঠোর, যারা তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় কর না, আর যারা নবীর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ অনুসারী, সকল কিছুর উপর তাদের ভালবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের প্রতি।

যে কোন যুগের মুসলমানদের আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে হলে উপরে বর্ণিত সবগুলো কাজই করতে হবে। সাহাবারে কেরাম উপর্যুক্ত সকল কাজই আঞ্জাম দিয়ে গেছেন এবং তাঁরা আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। আজকের দিনেও আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের সেই একই পথ। কেবলমাত্র নামায রোযা আদায় আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের পথ নয়।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকের কোথাও উল্লেখ করেননি যে, তিনি মুসলমানদেরকে ভালবাসেন বরং বলেছেন, তিনি পবিত্রতা অর্জনকারী, মুত্তাকী, মুহসেন, মুকসেত, আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদ ও নবীকে অনুসরণকারীদেরকে ভালবাসেন। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুসলমানগণ যদি উপরে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে, তাহলেই তারা আল্লাহর ভালবাসা পাবে এবং আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারবে।

www.pathagar.com

এটাও লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তায়ালা কোথাও হে মুসলিমগণ বলে সম্বোধন করেননি বরং বলেছেন- 'হে ঐ সব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছো' يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا– এ দ্বারা বুঝা যায় কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাকে হতে হবে যথার্থ মু'মিন ও মুত্তাকী।

প্রসংগত এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কিন্তু এতটুকুতেই আল্লাহর ভালবাসা লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। বরং মুসলমানকে পবিত্রতা অর্জনকারী, মুত্তাকী ও মুহসেন হওয়ার সাথে সাথে মুকসেত (ইনসাফ কায়েমকারী), আল্লাহর পথে সংঘবদ্ধভাবে লড়াইকারী মুজাহিদ ও নবীর যথার্থ অনুসরণকারী হতে হবে যাতে দ্বীনকে বিজয়ী শক্তিরূপে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বর্তমান সময়ে দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান, মুসলিম হিসাবে এসব গুণাবলী অর্জনের ধার ধারে না। যারাও বা নামায রোযা আদায় করে তারাও দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েমে আল্লাহর পথে লড়াই করতে সংঘবদ্ধ হয় না, জেহাদ করে না, ফলে নবীর যথার্থ অনুসারী হয় না। তাই তাদের পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কতটুকু সম্ভব, তা মুসলিম সমাজকে অবশ্যি চিন্তা করে দেখতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল, যারা আত্মঅহংকারের কারণে আল্লাহকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে, ধন-সম্পদ পেয়ে উল্লসিত হয়ে গর্ব অহংকারে নিমজ্জিত হয় এবং কৃপণতা করে ও দুনিয়াতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং সীমালংঘন করে যার ফলে দুনিয়া যুলুম নির্যাতন ও অনাচারে ভরে যায়, হিংসা বিদ্বেষ-ছড়িয়ে পরে, খেয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতায় সমাজ হয় কলুষিত, আল্লাহ এসব লোককে পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না বরং তাদের প্রতি হন বিরাগভাজন, অসন্তুষ্ট ও লানতকারী।

যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে শেরকে লিপ্ত হয় কিন্তু দুনিয়ার বুকে অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার করে বেড়ায় না, তাদেরও আখেরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মোটকথা, যারা পূর্বে বর্ণিত অপরাধ অনাচারে লিপ্ত হবে তাদেরকে প্রদান করা হবে কঠোর শাস্তি।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করেও আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, আল্লাহর আইন ও বিধানের কোন তোয়াক্কা বা পরোয়া করে না, তাদেরকেও আল্লাহ সীমালংঘনকারী বলে উল্লেখ করেছেন, তারা আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে বেহেশতে স্থান দিতে

www.pathagar.com

পারেন। আল্লাহর আইন ও বিধানের খেলাফ আইন ও বিধান পরিচালনাকারী শাসক ও শাসিতের প্রতি আল্লাহ ভালবাসা পোষণ করবেন এরূপ কথা কোরআনের কোথাও নেই। এ ছাড়া যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ নির্ধারিত এবাদত বন্দেগী তথা নামায, রোযাও যথারীতি আদায় করে কিন্তু সমাজে ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই বা জেহাদে শরীক হয়ে দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে সমাজ থেকে আল্লাহ বিরোধী আইন ও বিধানকে উৎখাত করতে সংগ্রামে শামিল হয় না, তারা যদিও বাহ্যত আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয় না কিন্তু নির্দ্বিধায় আল্লাহ বিরোধী আইন ও বিধান মেনে নেয়ায় কার্যত তারা আমলী শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আখেরাতে তাদের পরিণতি কি হবে আল্লাহই জানেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন, যথারীতি তওবা ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহর যা মর্জি হয় তাই হবে। তবে কোরআনের কোথাও তারা আল্লাহর ভালবাসা পাবেন, প্রিয় পাত্র হবেন, এমন কথা উল্লেখ করা হয়নি।

আল্লাহর ভালবাসা লাভ ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য, আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য যা বলা হয়েছে তা হলো- যারা আল্লাহর এবাদত বন্দেগীর জন্য পবিত্রতা অর্জন করবে, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল-নির্ভরতা পোষণ করে ধৈর্য অবলম্বন করবে, দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে দ্বীন কায়েমের জন্য হকের পক্ষে লড়াই করবে, জান-মাল দিয়ে জেহাদে আত্মনিয়োগ করবে এবং এভাবে আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েমের প্রচেষ্টা চালাবে যাতে যথার্থভাবে এবং পুরোপুরি নবীর অনুসরণ করা যায়। সর্বোপরি দুনিয়ার সব কিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসার অগ্রাধিকার দেবে তারাই আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবে।

এভাবে দেখা গেলো আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া, না পাওয়ার দিক থেকে মানুষ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল।

১। যারা আত্মঅহংকারী, অবিশ্বাসী, সীমালংঘনকারী দুনিয়ায় ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, অনাচারী ও পাপিষ্ঠ তারা আল্লাহর বিরাগভাজন হবে, অর্জন করবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লানৎ। কঠোর শাস্তি ভোগ করবে তারা আখিরাতে।

২। যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, শিরকে লিপ্ত, তারা অনাচারী না হলেও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে।

৩। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী কিন্তু আল্লাহর আইন ও বিধানের

www.pathagar.com

সীমালংঘনকারী। এরা বাহ্যত শিরকে লিপ্ত নয় কিন্তু কার্যত শিরকে লিপ্ত। এদের ফায়সালা আল্লাহর জিম্মায়; আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার মাফও করে দিতে পারেন।

৪। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী ও আল্লাহর নির্ধারিত এবাদতকারী কিন্তু নির্দ্বিধায় আল্লাহ বিরোধী আইন ও শাসনকে মান্যকারী। এদের ফায়সালাও আল্লাহর হাতে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে জান্নাতে স্থান দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

৫। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী, আল্লাহকে না দেখে তাকে মান্যকারী, মুত্তাকী ও মুহসেন, আল্লাহর বিধান কায়েমে সংঘবদ্ধভাবে লড়াইকারী, জান-মাল দিয়ে জেহাদে লিপ্ত, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ছবরকারী, নবীর পূর্ণ অনুসারী, এরা সব কিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ এদেরকে ভালবাসেন, এদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র। এদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ।

আসলে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া অনেক বড় কথা। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তার আর কিসের ভয় বা দুশ্চিন্তা। কারণ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক, বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। বিচার দিনে যে বা যারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে, ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে, সে আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ করবে। তাই কিভাবে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যাবে, তা যথার্থভাবে বুঝে নিয়ে সেভাবে কাজ করতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যাবে কিভাবে?

আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করতে হবে। কোরআনে বহু জায়গায় বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে। না দেখেই আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করতে হবে এবং সদাসর্বদা আল্লাহ্ বিধানের স্মরণ করে চলতে হবে। তেমনিভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে একদিন এ দুনিয়ার ইতি হবে এবং মানুষের সকল কাজের বিচার ফায়সালা হবে। আল্লাহ্ই সে বিচার দিনের হবেন চূড়ান্ত মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। আর মু'মিনদের সর্বাধিক ভালবাসা হবে আল্লাহর জন্য اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর

www.pathagar.com

তাকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। শরীরকে পাক ও পবিত্র রাখার জন্য পায়খানা, প্রস্রাবের পর, হায়েজ নেফাসের পর এবং সহবাসের পর বা যে কোন অপরিচ্ছন্নতা বা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে আল্লাহ নির্ধারিত ইবাদত তথা নামায-রোযার জন্য পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ অজু-গোছল বা তায়াম্মুম করে পাক ও পবিত্র হতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ পবিত্রতা পছন্দ করেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ। তাই সকল প্রকার পবিত্রতা যথা শরীরের পবিত্রতা, কাপড় চোপড়ের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, বাড়ী ঘরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, মনের পবিত্রতা অর্জন, আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য জরুরী।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য মুসলিম ও মু'মিনদেরকে কয়েকটি গুণ অর্জন করতে হবে। তাদেরকে হতে হবে মুত্তাকী, মুহসেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ও ছবরকারী।

ক. মুত্তাকীর গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের সূরা বাকারায় ২-৪, ১৭৭ ও সূরা আলে ইমরানের ১৩৩-১৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সব গুণের উল্লেখ করেছেন, তার সার সংক্ষেপ হলো ঃ

১। যারা অদৃশ্য তথা আল্লাহ, ফেরেশতা ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে;

২। যারা আল্লাহ প্রেরিত নবী রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা মেনে চলে;

৩। যারা যথারীতি সালাত কায়েম করে;

৪। যারা যথারীতি যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের (বন্দী) মুক্তির জন্য খরচ করে;

৫। যারা তাদের ওয়াদাসমূহ পূরণ করে;

৬। যারা তাদের ক্রোধকে হজম করে;

৭। যারা লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়;

৮। যারা বিপদাপদ, অর্থনৈতিক সংকট-অনটন এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে পরম ধৈর্য ধারণ করে;

www.pathagar.com

৯। যারা নিজেদের কৃত নির্লজ্জ কাজ ও যুলুমের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় ও তাওবা ইস্তেগফার করে।

এসব গুণাবলীসম্পন্ন মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

খ. মুহসেন-আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য আরেকটি গুণ হলো মুহসেন হওয়া। মুহসেন ঐ ব্যক্তি সে যথারীতি নেক ও সৎকাজ করে থাকে। এসব কাজের বর্ণনা রয়েছে সূরা বনী ইসরাইলের ২২-৩৮ আয়াত, সূরা মু'মিনুন এর ১-৯ আয়াত, সূরা লোকমানের ১২-১৯ আয়াত ও সূরা ফুরকানের ৬৩-৭৪ আয়াতসমূহে। এসব আয়াতে যা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো ঃ

১। তারা কেবলমাত্র আল্লাহরই এবাদত বন্দেগী করে ও তাঁরই শোকর গোজারী করে;

২। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না;

৩। পিতা মাতার সাথে সর্বদা সদাচরণ ভাল ব্যবহার করে। কোনরূপ কষ্ট দেয় না;

৪। নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও অসহায় মুসাফিরদের জন্য যথাসাধ্য খরচ করে;

৫। খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে, অপব্যয়-অপচয় বা বেহুদা খরচ করে না;

৬। কৃপণতা করে না, আবার সবকিছু বিলিয়েও দেয় না, অপারগ হলে বিনয়সূচক কথা বলে;

৭। দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করে না;

৮। অকারণে কোন প্রাণী হত্যা করে না;

৯। লজ্জাস্থানের যথার্থ হেফাজত করে, বৈধ ব্যবস্থা ভিন্ন যিনা-ব্যভিচারের নিকটেও যায় না;

১০। নামায কায়েম করে, নামাযকে যথারীতি হেফাজত করে এবং খুশু খুজুর সাথে নামায আদায় করে;

১১। যাকাত যথারীতি আদায় করে;

১২. বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে;

১৩. যমীনে অহংকারী ও দাম্ভিকভাবে চলাফেরা না করে বিনয়-নম্রতার সাথে

www.pathagar.com

চলাফেরা করে;

১৪. সৎ কাজের আদেশ দেয়;

১৫. অসৎ ও খারাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না, ইয়াতীমের মালের হেফাযত করে;

১৬. ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি, আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে;

১৭. মাপে ও ওজনে বেশ-কম করে না;

১৮. রবের দরবারে সেজদায় রাত কাটিয়ে দেয় ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ চায়;

১৯. যে কোন বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে;

২০. সদাসর্বদা নেক আমল, তাওবা ও ইস্তেগফার করে।

এসব কাজ সম্পাদনকারী মুহসেন-সদাচরণকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন -

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

গ. এমনিভাবে যে ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় ভাল অথবা মন্দ, সুখ বা দুঃখ, কল্যাণকর বা অকল্যাণকর সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর ও ভরসা রাখতে পারে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

ঘ. অনুরূপভাবে যারা যে কোন বিপদ মুসিবতে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংগ্রামে সবর এখতিয়ার করে ধৈর্যশীল থাকে, সেই সব ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ -

আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে মু'মিনকে অবশ্যি উপযুক্ত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে।

চতুর্থতঃ তাকে হতে হবে মুকসেতীন-ইনসাফ কায়েমকারী কেননা আল্লাহ ইনসাফ কায়েমকারীদেরকে ভালবাসেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ - । নিজে যেমন আদল-ইনসাফ করবে, তেমনি সমাজে ইনসাফ কায়েমের ব্যবস্থা করবে, আর সে জন্য সমাজে দ্বীন কায়েম করা জরুরী। দ্বীন কায়েম অর্থ আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা। সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েম হওয়া ব্যতীত সমাজে আদল ও ইনসাফ কায়েম হতে পারে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েমের জন্য আরো প্রয়োজন সৎ লোকের শাসন ও সমাজে আল্লাহর আইন ও বিধানের বাস্তবায়ন। দ্বীনের বাস্তবায়ন একা একা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও বাতিলের সাথে সংঘর্ষ। কারণ সমাজে হক প্রতিষ্ঠিত না থাকলে বাতিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এজন্যই যুগে যুগে নবী রাসূলগণ ইসলামী সমাজ কায়েম করতে গেলে বাতেলের সাথে মোকাবিলা ও সংঘর্ষ হয়েছে। কাজেই সমাজে ইনসাফ কায়েম করতে গেলে হকের পক্ষের লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে ইনসাফ কায়েমের জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে।

পঞ্চমতঃ আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই করতে হবে।

انَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে এমন সারিবদ্ধভাবে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা তাওবা ঃ ৪)

দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ কায়েম তথা আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাতিলের মোকাবিলায় হকের পক্ষের লোকদের আল্লাহর পথে এ লড়াইয়ে শামিল হওয়া প্রয়োজন। মোটকথা, হক পন্থীদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে শামিল হতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই তথা জান-মাল দিয়ে জেহাদ করে যেতে হবে।

আর এভাবেই আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে পূর্ণাঙ্গভাবে নবীর অনুসরণ করা কোরআনের দাবী।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

"বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার (রাসূল) অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

নবী করীম (সাঃ) যেমন দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, তেমনি দাওয়াত কবুলকারীদেরকে সংঘবদ্ধ ও তৈরি করেছেন, তাদেরকে করেছেন পাক ও পবিত্র, চরিত্রবান। তাদেরকে নিয়ে নামায-রোযা করেছেন, যাকাত আদায় ও হজ্ব করেছেন, তেমনি তাদেরকে নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, গ্রুপে

www.pathagar.com

গ্রুপে দাওয়াতী ও জিহাদী বাহিনী পাঠিয়েছেন দিকে দিকে, রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজ-কর্ম পরিচালনা করেছেন, বিচার-ফায়সালা করেছেন ও শরীয়তের বিধি-বিধান চালু করেছেন। রাসূলের যিন্দিগীর যাবতীয় কার্যক্রম মিলেই দ্বীন-ইসলাম। আর রাসূলের গোটা যিন্দেগীর কার্যক্রম ও আল-কুরআনকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ এজন্য প্রেরণ করেছেন, যেন তাকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা আস সফ ঃ ৯)

তাই দ্বীনকে বিজয়ী করাই নবীর প্রকৃত অনুসরণ। এর জন্য জেহাদ করে যেতে হবে। শুধু নামায-রোযা করে যাওয়া নবীর প্রকৃত অনুসরণ নয়। এখানে সূরা মায়েদার সে আয়াতটিও স্মরণযোগ্য, যেখানে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوْا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ

"হে আহলে কেতাব তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও (তোমাদের কোন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়) যতক্ষণ তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং এই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযেল হচ্ছে তা বাস্তবায়িত না কর।" (সূরা মায়েদা-৬৮)

বর্তমানে তো মুসলমানরাই আহলে কেতাব, কুরআনের ধারক ও বাহক। তাই মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ যেন বলছেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও, তোমাদের কোন কিছুই (নামায-রোযাসহ নেক কাজ) গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তোমরা কুরআনকে সমাজের বুকে বাস্তবায়িত কর। সমাজে ইনসাফ কায়েমসহ শরীয়তের বাস্তবায়ন না হলে দ্বীনের বাস্তবায়ন হয় না।

সূরা মায়েদার ৫৪ নম্বর আয়াতে দ্বীন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা দ্বীনের ধারক বাহক তারা যদি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা শিগগীরই এমন আরেকটি দল সেক্ষেত্রে নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালবাসে। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ -

উপর্যুক্ত আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই যে, যারা দ্বীনী কাজের বাহক হিসাবে পরিচিত তারা যদি আংশিক বা পূর্ণভাবে দ্বীন থেকে সরে দাড়ায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের বদলে আরেকদল মানুষকে দ্বীনের পথে এগিয়ে নিয়ে আসেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। ওলামায়ে কেরামসহ যারা আমাদের সমাজে এতকাল যাবৎ দ্বীনের বাহক হিসাবে গণ্য ছিলেন, তারা যদি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে বাদ দিয়ে আংশিক ইসলাম তথা নামায-রোযা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ আরেকটি দলকে নিয়ে আসার ধমক দিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন। বিষয়টি সমাজের লোকদের চিন্তা করে দেখতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাহলে এমন একটি দলের আবির্ভাব প্রয়োজন যারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৎপর হবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা বিষয়টিই পারস্পরিক। আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন।

সর্বোপরি আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার সকল প্রকার আত্মীয়তা ও সহায়-সম্পদের মোকাবিলায় আল্লাহর ভালবাসা হতে হবে সর্বাধিক। অন্যথায় আল্লাহ মানুষকে ফাসেকদের মধ্যে শামিল করে দেয়ার ধমক দিয়েছেন। (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

এখানে মু'মিনদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর, স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ীঘর যদি মানুষের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও জেহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র হয় তবে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, আর শেষে বলা হয়েছে আল্লাহ ফাসেকদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন না। অর্থাৎ যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও জেহাদকে অধিক ভালবাসতে এবং অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন না, তারা ফাসেকদের দলভুক্ত। আর যারা দুনিয়ার এ আট প্রকার প্রিয় বিষয়ের মোকাবিলায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও জেহাদকে অধিক

www.pathagar.com

ভালবাসেন ও অগ্রাধিকার দেন বা দিতে পারেন, তারাই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

তাহ্লে সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহ্র ভালবাসা পাবেন তারা ঃ

১। যারা আল্লাহ্র প্রতি যথারীতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় করে চলে ও সদাসর্বদা তাকে স্মরণ রাখে এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় পোষণ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করে;

২। যারা সাধারণভাবে ইবাদতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করে এবং সদাসর্বদা গোটা পরিবেশকে পবিত্র ও পরিছন্ন রাখে;

৩। যারা মুত্তাকী, মুহ্সেন (সদাচারী), তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্ ও ছবরকারী গুণাবলী অর্জন করে;

৪। যারা ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে মুকসেতীন বা আদল-ইনসাফকারী হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে;

৫। যারা সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র পথে লড়াই করে ও জেহাদে শরীক হয়;

৬। যারা নবীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার জন্য দ্বীন কায়েমে সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালায়, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েমে তৎপর হয়.;

৭। যারা দুনিয়ার সকল কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও জেহাদকে অগ্রাধিকার দান করে।

আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার জন্য উপর্যুক্ত সাত দফা কর্মসূচী পালন করতে হবে। নামায-রোযাসহ সকল প্রকার সৎকাজ ও সদাচরণ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেবলমাত্র নামায-রোযা আদায় করে, বাতিল শক্তির আইন ও বিধানের শাসনে শাসিত থেকে, আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের কোন সনদপত্র আল্লাহ্র কোরআন দেয় না। তাই আল্লাহ্র ভালাবাসা পেতে হলে কোরআন ভিত্তিক সমাজ গঠনে তৎপর হয়ে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কুরআনে পাকে আল্লাহ্ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন কাদেরকে তিনি ভালবাসেন। কুরআনে অবশ্য অনেকের মর্যাদার কথা, যেমন আলেমের মর্যাদা, মুজাহিদের মর্যাদা, শহীদের মর্যাদা, নামাযের গুরুত্ব, দান-খয়রাতের গুরুত্ব, হজ্জের গুরুত্ব, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা

www.pathagar.com

কাদেরকে ভালবাসেন সে ব্যাপারে উপরে বর্ণিত ৭ ধরনের লোকের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গ, ও জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি, উচ্চ শিক্ষিত, ডক্টরেটধারী, নামাযী, দানশীল ব্যক্তি, আবেদ, মুফাচ্ছের, সুবক্তা ওয়ায়েজ, মুহাদ্দেছ, ফকীহ, আল্লামা, নেতা-রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-মিনিষ্টার, ফকীর-দরবেশ এদের কাউকে ভালবাসেন, এমন কথা কুরআনে বলেননি, তাই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যে কোন সাধারণ মানুষও যদি উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর ভালবাসা পেতে পারে। তেমনি যে সব ব্যক্তিবর্গের কথা উপরে উল্লেখ করা হলো, তারাও যদি এসব গুণাবলী অর্জন করে, তাহলে তারাও আল্লাহর ভালবাসা পেতে পারে। তবে আল্লাহর ভালবাসা চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কষ্ট-সাধনা করে অর্জন করতে হবে। জিনিস যত মূল্যবান হয়, তা অর্জন করতে তত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাই আল্লাহর ভালবাসার মত মহামূল্যবান জিনিস পেতে হলে সেরূপ কষ্ট-সাধনা করতে হবে। আর এ সাধনা করতে পারে সে ব্যক্তি যে আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতার অনুভূতি পোষণ করে নিজের নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى.

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে।" (সূরা নাযিয়াত ঃ ৪০)

উপরে আল্লাহর ভালবাসা লাভের জন্য যে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়। তাহলো-

প্রথমতঃ ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাঁকে স্মরণে রেখে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় পোষণ করে জীবনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগী তথা নামায-রোযা যথারীতি পালন করে যেতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি যথারীতি ভয় পোষণ করে তাকওয়া অবলম্বন করে মুত্তাকী হতে হবে, সদাচরণের মাধ্যমে মুহসেন হতে হবে। সাথে সাথে তাকে তাওয়াক্কুল আল্লাল্লাহ, আল্লাহর উপর ভরসা ও বিপদ মুসিবতে ছবরকারী, এ চারটি গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর দুনিয়ায় ইনসাফ কায়েম ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিকে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হতে হবে। প্রয়োজনে আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে এভাবে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করে হক তথা দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে শামিল হতে হবে।

আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির এটাই কুরআনে উল্লিখিত পথ। কেউ যদি শুধু ঈমান আনা, পবিত্রতা অর্জন ও নামায-রোযায় অভ্যস্ত হয়ে আল্লাহর ভালাবাসা পেতে চান, কোরআন তা অনুমোদন করে না বরং তাকে যেমন উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করতে হবে, তেমনি তাকে দ্বীন কায়েমের জিহাদে শামিল হতে হবে।

আবার কেউ দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শামিল হলো ঠিকই কিন্তু ঈমান ও চরিত্রে মযবুতি আনতে পারলো না, উপরে উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করতে পারল না, সেও আল্লাহর ভালবাসা লাভে সক্ষম হবে, কোরআন একথা বলে না। তাই আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যুগপৎভাবে একই সাথে সাতটি গুণ অর্জন করতে হবে। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ গোজামিল দেয়ার মোটেও কোন সুযোগ নেই। তাই প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিকে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে জীবন যাপন করতে হবে।

উপসংহারে আমরা বলতে চাই সম্পদের আধিক্য লাভ বা ধনী হওয়া আল্লাহর বিরাগভাজনের কারণ নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওসমান গনি, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের মত ধনী ব্যক্তিও ছিলেন। আল্লাহর বিরাগভাজনের কারণ হলো সম্পদের আধিক্যে কারুনের ন্যায় উল্লসিত হওয়া, কৃপণতা করা ও দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি, খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করা। তেমনি ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভও আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়ার কারণ নয়, ক্ষমতা তো অনেক নবীও পেয়েছিলেন। যেমন হযরত ইউছুফ (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ)। আল্লাহর বিরাগভাজনের কারণ হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে গর্ব, অহংকার, যুলুম ও সীমালংঘন করা।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার কারণ এ নয় যে, সে শুধু বিনয়ী নামাযী ও এবাদত গুযার হবে। আল্লাহতো তাদেরকেই ভালবাসেন যারা এসব সৎ গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহর এ দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ কায়েমে তৎপর হয়ে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করে, হককে বিজয়ী করে এবং এ ব্যাপারে জামায়াতবদ্ধ হয়ে একামতে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

আল কুরআনে মু'মিনদের এমন তিনটি গুণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, এসব গুণের অধিকারীদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।

www.pathagar.com

اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

"আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা ঃ বাকারা-১৯৪)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসেনদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা মায়েদা - ১৩)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাকারা-১৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী(খোদাভীরু) মুহসিন (সৎকর্মশীল) ও ছবরকারীদের (ধৈর্যশীল) সাথে রয়েছেন।

তাই যারাই আল্লাহর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান পোষণ করে, আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে, যথারীতি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে, আল্লাহর প্রতি যথার্থ ভয় পোষণ করে তারাই প্রকৃত খোদাভীরু(মুত্তাকী) হতে পারে। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে যথার্থ সৎ কর্মসম্পাদন, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মুহসিন(সৎকর্মশীল) হতে পারে, আর আল্লাহর খেলাফত কায়েমের লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে ন্যায় ইনসাফ কায়েমের জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে বাতিলের মোকাবিলায় ধৈর্যশীলের প্রমাণ পেশ করতে পারে, তারা আল্লাহকে সাথে পেতে পারেন। এভাবে আল্লাহকে সাথে নিতে ও সাথে রাখতে পারলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জীবনের সাফল্য লাভ হতে পারে অনেক সুগম ও সহজ। মোটকথা, মুত্তাকী, মুহসিন ধৈর্যশীলগণই অর্জন করতে পারে আল্লাহর প্রকৃত ভালবাসা। এরাই নবীর প্রকৃত অনুসারী।

❖❖❖

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহী

মানব জীবনে হেদায়াত ও গোমরাহী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও একটি মৌলিক বিষয়। আল্লাহ চান মানুষ আল্লাহ প্রেরিত কিতাব ও রাসূলের শিক্ষানুযায়ী হেদায়াত লাভ করে সে পথে চলুক, সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথ থেকে বেঁচে থাকুক। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে এ উদ্দেশ্যেই নবী-রাসূলদের নিকট কিতাব ও ছহীফাসমূহ প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আঃ) কে দুনিয়ায় পাঠানোর সময়ই আল্লাহ তায়ালা একথা বলে দিয়েছিলেন।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন হেদায়াত আসবে, তখন যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে, তার জন্য কোন ভয় ও দুঃশ্চিন্তা নেই।" (সূরা বাকারা-৩৮)

বিশ্ব-জগতের মহান স্রষ্টা, ত্রাণকর্তা ও চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি যে ঐশীগ্রন্থ আল কোরআন প্রেরণ করেছেন, তাকেও মহান আল্লাহ হেদায়াতের গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।

হেদায়াতের প্রধান উৎস আল-কুরআন

আল কুরআনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, এ কিতাব হলো মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট হেদায়াতনামা।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

"এই হলো সেই রমজান মাস যাতে আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানব জাতির জন্য হেদায়াত, এক সুস্পষ্ট হেদায়াত এবং (হক ও বাতেলের) পার্থক্যকারী।" (সূরা বাকারা-১৮৫)

কোরআন মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট হেদায়াত, তবে তা কেবলমাত্র মুত্তাকী- যারা আল্লাহকে না দেখে, অদৃশ্য অবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"এই সেই কিতাব, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত, যারা অদৃশ্য অবস্থায় আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, নামায কায়েম করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে খরচ করে, আর যারা তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও ঈমান পোষণ করে, আর আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।" (সূরা বাকারা-২-৪)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"এ হলো মানুষের জন্য বর্ণনা ও মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।" (সূরা আলে এমরান-১৩৮)

يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"এ (কোরআনের) দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি ও শান্তির পথ অনুসরণ করে এবং তাদেরকে তাঁরই অনুমতিতে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সোজা পথে হেদায়াত দান করেন।" (সূরা মায়েদা-১৬)

www.pathagar.com

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"এ হলো তোমার রবের পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবং ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত।" (সূরা আরাফ-২০৩)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে মানব জাতি, তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক উপদেশ বাণী এসে গেছে, এ হলো তোমাদের বক্ষে যা রয়েছে তার আরোগ্যদাতা এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস-৫৭)

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"আর আপনার প্রতি কিতাবের যা নাযেল করা হয়েছে তা এজন্য যে যারা এ ব্যাপারে মত পার্থক্য করে তাদের নিকট তা বর্ণনা করবেন, আর এ হলো ঈমামদার সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমত।" (সূরা নহল-৬৪)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا.

"নিশ্চয়ই এ কোরআন এমন পথের সন্ধান দেয় যা সর্বাধিক সোজা, আর ঐ সব মু'মিন যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য বিরাট প্রতিদানের সু-সংবাদ প্রদান করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৯)

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى.

"অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন হেদায়াত অবতীর্ণ হবে, তখন যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং বিপদে পতিত হবে না।" (সূরা তাহা-১২৩)

www.pathagar.com

গোমরাহ মানুষের ব্যাপারে আফসোস করে আল্লাহ-তায়ালা সূরা তাকভীরে বলেন ঃ

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ. لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ. وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ? নিশ্চয়ই এ কোরআন হলো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশমালা, যা যে চায় তাকে সোজাপথ দেখায় আর তোমরা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইচ্ছা করতে পার না।" (সূরা তাকভীর -২৬-২৯)

هٰذَا هُدًى ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ -

"এ (কুরআন) হলো হেদায়াত, আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে ক্লেশপূর্ণ কষ্টদায়ক শাস্তি।" (সূরা : জাসিয়া-১১)

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ.

"এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, আল্লাহ যাকে চান এ দ্বারা হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত দান করতে পারে না।" (সূরা যুমার-২৩)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ. هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"এ হলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত, মোহসিনদের জন্য হেদায়াত ও

www.pathagar.com

রহমত, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এরাই তাদের রবের হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।" (সূরা লোকমান-২-৫)

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

"হে মানবমণ্ডলী, অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দলীল প্রমাণ এসে গেছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো প্রেরণ করেছি। অতএব যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে। তারা তাঁর পক্ষ থেকে রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তাঁরই দিকে তারা সরল সোজা পথে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে।" (সূরা নিসা-১৭৪, ১৭৫)

উপরে উল্লিখিত কোরআনের আয়াতসমূহে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে আল্লাহর নিকট থেকে নাযিলকৃত ঐশীগ্রন্থ আল কোরআন মানব জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট হেদায়াতনামা। এ হেদায়াতনামা যারাই অনুসরণ করে চলবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত, আর যারা একে অস্বীকার করবে তারা হবে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ্। কোরআনের পথে যে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে তাও এ সব আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। ঐ সব হেদায়াত প্রাপ্ত হবে যারা ঃ

(১) অদৃশ্য অবস্থায় আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে;

(২) নামায কায়েম করে;

(৩) আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে খরচ করে;

(৪) আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণ করে;

(৫) আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী

(৬) শান্তির পথ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে;

(৭) সৎকাজ করে;

(৮) আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে (সবাই মিলে)।

এসব গুণের যারা অধিকারী তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। তাদের প্রতি ঃ

(১) কোন ভয় ও দুশ্চিন্তা নেই;

www.pathagar.com

(২) অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা হয়;
(৩) সরল সোজা পথের সন্ধান দেয়া হয়;
(৪) হেদায়াত ও রহমত দান করা হয়;
(৫) আরোগ্যদাতা হিসাবে প্রদান করা হয়;
(৬) বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ;
(৭) রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করে;
(৮) এরাই সফলকাম।

এভাবে জানা গেল হেদায়াতপ্রাপ্তরাই কামিয়াব। আর যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, তারা হয় বিভ্রান্ত, গোমরাহ, ক্লেশপূর্ণ কষ্টদায়ক শাস্তির অধিকারী।

হেদায়েতের দ্বিতীয় উৎস রূহ

মানুষের হেদায়াতের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এ হলো ঐশী সত্তা। আল কুরআন যেমন ঐশীগ্রন্থ হিসাবে মানুষকে হেদায়াতের আলো প্রদান করে, রূহ তেমনি ঐশী সত্তা হিসাবে মানুষের ভেতর থেকে বিবেক শক্তিরূপে কাজ করে, মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ পার্থক্যবোধ তথা বিচার বিবেচনা হিসাবে কাজ করে। মানুষ ও পশুর মধ্যে এখানেই তো পার্থক্য। মানুষের রয়েছে বুদ্ধি-বিবেচনা, আর পশুর তা নেই, পশু বিবেক নিয়ে কাজ করতে জানে না। তাই মানুষের বিবেক শক্তি তাকে পরিচালিত করে, তাকে হেদায়াত দান করে। মানুষের মধ্যে যারা বিবেক ও বিবেচনা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না, তারাই বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথে চালিত হয়। বিবেক ও বিবেচনা শক্তি মানুষের মধ্যে সদগুণাবলী অর্জনে, সৎকাজ করণে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করে। আর যে বিবেক ও বিবেচনা শক্তিকে কাজে লাগায় না বা তার কোন পরোয়া করে না, তার মধ্যে অসৎ গুণাবলী ও মন্দ কাজের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা সৃষ্টি হয় বরং তা লাগামহীভাবে চলতে থাকে। ফলে সে গোমরাহীর চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, কেননা সে বিবেকের ফায়সালা মোতাবেক কাজ করে না, সে চলে তার প্রবৃত্তির ফায়সালা মোতাবেক। এ পর্যায়ে কোরআন বলছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ
ط وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ

www.pathagar.com

اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

“অতঃপর যদি তারা আপনার শিক্ষানুযায়ী না চলে, তবে জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হেদায়াতকে বাদ দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না।” (সূরা কাসাস-৫০)

হেদায়াতের তৃতীয় উৎস রেসালাতের শিক্ষা

দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও গোমরাহ মানুষকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী রাসূলদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিতাবের শিক্ষানুযায়ী তারা মানুষকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেছেন। তারা হলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। যারা সৎভাবে জীবন যাপন করবে, আল্লাহর নাফরমানীর পরিবর্তে আল্লাহর ফর্মাবর্দার বান্দা হিসাবে সৎকাজ করে যাবে, তাদের জন্য রয়েছে ইহকালীন শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি ও পুরস্কার তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ। আর যারা আল্লাহর নাফরমানিতে জীবন পরিচালিত করবে, অসৎ কাজ, যুলুম নির্যাতন চালিয়ে দুনিয়ার জীবনকে করে তুলবে অশান্ত, তারা আখেরাতে ভোগ করবে কঠিন শাস্তি ও আযাব। নবী ও রাসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে অবিরাম এসব বিষয়ে সতর্ক করতে থাকেন।

রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) কে লক্ষ্য করে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

“নিশ্চয়ই আপনি একজন সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন হেদায়াতকারী রয়েছে।” (সূরা রায়াদ-৭)

وَمَآ نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ.

“আর আমি রাসূলদেরকে কেবলমাত্র সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করে থাকি।” (সূরা কাহাফ-৫৬)

اِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

“নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।”
(সূরা যারিয়াত-৫০)

উপরের আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল রাসূল (সাঃ) তার উম্মতের জন্য

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট হেদায়াতকারী। সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ককরণই তার প্রধান কাজ। এতে যারা হেদায়াত লাভ করে তাদের জন্য সুসংবাদ, আর যারা হেদায়াত গ্রহণ করে না তাদের জন্য আযাবের ঘোষণা তথা সতর্ককরণ, কেননা তারা গোমরাহীতে নিমজ্জিত। এভাবেই কিছু লোক হয় হেদায়াতপ্রাপ্ত, আর কিছু লোক হয় গোমরাহীতে লিপ্ত।

হেদায়াত প্রাপ্তদের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

হেদায়াতপ্রাপ্ত কারা, তাদের ধরন ও বৈশিষ্ট্য কি, আল কোরআনের শুরুতেই সূরা বাকারায় তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. اُوْلٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"(কোরআন) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করছি তা থেকে খরচ করে। আর যারা তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, আর আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী। এরাই রয়েছে তাদের রবের হেদায়াতের উপর আর এরাই সফলকাম।" (সূরা বাকারা-২-৬)

এ ছাড়া কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

www.pathagar.com

"অবশ্যি আমরা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফসল হানির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের জন্য সুসংবাদ। যারা তাদের উপর যখন বিপদ-মুছিবত নেমে আসে বলে উঠে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তারই কাছে আমরা ফিরে যাব। এদের প্রতিই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ করুণা, রহমত ও বরকত, আর এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত।"

(সূরা বাকারা-১৫৫-১৫৭)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ
الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى
قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ
وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط كُلٌّ
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ. وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ
وَاِخْوَانِهِمْ ج وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ. ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ
ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ج فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا
هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ. اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
اَجْرًا ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ.

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের যুল্মের সাথে মিশিয়ে

www.pathagar.com

ফেলেনি, তাদের জন্যেই নিরাপত্তা এবং এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এ হলো আমার প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের মোকাবেলায় প্রদান করেছিলাম, আমরা যাকে চাই তাকে সর্বদা সমুন্নত করি, নিশ্চয়ই আপনার রব মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করেছিলাম, আমরা প্রত্যেককে হেদায়াত প্রদান করেছিলাম, ইতঃপূর্বে আমরা নূহকে হেদায়াত প্রদান করেছিলাম এবং তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুছা ও হারুনকে, এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে (মোহছেনদের) প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈছা ও ইলিয়াছ, প্রত্যেকই ছিল নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর ইসমাঈল, ইছা'য়া, ইউনুছ ও লুত প্রত্যেককেই আমরা বিশ্বাবাসীর মধ্যে মর্যাদা দান করেছি। আর তাদের পিতৃবর্গ, সন্তানাদি ও ভাইদের মধ্যে কতককে আমি বাছাই করে গ্রহণ করেছি এবং আমি তাদেরকে সরল-সোজা পথে হেদায়াত দান করেছি, এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, এ দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, তারা যদি শিরক করে, তারা যা করে তা নষ্ট করে ফেলে। এদেরকেই আমরা প্রদান করেছি কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত। যদি এরা নবুয়ত অস্বীকার করে তবে আমি এমন অনেককে নির্ধারণ করেছি যারা তার অস্বীকারকারী নয়। এদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, অতএব তাদের হেদায়াতের পথ আপনিও অনুসরণ করুন। (সূরা আনয়াম-৮২-৯০)

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰۤئِكَ هُمْ اُولُوْا الْاَلْبَابِ.

"যারা মনোযোগ দিয়ে (কোরআনের) কথা শুনে অতঃপর তার উত্তম বিষয় সমূহ অনুসরণ করে, এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন এবং এরাই জ্ঞানের অধিকারী।" (সূরা যুমার-১৮)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ق تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ.

"আল্লাহ উৎকৃষ্ট বাণীসমূহ নাযেল করেছেন, এটি এমন এক কিতাব যাতে

www.pathagar.com

রয়েছে সামঞ্জস্যশীলতা এবং যা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের চামড়ার লোম দাঁড়িয়ে থাকে, অতঃপর তাদের চামড়া ও তাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরের প্রতি (স্মরণে) নরম হয়ে যায়। এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, যাকে চান আল্লাহ এদিকে হেদায়াত দান করেন, আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হেদায়াত নেই।" (সূরা যুমার-২৩)

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰهُمْ.

"যারা হেদায়াত লাভ করে, তাদের হেদায়াত আরো বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাদেরকে তাকওয়া দান করা হয়।" (সূরা মুহাম্মদ-১৭)

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আচ্ছা যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে উপুড় হয়ে পথ চলেছে সে কি বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত অথবা যে সরল-সোজা পথে সোজা হয়ে চলছে সে।" (সূরা মূলক-২২)

উপরের আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত তারা এমন সবগুণের অধিকারী যার বর্ণনা এসেছে ঐ সব আয়াতে। সে সব গুণাবলী হলো ঃ

(১) তারা অদৃশ্যে (আল্লাহ, ফেরেশ্তা, ওহী, আখেরাত) বিশ্বাসী;

(২) তারা নামায কায়েম করে;

(৩) তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খরচ করে;

(৪) তারা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে;

(৫) তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী;

(৬) ভয়, ক্ষুধা ও সম্পদ, প্রাণ ও ফসলহানির পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে;

(৭) তারা বিপদ আপদে বলে আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব;

(৮) তারা ঈমান এনে ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করে না।

(৯) নবী-রাসূলদের পথে চলে;

(১০) তারা কোরআনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং তার উত্তম বিধানসমূহ অনুসরণ করে চলে;

(১১) তারা তাদের রবকে ভয় করে, এমনকি তাদের চামড়ার লোম দাঁড়িয়ে থাকে;

(১২) তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে নরম হয়ে যায়;

www.pathagar.com

(১৩) তারা তাদের হেদায়াত লাভের ফলে হেদায়াত আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাকওয়া সৃষ্টি হয়;

(১৪) তারা সরল-সোজা পথে সোজা হয়ে চলে।

এসব গুণাবলীর কারণে তারা হেদায়াত লাভ করে এবং হেদায়াতের পথে চলে, গোমরাহী তাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না।

গোমরাহীর ধরন ও প্রকৃতি

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে গোমরাহীর ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে হেদায়াতের বিপরীতই হলো গোমরাহী। হেদায়াতের ভিত্তি হলো অদৃশ্যে বিশ্বাস তথা স্রষ্টা, বিধানদাতা ও মালিক-মনিব হিসাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার বিধানের অনুসরণ করা, আর গোমরাহীর ভিত্তি হলো আল্লাহকে বিধানদাতা হিসাবে অস্বীকার করা ও তার বিধান না মানা। যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, গোমরাহীর পথে চলে, তাদের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ
كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ
لَّا يَعْلَمُوْنَ. وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا
خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا
رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ.

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঈমান আন, যেভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে, তারা বলে, আমরা কি নির্বোধের মত ঈমান আনব? জেনে রাখ, এরাই নির্বোধ আর তারা তা জানে না। যখন তারা ঐসব লোকের সাথে মিলিত হয় যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে, আমরা তো ঈমান এনেছি আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে সাক্ষাত করে, তারা বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো কেবলমাত্র তামাশা করে থাকি। আল্লাহও তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদের সীমালংঘনে তাদেরকে ছেড়ে দেন

www.pathagar.com

যাতে তারা ঘুরে বেড়ায়। এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা তথা গোমরাহীকে কিনে নিয়েছে। অতএব তারা তাদের ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও হয়নি।" (সূরা বাকারা-১৩-১৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ـ

"নিশ্চয়ই যারা তাদের ঈমান আনার পর কুফুরী করেছে অতঃপর তাদের কুফুরী বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের তওবা কবুল করা হবে না, এরাই তারা যারা পথভ্রষ্ট গোমরাহ।" (সূরা আলে ইমরান-৯০)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ م بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا.

"যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে, তার নিকট হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মোমেনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করে, তাকে যা থেকে সে ফিরে থাকতে চায় তা থেকে ফিরিয়ে নেই এবং জাহান্নামে পৌছে দেই, সে স্থান খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা নিসা-১১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلاً م بَعِيْدًا.اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا.

"নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছে, তারা অনেক দূরের (চরম) গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে অথবা যুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথে হেদায়াত দান করবেন না।" (সূরা নিসা-১৬৭-১৬৮)

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ط اِنَّهُمُ اتَّخَذُوْا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

www.pathagar.com

"এক দলকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন আর অপর দলের প্রতি গোমারাহী যথার্থ হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে অথচ তারা ধারণা পোষণ করে যে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আ'রাফ-৩০)

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ. وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ صلے لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

"আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, সে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন যে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি এমন অনেক জ্বিন ও মানুষকে ছড়িয়ে রেখেছি যারা জাহান্নামী, তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তদ্বারা তারা বুঝে না, তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তদ্বারা তারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তদ্বারা তারা শুনে না। এরা হলো পশুর ন্যায় বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট, এরাই হলো গাফেল।" (সূরা আ'রাফ-১৭৮-১৭৯)

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ م بَعِيْدٍ.

"যারা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে এবং আল্লাহর পথ থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা সৃষ্টি করে, তারাই রয়েছে সুদূর বিভ্রান্তিতে।" (সূরা ইবরাহীম-৩)

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ ط ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ -

"যারা তাদের রবের প্রতি কুফুরী করে, তাদের আমলসমূহের উদাহরণ হলো

www.pathagar.com

ঐ ছাইয়ের ন্যায় যা কোন ঝড়ো দিনে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারা যা অর্জন করেছে তার কিছুমাত্র পেতে সক্ষম হবে না। এ হলো সুদূর পথভ্রষ্টতা।"

(সূরা ইবরাহীম-১৮)

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ.

"(হযরত ইবরাহীম) বললেন, আল্লাহর রহমত থেকে একমাত্র পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে নিরাশ হয়?" (সূরা হিজর-৫৬)

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَالَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

"যদিও আপনি তাদের হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কিন্তু আল্লাহ্ যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে হেদায়াত প্রদান করেন না, আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা নহল-৩৭)

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا.

"ইহকালে যে অন্ধ থাকবে, আখেরাতেও সে থাকবে অন্ধ, আর সে হবে অধিকতর পথভ্রষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৭২)

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ. وَلَوْرَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْافِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ. وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَااسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَرَّعُوْنَ.

"আর আপনি তো তাদেরকে সরল-সোজ পথের দিকে ডাকছেন কিন্তু যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা অবশ্যি পথ থেকে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি তাদের প্রতি রহমও করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই তারা তাদের বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াবে। আর আমরা তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করছিলাম কিন্তু তারা দুর্বল হয়নি বা বিনীত-নম্র হয়নি। (সূরা মুমিনুন-৭৩-৭৬)

www.pathagar.com

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَالَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ـ

"বরং যারা যুলুম করেছে তারা অজ্ঞতাবশতঃ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে, অতএব যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন তাকে কে হেদায়াত দান করবে? তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা রোম-২৯)

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط اُولٰـئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

"অতএব ধ্বংস আল্লাহর স্মরণে কঠিন হৃদয়ের অধিকারীদের; এরাই রয়েছে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে।" (সূরা যুমার-২২নং আয়াতের শেষাংশ)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّايَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ـ

"তার চেয়ে অধিক গোমরাহ্ কে যে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কাউকে ডাকে যারা কেয়ামত পর্যন্ত সাড়া প্রদান করবে না এবং তারা তাদের ডাকের ব্যাপারে অবহিতও নয় বরং গাফেল।" (সূরা-আহকাফ-৫)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে গোমরাহীর ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে যা জানা গেল, তা একত্রে পরিবেশন করা হলে দাঁড়ায় ঃ

(১) তাদেরকে যদি বলা হয় লোকদের মত তোমরা ঈমান আন তারা বলে আমরা কি নির্বোধের মত ঈমান আনবো?

(২) তারা ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হলে বলে আমরা তো ঈমান এনেছি, আর যখন শয়তানদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয় তারা বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি।

(৩) তারা বলে আমরা তো ঈমানদারদের সাথে তামাশা করে থাকি; আল্লাহও তাদের সাথে তামাশা করেন এবং বিদ্রোহে তাদেরকে ছেড়ে দেন যাতে তারা ঘুরে বেড়ায়;

(৪) এরা হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী কিনে নেয়;

www.pathagar.com

(৫) যারা একবার ঈমান আনার পর আবার কুফুরী করে এবং তাদের কুফুরী বৃদ্ধি পায়, তারাই গোমরাহীতে লিপ্ত, বিভ্রান্ত;

(৬) যে ব্যক্তি তার নিকট হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে ও মোমিনের পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করে,

(৭) যারা কুফুরী করেছে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে।

(৮) যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও ধারণা পোষণ করে যে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত;

(৯) যারা তাদের অন্তর দিয়ে কিছু বুঝে না, চোখ দিয়ে কিছু দেখে না এবং কান দিয়ে কিছু শুনে না তারা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট, এরাই গোমরাহ, ক্ষতিগ্রস্ত ও গাফেল;

(১০) যারা আখিরাতের মোকাবেলায় দুনিয়াকে ভালবাসে;

(১১) যারা আল্লাহর পথে বক্রতা সৃষ্টি করে;

(১২) কুফুরীর উদাহরণ হলো ছাইয়ের মত যা ঝড়ে দিনে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়।

(১৩) আল্লাহর রহমত থেকে কেবলমাত্র যারা পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ তারাই নিরাশ হয়।

(১৪) যে পথভ্রষ্ট হয় তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত প্রদান করেন না;

(১৫) যে পথভ্রষ্ট সে ইহকালেও অন্ধ, আখেরাতেও অন্ধ;

(১৬) যারা পথভ্রষ্ট তারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না;

(১৭) তারা সরল-সোজা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়;

(১৮) আল্লাহ যদি তাদের প্রতি রহমত দান করেন বা তাদের কষ্ট দূর করে দেন, তবু তারা বিভ্রান্তিতেই থেকে যায়;

(১৯) তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করলেও তারা আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করে না বা বিনয়ী-নম্র হয় না;

(২০) যারা যুলম করে তারা অজ্ঞতাবশতঃ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে।

(২১) এরা আল্লাহর স্মরণে বিমুখ, কঠিন হৃদয়ের অধিকারী।

www.pathagar.com

হেদায়াত বা গোমরাহী আসে কিভাবে?

হেদায়াত বা গোমরাহী ব্যক্তির ইচ্ছাধীন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হেদায়াত বা গোমরাহীর পথে নিয়ে যেতে পারে না। হেদায়াত বা গোমারাহী চূড়ান্তভাবে আল্লাহর হাতে।

মানুষকে হেদায়াত বা গোমারাহীর যে কোন পথ গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি ইচ্ছা করলে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে গোমরাহীর পথও এখতিয়ার করতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

"নিশ্চয়ই আমরা তাকে হেদায়াতের পথ দেখাই, এখন সে হেদায়াতের পথে চলে শুকর গুজার বান্দা হোক অথবা সে গোমরাহীর পথ এখতিয়ার করে কুফুরী করুক।" (সূরা দাহর -৩)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের, যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হল সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হেদায়াত লাভ করে থাকো।" (সূরা ঃ মায়েদা - ১০৫)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ.

"আপনি বলে দিন, হে মানব গোষ্ঠি! অবশ্যি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে, অতএব যে ব্যক্তি হেদায়াতপ্রাপ্ত হল, সে তার নিজের জন্যই হেদায়াত পেয়ে গেল, আর যে পথভ্রষ্ট হল তার পথভ্রষ্টতা তার উপরই বর্তাবে, আমি (নবী) তোমাদের অভিভাবক নই। (সূরা ইউনুছ - ১০৮)

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ

www.pathagar.com

وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ.

"আর আমি তো কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাই, অতঃপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে আসে, সে তার নিজের জন্যই হেদায়াত লাভ করে, আর যে পথভ্রষ্ট হয় তাকে বলে দিন, আমি তো কেবলমাত্র সতর্ককারী।" (সূরা নাহল - ৯২)

এসব আয়াত থেকে জানা গেল আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে কেতাব পাঠিয়ে নবীকে কিতাব শিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি এ শিক্ষানুযায়ী হেদায়াত লাভ করবে, সে নিজেকে হেদায়াতের অন্তর্ভুক্ত করে নিল, আর যে ব্যক্তি এ শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে গোমরাহীর পথকেই কবুল করে নিল, সে গোমরাহীতেই নিমজ্জিত হল। তাই হেদায়াত লাভ বা গোমরাহী এখতিয়ার করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন, মানুষকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছা ও এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। এজন্যেই মানুষের হেদায়াত বা গোমরাহীর পথ গ্রহণ ও সে অনুযায়ী নেক আমল বা বদ আমলের মাধ্যমে জীবন যাপনের জবাবদিহিতা ও বিচার করা হবে এবং অবস্থাভেদে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা হবে।

নবী রাসূলগণ যুগে যুগে মানুষকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য দাওয়াত দিয়ে গেছেন। দুনিয়ার মানুষকে দাওয়াত প্রদানের দায়িত্ব নিয়েই নবী রাসূলকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে মানুষের হেদায়াত প্রদানের গ্যারান্টি বা দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। এজন্যেই বলা হয়েছে وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلَغ "আমাদের দায়িত্ব পৌছে দেয়া ব্যতীত আর কিছু নয়।" নবী ইচ্ছা করলেই কাউকে হেদায়াত প্রদান করতে পারেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার পিতাকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য কতইনা চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পিতা হেদায়াতের পথে আসলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব সারা জীবন রাসূলের কাজে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, কিন্তু রাসূল প্রদর্শিত হেদায়াতের পথে আসেননি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূল চেষ্টা করেছেন অন্তত একবার যেন কালেমা পাঠ করেন, কিন্তু কালেমা পাঠ করেননি। এ প্রসংগেই আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে বলেন ঃ

اِنَّكَ لاَتَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

"আপনি যাকে ভালবাসেন ও হেদায়াত করতে চান তাকে হেদায়াত দান

www.pathagar.com

করতে পারবেন না বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত দান করেন, এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে জানেন।" (সূরা কাছাছ - ৫৬)

সে কারণেই ব্যক্তির দায়িত্ব দাওয়াত প্রদান করা, হেদায়াত দান তার দায়িত্ব নয়, হেদায়াত গ্রহণের দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের, আল্লাহর অনুগ্রহে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকেই হেদায়াত দান করেন যারা তার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে এবং কুরআন ও নবীর শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْهَدٰهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ، اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"আর আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ করেন না যতক্ষণ না তাদেরকে হেদায়াত দানের পর তাদেরকে যে সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে না দেন।" (সূরা তাওবা - ১১৫)

অর্থাৎ হেদায়াতের পথে কেউ চলতে না চাইলে তাকে আল্লাহ তায়ালা তার সাধারণ নিয়ম মত গোমরাহীর পথে চালান। ফলে হেদায়াত দান ও গোমরাহী প্রদান চূড়ান্তভাবে আল্লাহর হাতে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ -

"যারা তাদের ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফুরী করেছে, অতঃপর তাদের কুফুরী বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের তওবা কবুল করা হবে না, এরাই পথভ্রষ্ট।" (সূরা আলে ইমরান - ৯০)

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا.

"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাকে কি তোমরা হেদায়াত দান করতে চাও, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার জন্য (হেদায়াতের) কোন পথ খুঁজে পাবে না।" (সূরা নেছা - ৮৮)

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ.

www.pathagar.com

"আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার জন্য আপনি আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু পাবেন না।" (সূরা বনী ঈসলাইল-৯৭)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَمَنْ يَّهْدِى مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

"বরং যারা কোনরূপ জ্ঞান ছাড়া তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল, তারাই যুল্‌ম করেছে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে নিয়েছেন, তাকে কে হেদায়াত দান করবে? তার কোন সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা রূম-২৯)

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِى بِه مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ.

"এ হলো আল্লাহর হেদায়াত যাকে ইচ্ছা তিনি হেদায়াত দান করেন, আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন হেদায়াত নেই।" (সূরা যুমার-২৩)

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ وَّلِىٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ.

"আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য অতঃপর কোন বন্ধু বা অভিভাবক নাই।" (সূরা শুরা -৪৪)

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْ نَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ.

"আর তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া বন্ধু-বান্ধব বা অভিভাবক থাকবে না এবং যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করবেন তাদের কোন পথ থাকবে না।" (সূরা শুরা-৪৬)

দোযখে উনিশ জন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, কুরআনের এ কথাকে কেন্দ্র করে কাফের ও মুনাফিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি আসে। অথচ এতে করে মু'মিনদের মধ্যে আসে ঈমানের দৃঢ়তা। একথা উল্লেখ করে কুরআনের সূরা মোদ্দাসসেরের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ.

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন গোমরাহ, পথভ্রষ্ট।"

www.pathagar.com

সূরা বাকারায় কুরআনে মশা-মাছি ইত্যাদি নিকৃষ্ট বিষয়ের উদাহরণ পেশ করা প্রসংগে কাফেরদের উক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ছোট-বড় কোন কিছুর উদাহরণ পেশ করতে লজ্জা বোধ করেন না, আর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে তা তাদের রবের পক্ষ থেকে, আর যারা কাফের তারা বলে, আল্লাহ এসব উদাহরণ দিয়ে কি বুঝাতে চান? এদ্বারা আল্লাহ অনেককে গোমরাহ করেন আবার অনেককে দান করেন হেদায়াত। আর এ দ্বারা ফাসেক (নাফরমান) ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট (গোমরাহ) করেন না।" (সূরা বাকারা-২৬)

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল, কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় বা খোদ কুরআনই হেদায়াত ও গোমরাহ হওয়ার প্রধান উপকরণ। মু'মিনগণ নির্দ্বিধায় কুরআনের সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করে, অথচ মুনাফেক ও কাফেররা কুরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করে না বরং সন্দেহ পোষণ করে ও নানারূপ প্রশ্ন উপস্থাপন করে। ফলে আল্লাহ তায়ালা, যারা ঈমানের পথে চলে তাদেরকে হেদায়াত দান করেন, আর যারা এতে সন্দেহ পোষণ করে ও প্রশ্ন তোলে তাদেরকে করেন বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ ।

আল্লাহ জানেন কে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং কে গোমরাহ

কে হেদায়াত প্রাপ্ত আর কে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আল্লাহ তায়ালা তা যথার্থভাবেই জানেন। কোরআনের অনেক স্থানেই একথা উল্লেখ করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট, গোমরাহ লোকেরাও কিন্তু মনে করে তারা হেদায়াতের পথে রয়েছে। হেদায়াতের পথে থাকার অর্থ কোরআনের প্রতি ঈমান ও কোরআনের অনুসরণ, আর নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা হলো পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী ও বিভ্রান্তি। মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহী অনুযায়ী চলা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আপনার রব অধিক জানেন কে তার পথ থেকে পথভ্রষ্ট আর কে হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা নহল-১২৫ ও আনয়াম-১১৭)

আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে বলে দিতে বলেছেন ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى. الَّذِى خَلَقَ فَسَوّٰى. وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى.

"আপনার মহান রবের নামের প্রশংসা করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর যথাযথভাবে সংস্থাপন করেছেন এবং যিনি যথার্থভাবে ভাগ্য নির্ধারিত করেছেন অতঃপর হেদায়াত দান করেছেন।" (সূরা আ'লা ঃ ১-৩)

সৃষ্টি করা, সংস্থাপন করা, পরিকল্পিতভাবে সব কিছু নির্ধারণ করা ও হেদায়াত দান আল্লাহর কাজ। সৃষ্ট বস্তুর যেমন সৃষ্টি করা সাজে না, তেমনি হেদায়াতের পথও সে নিজে নিজে লাভ করতে পারে না, নিজে নিজে লাভ করতে পারে গোমরাহী। কেননা মনগড়া সীদ্ধান্ত বা প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীমত কাজ করা দ্বারা হেদায়াত লাভ হতে পারে না বরং এরই নাম গোমরাহী। তাই হেদায়াতপ্রাপ্তি নির্ভর করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের উপর। ব্যক্তির মন মানসিকতার ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের ফায়সালা গ্রহণ করেন। এ জন্য ব্যক্তিকে হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে দোয়া করতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা দু'পথেরই সন্ধান দিয়েছেন।

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ. فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا اَدْرٰكَ مَاالْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. اَوْاِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ. يَّتِيْمًا ذَا مَتْرَبَةٍ.

"আমরা তাকে দু'পথেরই হেদায়াত দান করেছি। অতঃপর সে কষ্টকর ঘাটি অতিক্রম করতে পারল না। আপনি জানেন, সে কষ্টকর ঘাটিটি কি? তাহলো দাস মুক্ত করা অথবা কষ্টের দিন আত্মীয়, ইয়াতীম বা ধুলি মলিন দরিদ্রকে

www.pathagar.com

খাবার খাওয়ানো। অতঃপর এরা ছিল তাদের মধ্যকার যারা ঈমান এনেছে, পরস্পরে ছবরের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরে সদয় ব্যবহার করেছে –এরাই ডানের অধিবাসী। আর যারা কুফুরী করেছে আমাদের আয়াত সমূহের, এরা হলো বামের অধিবাসী।" (সূরা বালাদ ঃ ১০-১৯)

বরং আল্লাহ তায়ালা চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى. وَاِنَّ لَنَا لَلاٰخِرَةَ وَلاُوْلٰى.

"নিশ্চয়ই হেদায়াতের দায়িত্ব আমাদের উপর আর পরকাল ও ইহকালও আমাদেরই জন্য।" (সূরা লাইল - ১২-১৩)

হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা

কোন মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মু'মিনের মনে হেদায়াতের জন্য কামনা সৃষ্টি হলে সে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য। অনুরূপ দোয়া শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সূরা ফাতেহায়। মু'মিন আল্লাহর নিকট বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ. وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

"(হে আমাদের রব) আমাদেরকে হেদায়াতের সরল সোজা পথে পরিচালিত করুন, যে পথে তাদেরকে নেয়ামত প্রদান করেছেন, সে পথে নয় যাদেরকে গজব প্রদান করেছেন এবং যারা হয়েছে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত।" (সূরা ফাতেহা ঃ ৫-৭)

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করে দেবেন না এবং আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।" (সূরা আলে ইমরান - ৮)

এভাবে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করা যেতে পারে। যাতে অন্তর হবে নির্মল ও পরিশুদ্ধ এবং হেদায়াত লাভ করে ব্যক্তির জীবন হতে পারে পবিত্র, ধন্য ও কামিয়াব।

www.pathagar.com

কারা হেদায়াত পাওয়ার অযোগ্য

হেদায়াত দানের চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু তিনি কাকে হেদায়াত দেবেন, আর কাকে দেবেন না তা অন্ধভাবে নির্ধারণ করেন না। বরং ব্যক্তির মন মানসিকতা ও আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থার প্রেক্ষিতে তা নির্ধারিত হয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে যারা হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি হেদায়াত প্রদান করেন আর যারা হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন না। সে প্রেক্ষিতে কারা হেদায়াত পাওয়ার অযোগ্য, সে সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ -

"নিশ্চয়ই আমরা যা সুস্পষ্টভাবে ও হেদায়াতরূপে নাযিল করেছি, তা মানুষের জন্য কিতাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার পর যারা তা গোপন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ও লা'নতকারীদের লা'নত (অভিসম্পাত) ।" (সূরা বাকারা-১৫৯)

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَ هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

"অতঃপর যদি তারা আপনার ব্যবস্থানুযায়ী কাজ না করে তবে জেনে রাখবেন যে, তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর নিকট থেকে হেদায়াত ব্যতীত যারা তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।"

(সূরা কাসাস - ৫০)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ، إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে হেদায়াত দানের পর যতক্ষণ না সুস্পষ্টভাবে কি

www.pathagar.com

থেকে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে, তা জানিয়ে দেন, ততক্ষণ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন না।" (সূরা তাওবা - ১১৫)

অর্থাৎ হেদায়াত দানের পর সুস্পষ্টভাবে কি থেকে তাদেরকে পরহেয করতে হবে তা জানিয়ে দেয়ার পর যদি কোন সম্প্রদায় তা অমান্য করে, তার কোন পরোয়া না করে, সে সম্প্রদায়কে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন না। তাছাড়া আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবকে যদি তারা অনুসরণ না করে, তারা যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাদের খেয়াল খুশীমত জীবন জিন্দেগী পরিচালনা করে তবে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করেন না, কেননা তারা হেদায়াতের অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কারা হেদায়াতের যোগ্য ও হকদার

কারা হেদায়াতের হকদার ও হেদায়াতের যোগ্য তা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আর যে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাকে অবশ্যি সরল সোজা পথে হেদায়াত প্রদান করা হবে।" (সূরা আলে ইমরাম - ১০১)

يَهْدِى بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথে হেদায়াত দান করেন, আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা মায়েদা - ১৬)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ج وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ط كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ. وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ط قَدْ فَصَّلْنَا

الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ.

"অতএব যাকে আল্লাহ হেদায়াত দিতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে বাধা বিপত্তিসহ সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে; এভাবেই আল্লাহ যারা ঈমান আনে না তাদের উপর অপবিত্রতা স্থাপন করেন। আর এ হলো তোমার রবের সরল সোজা পথ। অবশ্যি আমি উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি।" (সূরা আনয়াম ঃ ১২৫-১২৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের রব তাদেরকে তাদের ঈমানে হেদায়াত দান করেন। তাদের জন্য জান্নাতে নায়ীমে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।" (সূরা ইউনুছ - ৯)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا، مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا، وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আর এভাবেই আমরা আমাদের আদেশ থেকে আপনার প্রতি ফেরেশতা পাঠিয়েছি। আপনি জানতেন না কিতাব কি, ঈমান কি বরং আমরা আলো স্থাপন করেছি। যদ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমরা হেদায়াত দান করে থাকি। আর নিশ্চয়ই আপনি সরল-সোজা পথের হেদায়াত করে থাকেন।"
(সূরা শূরা - ৫২)

আল্লাহ তায়ালা সূরা তাগাবুনে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার অন্তকরণে হেদায়াত দান করেন।" (সূরা তাগাবুন - ১১)

সূরা আনকাবুতের শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"যারা আমাতে চেষ্টা–সাধনা চালায়, তাদেরকে অবশ্যি আমরা হেদায়াতের পথের সন্ধান দেব আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মোহসিনদের সাথে রয়েছেন।"

(সূরা আনকাবুত-৬৯)

উপরের আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল হেদায়াত পাওয়ার যোগ্যতার্জনের জন্য যে সব শর্তাবলী পালন করতে হবে, তাহলো ঃ

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতে হবে;

২. সংঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বিধানকে ধারণ করতে হবে;

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে;

৪. বান্দার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে;

৫. সৎকাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে;

৬. অহীর জ্ঞানের আলোর সন্ধান করতে হবে;

৭. সর্বোপরি আল্লাহতে চেষ্টা-সাধনা চালাতে হবে;

যে ব্যক্তি এসব শর্ত পালন করবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দানে ধন্য করবেন বলে কুরআন পাকে মানব জাতিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব গুণাবলী যারা অর্জন করবে তারা হেদায়াত লাভ করবে। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে না, কুরআনের অনুসরণ করবে না বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজের খেয়াল-খুশী মত চলবে তারা হেদায়াত পাবে না, তারা হবে গোমরাহীতে লিপ্ত, পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত।

❖❖❖

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা

মানুষের জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও বিপদ, শান্তি ও অশান্তি, আরাম-আয়েশ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সফলতা ও বিফলতা, কামিয়াবী ও নাকামিয়াবী, সাফল্য ও ব্যর্থতা।

পজিটিভ (ইতিবাচক) দিকের মোকাবেলায় রয়েছে (নেগেটিভ) নেতিবাচক দিক। একজন মানুষের গোটা জীবনেরও তেমনি রয়েছে সাফল্য ও ব্যর্থতা। আল কোরআনে সাফল্যের ব্যাপারে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, مفلحون অথবা فائزون আর ব্যর্থতার জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে خسرون বা فائزون কারা আর خاسرون কারা কুরআনের বহু আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সে সব আয়াত পর্যালোচনা করে দেখব, কোন সব গুণ থাকলে মানব জীবনে আসে সাফল্য, আর কোন সব বিষয়ের কারণে জীবনে আসে ব্যর্থতা।

মানব জীবনে সাফল্য আসে কিভাবে?

আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে অবশ্যি অবশ্যি এমন একটি দল থাকবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ প্রদান করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করবে, আর এরাই সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান-১০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

www.pathagar.com

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ
الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ
الْفٰسِقُوْنَ -

"তোমরা হলে উত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের উদ্ভব, তোমরা সৎকাজের আদেশ প্রদান কর, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ কর, আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য উত্তম হত, তাদের মধ্যে মোমেনও রয়েছে তবে তাদের অধিকাংশই ফাসেক (নাফরমান)।" (সূরা আলে ইমরান-১১০)

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"কিন্তু রাসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের ধন সম্পদ ও তাদের নফস দ্বারা জেহাদ করল, এদেরই জন্য যাবতীয় কল্যাণ আর এরাই সফলকাম।" (সূরা তওবা-৮৮)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ- الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ
وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি এজন্য কোরবানী নির্ধারিত করে দিয়েছি যেন আমরা যে পশুগুলিকে তাদের রেযেকরূপে প্রদান করেছি তার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করে। অতএব তোমাদের ইলাহ তো একক ইলাহ। তাই তারই জন্য আত্মসমর্পণ কর, আর সুসংবাদ হলো মস্তক অবনতকারীদের জন্য যারা যখন আল্লাহর স্মরণ হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, তাদের উপর যা পতিত হয় তাতে তারা ধৈর্যশীল, নামায কায়েমকারী এবং আমরা যা প্রদান করেছি তা থেকে খরচ করে।" (সূরা হজ্জ -৩৪, ৩৫)

www.pathagar.com

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তার গোসত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌছে না বরং তার নিকট পৌছে তোমাদের মধ্যকার তাকওয়া, এভাবেই তাকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। যেন তোমাদেরকে যে হেদায়াত দান করেছেন, সেজন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর, আর সদাচারী ও সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ।" (সূরা হজ্জ-৩৭)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ.

"অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।" (সূরা হজ্জ-৫০)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ- اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ-وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সাফল্য লাভ করেছে। যারা তাদের নামাযে বিনয়ী। যারা অর্থহীন বাজে কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। যারা তাদের আমলে পরিশুদ্ধি সম্পাদন করে। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া, কারণ এ ব্যাপারে তারা তিরস্কৃক হবে না

www.pathagar.com

কিন্তু এর বাইরে যারা (কাম চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী তারাই সীমালংঘনকারী। আর যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে, আর তাদের নামাযের হেফাজতকারী। এরাই উত্তরাধিকারী, যারা হবে ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, সেখানে থাকবে তারা চিরদিন ।" (সূরা মু'মেনুন-১-১১)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"অতএব যাদের ওজন ভারী হবে তারাই হবে সফল কাম।" (সূরা মু'মেনুন-১০২)

اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْآ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমি আজ তারা যে ছবর করেছে তাদেরকে তার প্রতিদান দেব। আর এরাই কামিয়ার ও সফলকাম।" (সূরা মু'মেনুন-১১১)

সূরা নূরে মু'মিনা নারীদেরকে পর্দার নির্দেশ প্রদানের পর মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"আর হে মোমিনরা তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" (সূরা নূর-৩১)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْآ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

"যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ডাকা হয় তখন মু'মিনদের এছাড়া আর কোন কথা থাকে না, তারা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, এরাই সফলকাম। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে নেয়, আল্লাহকে ভয় করে; আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করে-এরাই কামিয়াব।" (সূরা নূর-৫১, ৫২)

www.pathagar.com

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলকে মান্য কর, আশা করা যায় তোমাদেরকে রহম করা হবে।" (সূরা নূর-৫৬)

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"(এ কুরআন হলো) হেদায়াত ও মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ। যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।" (সূরা নামল-২-৩)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"(আর সালেহ) বললেন, হে সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন তোমরা নেক কাজের পূর্বে মন্দ আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছ? কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।" (সূরা নমল-৪৬)

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

"অতএব যে ব্যক্তি তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আশা করা যায় যে সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা কাছাছ-৬৭)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ- هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

(কোরআন হলো) হেদায়াত ও মোহসেনদের জন্য রহমত যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী। এরাই তাদের রবের হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।"

(সূরা লোকমান-২-৫)

www.pathagar.com

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ভয় করো সে জিনিসকে (আযাবকে), যা রয়েছে তোমাদের সামনে ও তোমাদের পেছনে, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (সূরা ইয়াছিন-৪৫)

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"আর যারা ভয় পোষণ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে সফলতার সাথে নাজাত দান করবেন, মন্দ ফলাফল তাদেরকে স্পর্শ করবে না, তারা বিষন্নও হবে না।"
(সূরা যুমার-৬১)

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ .

"আল্লাহ্ ঐসব বান্দা যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট নিকটাত্মীয়ের ভালবাসা ভিন্ন কিছুই চাই না, যে ব্যক্তি কোন নেকী অর্জন করবে, আমরা তাতে আরো নেকী ছড়িয়ে দেব, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।"
(সূরা শূরা-২৩)

فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

"এ হলো তোমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, এ হলো মহান সফলতা।"
(সূরা দুখান-৫৭)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ভাইয়ে ভাইয়ে সন্ধি করিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।" (সূরা হুজুরাত-১০)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

"সেদিন আপনি মু'মিন - মু'মিনদেরকে দেখতে পাবেন যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াচ্ছে। তোমাদেরকে আজ জান্নাতের খোশ-খবরী দেয়া হচ্ছে যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং যাতে থাকবে তোমরা চিরদিন- এ হলো মহান সাফল্য।" (সূরা হাদীদ-১২)

سَابِقُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

"তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে অগ্রসর হও। আর ঐ জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমীনের ন্যায়, যা তৈরি করা হয়েছে ঐসব ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে - এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তা প্রদান করা হয়, আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।" (সূরা হাদীদ-২১

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْآ اٰبَآءَ هُمْ اَوْ اَبْنَآئَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا

www.pathagar.com

عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে তাদের মাঝে বন্ধুত্ব করতে আপনি এমন সম্প্রদায়কে পাবেন না, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনে ঈমান পোষণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা তাদের আত্মীয় হোক। এরা তারা যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করা হবে, যার নীচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরা হলো আল্লাহর দল। জেনে রাখুন, আল্লাহর দলই তারা যারা সফলকাম।"

(সূরা মুজাদালা -২২)

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمَ -وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ কর, আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং জান্নাতে আদনে থাকবে পবিত্র বাসস্থান, এ হলো বিরাট সফলতা। অপর একটি বিষয় যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয় এবং মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ।" (সূরা ছফ -১১-১৩)

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

www.pathagar.com

اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে ও সৎকাজ করে (আল্লাহ তা'য়ালা) তার থেকে পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং এমন বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সে থাকবে তাতে চিরকাল ও চিরদিন। এ হলো মহাসাফল্য।" (সূরা তাগাবুন-৯)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"যতটুকু সাধ্যেকুলায় তাকওয়া অবলম্বন কর, (মনোযোগ দিয়ে) শুন এবং (তা যথাযথভাবে) মান্য কর আর খরচ কর এ হলো তোমাদের নিজেদের জন্য উত্তম, আর যে ব্যক্তি সংকীর্ণতা থেকে তার নফসকে রক্ষা করতে পেরেছে, অতএব এরাই সফলকাম।" (সূরা তাগাবুন-১৬)

رَّسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا.

"রাসূল তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তেলাওয়াত করে শুনান যেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসতে পারেন, তাদেরকে এমন এক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে, যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, যেখানে থাকবে তারা সদাসর্বদা চিরকাল, অবশ্যি আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রেযেক প্রদান করেছেন।"

(সূরা তালাক-১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اُوْلٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ

www.pathagar.com

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, এরা হলো সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম। তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের প্রতিদান সর্বদা অবস্থানের জান্নাত যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে থাকবে তারা চিরদিন সদাসর্বদা আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট - এ হলো ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ-৭-৮)

এ দুনিয়ার জীবনে কারা সাফল্য লাভ করবে এ প্রসংগে আল কুরআনের শুরুতেই সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"(এ কেতাব হলো) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে সে রেযেক প্রদান করেছি তা থেকে খরচ করে, যারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল তার প্রতি আর আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী। এরাই রয়েছে তাদের রবের হেদায়াতের উপর আর এরাই সফলকাম।" (সূরা বাকারা-২-৪)

দুনিয়ার জীবনে মানব জাতিকে ব্যক্তিগতভাবে ও জাতিগতভাবে ঈমান-আকিদা পোষণ ও কর্ম সম্পাদনের কারণে সাফল্য লাভ সম্পর্কিত কুরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ বর্তমান নিবন্ধে পেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সন্ধানী দৃষ্টির বাইরে দু-চারটি আয়াত অবশ্য থেকেও যেতে পারে। আমরা ফালাহ-মুফলেহুন, ফাউযুন-ফায়েযুন, তুরহামুন, বাশার, মাগফেরাত প্রাপ্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এসব আয়াতের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন ও কল্যাণ লাভের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা আমরা নিম্নে পয়েন্ট আকারে পেশ করতে সচেষ্ট হব।

www.pathagar.com

মানব জীবনের সাফল্য অর্জন ও কল্যাণ লাভের জন্য মানুষকে যে সব কাজ করতে হবে, তা হলো :

১। এমন একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করবে;

২। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে;

৩। তাদের ধন-সম্পদ ও নফস দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে;

৪। কোরবানীর পশুর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করবে;

৫। আল্লাহকে একক ইলাহরূপে মেনে তার নিকট আত্মসমর্পণ করবে;

৬। তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ করবে;

৭। আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে;

৮। সৎকাজ করে যাবে;

৯। বিনয়ের সাথে নামায আদায় করে ও নামাযের হেফাজত করবে;

১০। অর্থহীন, বাজে কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে;

১১। আমলে পরিশুদ্ধতা আনবে;

১২। স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং বাইরে কাম চরিতার্থ করে সীমালংঘন করবে না;

১৩। আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে চলবে;

১৪। হাশরের ময়দানে তাদের নেকীর ওজন ভারী হবে;

১৫। ধৈর্য্যধারণকারী হবে;

১৬। তওবাকারী হবে;

১৭। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ডাকে সাড়া দিয়ে তারা বলে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম;

১৮। আল্লাহকে ভয় করে চলবে;

১৯। নামায কায়েম করে যাবে;

২০। যাকাত প্রদান করে চলবে;

২১। রাসূলকে মান্য করে চলবে;

২২। আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হবে;

২৩। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে;

২৪। আল্লাহর আযাবকে ভয় করে চলবে;

www.pathagar.com

২৫। মু'মিনরা ভাই ভাই হিসাবে চলবে;

২৬। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইয়ের পর সন্ধি স্থাপন করে নেবে;

২৭। হাশরের দিনে তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াবে;

২৮। তারা রবের ক্ষমার দিকে এগিয়ে যায়;

২৯। আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করে না, যদিও তারা হয় নিকটাত্মীয়;

৩০। সাধ্যমত তাকওয়া অবলম্বন করে চলে;

৩১। নেতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে;

৩২। তা যথাযর্থরূপে মান্য করে;

৩৩। সংকীর্ণতা থেকে নফসকে মুক্ত রাখে;

৩৪। তারা অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসে;

৩৫। তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম;

৩৬। তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে (আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা, ওহী, আখেরাত ইত্যাদি);

৩৭। আল্লাহর কেতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

উপর্যুক্ত পয়েন্টসমূহের মধ্যে ঈমান-আকিদা, বাস্তব আমল ও সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া এ সব সৌভাগ্যবানদের আখেরাতের ফলাফল প্রাপ্তিরও দু'একটি পয়েন্ট এসেছে। অবশ্য বেশ কয়েকটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আখেরাতে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে . যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আল্লাহর প্রতিও তারা সন্তুষ্ট একথাও উল্লিখিত হয়েছে।

মানব জীবনের সাফল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বরং জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। জীবনে যদি সাফল্য লাভই না হলো তবে তো জীবনের ব্যর্থতা যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দুনিয়ার মানুষ জীবনের সাফল্যকে ইহকালীন সাফল্যকেই মনে করে থাকে। মানুষের জীবনে প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন, অঢেল বিত্ত-বৈভব বা উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্তিকে সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করা হয়। কিন্তু আল কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের সাফল্যের ব্যাপারে বলেছেন যে একজন মানুষের জীবনে সাফল্য আসবে যদি সে -

ঈমান-আকিদায়- আল্লাহর প্রতি, রাসূলের প্রতি, কেতাবের প্রতি,

www.pathagar.com

ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহকে, আল্লাহর আযাবকে ভয় করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে;

আমল ও কর্ম সম্পাদনে - নামায কায়েম করে, নামাযের হেফাজত করে ও বিনয়ের সাথে আদায় করে, যাকাত আদায় করে, নিজ রেযেক থেকে ব্যয় করে ও সকল ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধতা অর্জন করে, কোরবানীর পশুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে ও আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করে ও আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সৎকাজ করে, হালাল পথে যৌন জীবন যাপন করে, আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করে চলে, নেতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে ও তা মান্য করে চলে, তাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদে অংশগ্রহণ করে। সর্বোপরি তারা অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসে, তারা হয় সংকীর্ণতায় মধ্যে উদারমনা, তারা হয় ধৈর্য্যশীল, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও তওবাকারী, তারা অর্থহীন বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে।

সমাজ জীবনে ও সামাজিক লেন-দেনে- দলবদ্ধভাবে কল্যাণের দিকে ডাকে, সৎকাজের আদেশ প্রদান করে ও মন্দ কাজে প্রতিরোধ করে, আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে চলে, মু'মিনরা ভাই ভাই হয়ে চলে, ঝগড়া বিবাদ হয়ে গেলে সন্ধি করে নেয়, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করে না।

মানব জীবনে যারা এ সব কাজ করে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান আর এরাও হয় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ফলে আখেরাতে তারা আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভ করবে। হাশরের দিন তাদের সামনে ও ডানে তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে, তাদের নেকীর ওজন ভারী হবে। ফলে তারা এমন জান্নাত লাভ করবে যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, যেখানে থাকবে তারা চিরদিন ও অনন্তকাল।

মানব জীবনের ব্যর্থতা

মানব জীবনে হয় আসবে সাফল্য না হয় ব্যর্থতা। মাঝামাঝি কোন অবস্থান নেই। সাফল্য আসলে তো জীবন তার ধন্য, আর ব্যর্থতা আসলে তার জীবনের জন্য ধ্বংস। আল কুরআনে জীবনের ব্যর্থতার ব্যাপারেও বহু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সাধ্যমত আয়াতগুলো বাছাই করে বর্তমান নিবন্ধে পেশ করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তায়ালা এ সব আয়াতগুলোতে বলেন ঃ

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج

www.pathagar.com

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآاَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً م يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلاَّ الْفٰسِقِيْنَ -اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

'অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে এ হচ্ছে তাদের রবের পক্ষ থেকে যথার্থ, আর যারা কাফের তারা বলে ঃ আল্লাহ্ এ উদাহরণ দ্বারা কি চান? এ দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আর অনেককে হেদায়াতে দান করেন তবে এদ্বারা কেবলমাত্র ফাসেকদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন। যারা ওয়াদা করার পর আল্লাহর সে ওয়াদা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যা সংযুক্ত রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা বাকারা-২৬, ২৭)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰكُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

'যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি এবং তারা যথার্থভাবে তা তেলাওয়াত করছে, তার প্রতি ঈমান পোষণ করে, আর যারা একে অস্বীকার করে, এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা বাকারা-১২১)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে থাকবে।' (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ -

"ওহে যারা তোমরা ঈমান এনেছ যদি তোমরা কাফেরদেরকে মান্য করে চল, তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো দিকে নিয়ে যাবে, অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে।" (সূরা আলে ইমরান-১৪৯)

www.pathagar.com

মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক শহরে ঢুকতে বলছেন, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ.

"হে সম্প্রদায়ের লোকেরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন আর তোমরা পেছনে ফিরে যেয়ো না। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে।" (সূরা মায়েদা-২১)

হযরত আদম (আঃ) এর ছেলে কাবিল হাবিলকে হত্যা করা প্রসংগে আল কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"আর তার নফস তার ভাইকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল, অতএব সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।" (সূরা মায়েদা-৩০)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ.

"আর (সেদিন) যারা ঈমান এনেছিল তারা বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলছিল, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।"

(সূরা মায়েদা -৫৩)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদেরকে তারা এমনভাবে চিনে যেমন চিনে তাদের পুত্রদেরকে, যারা তাদের নফসকে ক্ষতিগ্রস্ত করল, তারা ঈমান আনে না।" (সূরা আনয়াম-২০)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ط حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُ

www.pathagar.com

السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا لا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط اَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ.

"অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্ত হল তারা যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে- এমনকি হঠাৎ করে যখন কেয়ামত এসে পড়বে, তারা বলবে, হায়; আফসোস! এতে আমাদের যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তারা তাদের পিঠে (গোনাহের) বোঝাসমূহ বহন করবে। আহা! কতই না মন্দ যা তারা বহন করছে।" (সূরা আনয়াম-৩১)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْآ اَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا م بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدُوْنَ.

"অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা যারা তাদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতার কারণে কোন জ্ঞান ছাড়া হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রেযেক প্রদান করেছেন, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে তাকে হারাম করেছে, অবশ্যি তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা মোটেও হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।" (সূরা আনয়াম-১৪০)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

"আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, এরাই তারা যারা তাদের নিজেদের নফসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এজন্য যে তারা আমার আয়াতসমূহকে যুল্ম করছে।" (সূরা আরাফ-৯)

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তারা দু'জন (হযরত আদম ও হাওয়া) বললেন, আমরা আমাদের নফসের

www.pathagar.com

প্রতি যুলুম করে ফেলেছি, এখন আমাদেরকে যদি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যি আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ-২৩)

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ج اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ.

"যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাদের অবস্থা এমন হলো যে তারা যেন সেখানে বসবাসই করেনি, যারা শোয়াইবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।" (সূরা আ'রাফ-৯২)

اَفَاَمِنُوا مَكْرَاللّٰهِ ج فَلاَ يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"এরা কি আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, কেবলমাত্র নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহর কৌশল থেকে কেউ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।" (সূরা আরাফ-৯৯)

হযরত মূসা (আঃ)-এর অবর্তমানে বাছুর পূজা করে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বাড়াবাড়ি করেছিল সে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاوْ اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"আর যখন তাদের হাতে পতিত হল এবং দেখতে পেল যে, তারা অবশ্যি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তারা বলল যদি আপনি আমাদের প্রতি দয়া না করেন, হে আমাদের রব, আর আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, আমরা অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ-১৪৯)

لِيَمِيْزَاللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

www.pathagar.com

"যেন আল্লাহ অপবিত্র (লোকদেরকে) পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে নেন, অপবিত্ররা একে অপরের জন্য, অতঃপর সকলকে স্তূপিকৃত করা হয় এবং তাদেরকে জাহান্নামে স্থাপন করা হয় -এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।"

(সূরা আনফাল -৩৭)

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالاً وَّ اَوْلاَدًا ط فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا أُوْلَٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأُوْلَٓئِكَ هُمُ الْخَسِرُوْنَ .

"তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তোমরাও তাদের ন্যায়, তারা শক্তি-সামর্থ্যে, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির আধিক্যে তোমাদের চেয়ে জবরদস্ত ছিল, তারা তাদের অংশ উপভোগ করে গেছে, তোমরাও তোমাদের অংশ উপভোগ করে নাও, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ উপভোগ করে গেছে। তোমরাও এগিয়ে গিয়েছ, যেভাবে তারাও এগিয়ে গিয়াছিল। এদেরই আমলসমূহ দুনিয়া ও আখেরাতে নষ্ট হয়ে গেছে আর এরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা তওবা -৬৯)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَاكَانُوْا مُهْتَدِيْنَ.

"সেদিন তাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করা হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করেছে, তারা পরস্পরকে চিনবে, অবশ্যি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না।" (সূরা ইউনুস-৪৫)

وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"আর ওদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।" (সূরা ইউনুস-৯৫)

www.pathagar.com

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ - لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ.

"তারাই যারা তাদের নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে সব মিথ্যা রচনা করছে তা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে তারাই আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা হুদ-২১, ২২)

হযরত নূহ (আঃ) তুফানের পানি থেকে নিজের ছেলেকে রক্ষা করার প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি জানতে পেরে দোয়া করেন ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ.

"নূহ (আঃ) বললেন, হে রব নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন কিছু চাওয়ার ব্যাপারে যে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা হুদ-৪৭)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

"এটা এ জন্য যে তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে ভালবেসে ফেলেছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না। এটাই তারা যাদের অন্তকরণে, শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিতে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এরাই গাফেল। কোন সন্দেহ নেই এরা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা নহল-১০৭-১০৯)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.

"আর আমরা কুরআন নাযিল করেছি যা মু'মিনদের জন্য শেফা ও রহমত,

www.pathagar.com

আর যালেমদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি পায় না।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

"আর মানুষের মধ্যে এমনও কতক রয়েছে, যারা আল্লাহর ইবাদত করে একেবারে কিনারায় দাড়িয়ে; যদি তাতে কল্যাণ লাভ হয় তবে সে তাতে পরিতৃপ্ত হয়, আর যদি তাতে কোন পরীক্ষা আসে তবে তার মুখের উপর ফিরে যায়। ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি হয়ে যায়। এ হলো সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা।" (সূরা হজ্জ-১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ- اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ.

"নিশ্চয়ই যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের আমল সমূহকে সুশোভিত করে দেখানো হয়। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে মন্দ আযাব। আখেরাতে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা নমল-৪,৫)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"আর যারা বাতিলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আল্লাহকে করে অস্বীকার এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আনকাবুত-৫২)

فَاعْبُدُوْا مَاشِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

"অতএব আল্লাহকে ছাড়া যার ইচ্ছা, তোমরা তার এবাদত কর, আপনি

www.pathagar.com

বলুন, নিশ্চয়ই তারা ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে- এ হলো সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা।” (সূরা যুমার-১৫)

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ. وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

“আসমান ও জমীনের চাবিসমূহ তারই (আল্লাহরই) কাছে, আর যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আপনি বলে দিন, হে মূর্খরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদত করতে কি আমাকে আদেশ করছ? আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যাদের প্রতি অহী করা হয়েছে, যদি তোমরা শেরক কর, তবে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” (সূরা যুমার-৬৩-৬৫)

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ.

“আর তোমাদের এই যে ধারণা যা তোমরা তোমাদের রবের ব্যাপারে ধারণা করে থাক, তা তোমাদেরকে অধঃপতিত করেছে, অতএব তা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নিল।” (সূরা হা-মীম সাজদা-২৩)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ج اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ

“আমরা তাদের জন্য কতিপয় সহচর নির্ধারিত করে দিয়েছি। যারা তাদের পেছনের ও সামনের কার্যকলাপ সুশোভিত করে তুলেছে এবং তাদের পূর্বে যে সব জ্বিন ও ইনসান গত হয়ে গেছে তাদের জন্য (শাস্তির) কথা যথার্থ হয়ে গেল, নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।” (সূরা হা-মীম সাজদা-২৫)

www.pathagar.com

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَاللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلاَ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা হলো শয়তানের দল, জেনে রাখ, শয়তানের -দলই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুজাদালা-১৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلآَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক করে না তোলে, যারাই এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফেকুন-৯)

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّمَا اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍيُّسْرًا. وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا لا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا.

"আর কত জনপদে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের অবাধ্যতা হল, অতপর আমরা তাদের শক্ত হিসাব নিলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলাম। অতএব, তারা তাদের কাজের ফলাফল আচ্ছাদন করল এবং তাদের কাজের পরিণতিতে ক্ষতিই হয়ে গেল।" (সূরা তালাক ৭-৯)

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْامَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ اِلاَّ خَسَارًا.

"হযরত নূহ (আঃ) বললেন, হে আমার রব, তারা আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন ব্যক্তিকে যাতে তার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি ক্ষতি

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করেনি।” (সূরা নূহ-২১)

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ- اِلَّاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

“নিশ্চয়ই মানব জাতি ক্ষতির মধ্যে (নিপতিত)। কেবলমাত্র তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরে হকের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করেছে এবং পরস্পরে ছবরের নছীহত প্রদান করেছে।”

(সূরা আছর-২, ৩)

এসব আয়াতে মানব জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

১। যারা ওয়াদা করার পর আল্লাহর সে ওয়াদা ভঙ্গ করে;

২। যারা আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখতে আদেশ করেন তা ছিন্ন করে;

৩। যারা জমীনে দাঙ্গা সৃষ্টি করে;

৪। যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবকে অস্বীকার করে ও তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে;

৫। যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে তালাশ করে;

৬। যারা কাফেরদেরকে মান্য করে চলে;

৭। যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলে না;

৮। যারা কোন মানুষকে হত্যা করে;

৯। যারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে আমরা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছি কিন্তু সে মূলতঃ যাদের আমল নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ মোনাফেকদের সাথে থাকে;

১০। যারা ঈমান না এনে তাদের নফসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে;

১১। যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করে;

১২। যারা তাদের সন্তানদেরকে নিবোর্ধের ন্যায় জ্ঞান ছাড়া হত্যা করে;

১৩। যাদের আখেরাতে নেকীর পাল্লা হালকা হবে;

১৪। যারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করে;

১৫। যারা নবী রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে;

১৬। যারা আল্লাহর কৌশলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়;

www.pathagar.com

১৭। যারা অপবিত্র হওয়ার স্তূপিকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়;

১৮। যারা তাদের শক্তি-সামর্থ্য, ধনসম্পদ ও সন্তানাদিকে উপভোগের কাজে লাগায়, ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায়;

১৯। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে;

২০। বিপথগামী ও নাফরমান সন্তানের জন্য আল্লাহর রহমতের দোয়া করে;

২১। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে ভালবাসে;

২২। যারা প্রান্তিকভাবে ইবাদত করে পরীক্ষায় পতিত হয়;

২৩। যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না;

২৪। যারা বাতেলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে;

২৫। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে, শেরক করে;

২৬। যারা আল্লাহ সবকিছু জানে না-এ ধারণা পোষণ করে;

২৭। যারা তাদের শয়তান সহচরদের পাল্লায় পড়ে পেছনের ও সামনের কার্যকলাপকে সুশোভিতরূপে দেখে;

২৮। শয়তান যাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে;

২৯। যারা আল্লাহর স্মরণকে ভুলে যায়;

৩০। যাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্য মনস্ক করে ফেলে;

৩১। যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতার কারণে আযাবে পাকড়া হয়;

৩২। যারা তাদেরকে অনুসরণ করে যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তাদের ক্ষতির কারণ হয়;

৩৩। যারা সঠিকভাবে ঈমান আনেনি, সৎকাজ করেনি এবং দলবদ্ধভাবে হকের কাজ করেনি এবং এ ব্যাপারে ছবর অবলম্বন করেনি, তারা।

উপরে উল্লিখিত ঈমান-আকিদা, আমল ও সামাজিক সম্পর্ক মানব জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়, আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়। তার জীবনে নেমে আসে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি। জীবনের এ ব্যর্থতার মূলীভূত কারণ হলো;

ঈমান-আকিদায় আল্লাহর প্রতি, তার কিতাব ও রাসূলের প্রতি,

www.pathagar.com

আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নবী-রাসূলকে মিথ্যাবাদী ঠাওরায়, আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, আল্লাহর সাথে আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করে, আল্লাহর স্মরণকে ভুলে যায়, ইসলাম ছাড়া অন্যকিছুকে দ্বীন হিসাবে তালাশ করে, আল্লাহর কৌশলের পরোয়া করে না, আল্লাহ্ সব কিছু জানেন না, এ ধারণা পোষণ করে, বাতেলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে।

আমলের ক্ষেত্রে- আল্লাহর নামে ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করে, জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, কাফেরদের মান্য করে চলে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে, সন্তানদেরকে নির্বোধের ন্যায় হত্যা করে, নিজেদের নফসের উপর যুলুম করে, দুনিয়াকে উপভোগ করে, দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে ভালবাসে, প্রান্তিকভাবে ইবাদত করে পরীক্ষায় পতিত হয়। শয়তানকে সহচর হিসাবে গ্রহণ করে দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত মনে করে, শয়তানের আধিপত্য স্বীকার করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, সৎকাজ করে না ও দলবদ্ধভাবে হকের পথে চলে না। সমাজ জীবনে আল্লাহ্ যা সংযুক্ত রাখতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে।

এদের ফলাফল আখেরাতে হবে ভয়াবহ। তাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তাদেরকে স্তূপিকৃতভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের ব্যর্থতার গ্লানি বইতে হবে চিরকাল, অনন্তকাল ও চিরদিন।

আমরা মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াতের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। জীবনের ব্যর্থতা থেকে আত্মরক্ষা করে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত কল্যাণকামী করার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো মানুষের নিজের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধিমান তো সেই, যে এর জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়। এ পর্যায়ে সূরা আছরের শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিকভাবে ঈমান আনতে হবে। সৎকাজ করে যেতে হবে, হকের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সকলে মিলে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

আল-কুরআনে হক ও বাতেলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম

আল কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে আগমনকারী শেষ নবী ও রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। কুরআনের আলোচিত বিষয়াবলীর মধ্যে নবী-রাসূলদের দুনিয়ায় আগমন, হকের দাওয়াত প্রদান, হকের পক্ষে একটি জনগোষ্ঠির উত্থান, হকের বিরোধী শক্তির উত্থান, শয়তানী চক্রের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, হক ও বাতেলের মোকাবেলা, সংঘর্ষ, লড়াই উল্লেখযোগ্য।

নবী-রাসূলদের নবুয়্যতের সূচনা হয় দাওয়াতের মধ্য দিয়ে। নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়্যতের সূচনায়ও দেখা যায় প্রথম দিককার সূরা মুদ্দাস্‌সেরে আল্লাহ তায়ালা নবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

"হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তি! উঠো, অতঃপর (লোকদেরকে) সতর্ক করতে থাক, আর তোমার রবের বড়ত্ব, মহানত্ব ঘোষণা কর।"

(সূরা মুদ্দাস্‌সের ঃ ১-৩)

মহানবী (সাঃ) এর নবুয়তের জীবনে এভাবে দাওয়াতের সূচনা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনিভাবে প্রত্যেক নবী, স্ব-স্ব কওমের লোকদেরকে এ ভাষায় দাওয়াত প্রদান করেছিলেনঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ.

"হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী কর। (কেননা) তোমাদের আর কোন ইলাহ যে নেই।" (সূরা আ'রাফ-৫৯)

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে

www.pathagar.com

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা দাসত্ব ও গোলামী কর তোমাদের সে রবের যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা-২১)

মু'মিনদেরকে লক্ষ্য আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاُوْلَٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে অবশ্যি এমন একটি দল থাকতে হবে যারা (লোকদেরকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে; মারুফ ও ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করবে, মুনকার ও মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখবে এবং তারা আল্লাহ প্রতি ঈমান পোষণ করবে।" (সূরা আলে ইমরান- ১০৪)

এভাবে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর ইবাদত, দাসত্ব ও গোলামীর দিকে, হকের দিকে, ভাল, কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকা নবী-রাসূল ও মু'মিনদের প্রাথমিক কাজ এবং কাজের সূচনা পর্বই এই তাবলীগ ও দাওয়াতের মাধ্যমে।

এ দাওয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল হুকুম কর্তা-ইলাহ-উপাস্যকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র আল্লাহকে ইলাহ (হুকুম কর্তা) হিসাবে আনুগত্যের ঘোষণা দিতে হবে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করতে হবে। মোশরেকদের দেব-দেবী, আধুনিক রাষ্ট্র সরকারের খোদাহীন আইন-বিধানের আনুগত্য, আল্লাহর নিরংকুশ দাসত্ব ও গোলামীর খেলাফ।

আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর খেলাফ অন্য কারো গোলামীতে মানুষ নিজেকে পেশ করে দিলে আদালতে আখেরাতে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। নবীকে এ সতর্কবাণী লোকদেরকে শোনাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে নবীকে। আর আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর অধীন ব্যক্তির জন্য আখেরাতে সুসংবাদ জান্নাত। তাই নবী হলেন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরাগুহায় ওহীর বাণী লাভ করে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরে সহধর্মিনী বিবি খাদীজা (রাঃ) এর নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) সাথে সাথেই ঈমান এনে হয়ে যান প্রথম মুসলমান। অত:পর হযরতের বিশেষ বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) সহ গোটা কয়েক ব্যক্তি মুসলমান হলেন। কিন্তু মক্কার প্রধান পর্যায়ের সর্দার আবু জেহেল, আবু লাহাব, উৎবা, শাইবা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ রাসূলের (সাঃ) দাওয়াতের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করলো। মক্কার সাধারণ অধিবাসীরাও তাদের সাথেই সায় দিলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুয়তের শুরুতে বছর তিনেক গোপনে দাওয়াতের কাজ চালিয়েছিলেন। এরপর প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিতে লাগলেন। কাফেররা প্রথম দিকে মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, এরপর ৫/৬ বছরের মাথায় শুরু করল অত্যাচার-নির্যাতন। কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতনে টিকতে না পেরে কিছু সংখ্যক মুসলমান হিজরত করে চলে গেলেন আবিসিনিয়ায়।

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মক্কার জনগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল- একদল ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেল, অপরদল দাওয়াতের বিরোধিতায় চরমভাবে আত্মনিয়োগ করল। তারা কোন অবস্থায়ই ঈমান আনল না। সূরা বাকারার শুরুতেই সে কথা বলা হয়েছে, এভাবে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"এটি সেই কেতাব, যাতে নেই কোন প্রকার সোবাহ-সন্দেহ, মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। যারা অদৃশ্যে ঈমান পোষণ করেছে, সালাত কায়েম করেছে। আর আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে খরচ করেছে। আর আমরা তোমার উপর যা নাযেল করেছি তার প্রতি যেমন ঈমান এনেছে, তেমনি ঈমান এনেছে তোমার পূর্বে যা নাযিল করেছি, আর আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।"

(সূরা বাকারা : ২-৪)

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ.

"আর যারা কুফুরী করেছে, তাদেরকে সতর্ক কর আর না কর উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ৬)

নবুয়তের প্রথম দিকের শুরুতেই তাদের বিরোধিতার সন্ধান পাওয়া যায় সূরা মুদ্দাস্‌সের নবুয়তের প্রথম দিকের সূরায়। তাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا- وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَا لًا مَّمْدُوْدًا- وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا- وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا-ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ- كَلَّا ط إِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا- سَأُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا.

"আমাকে ছেড়ে দিন ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি এবং তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছি এবং দিয়েছি সাক্ষাৎ পুত্রদেরকে, তাকে সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছি, অতঃপর যে আরও অধিক লালসা করে, কখনো নয়। যে আমার আয়াতসমূহের বিরোধী, অচিরেই আমি তাকে দোযখের সাউদ পর্বতে চড়াব।" (সূরা মুদ্দাস্‌সের-১১-১৭)

এমনিভাবে এক এক ব্যক্তির উল্লেখ করে তাদের বিরোধিতার কথা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। সূরা লাহাবে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে, তাদের দু'জনকে অভিশম্পাত করেছেন। সূরা আনকাবুতে ঈমানদার বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ.

"হে আমার ঐসব বান্দা যারা ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই আমার এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত, তাই কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব ও ইবাদত বন্দেগী কর।"

(সূরা আনকাবুত-৫৬)

কোন ভূখণ্ডে ঈমানদারগণ জুলুম-অত্যাচারের সম্মুখীন হলে, আল্লাহ তায়ালা সে এলাকা থেকে হিজরত করে অনত্র চলে যাওয়ার ইঙ্গিতে প্রদান করেছেন।

মোটকথা, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় এর বিরুদ্ধে,

www.pathagar.com

প্রচলিত দেব-দেবী বা কায়েমী স্বার্থের পক্ষে একটি দল ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ তথা আল্লাহর পক্ষের শক্তিকে নির্মূল করার অভিযানে নেমে পড়ে। এভাবেই হক ও বাতিলের মোকাবেলা ও সংঘর্ষের সূচনা হয়। হকের পক্ষের শক্তি হয় ছবর এখতিয়ার করে অথবা হিজরত করে। আর সক্ষম হলে মোকাবেলা করে।

রিসালাতের পয়গাম ও শয়তানী শক্তির বিরোধিতা

হযরত আদম (আঃ) এর সময় থেকেই শয়তান মানবজাতি ও মানব স্বার্থের বিরোধিতা করে আসছে। সে দুনিয়ায় আসার মুহূর্তেই আল্লাহর সামনে ঘোষণা করে আসছে ঃ

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

যখন আল্লাহ (শয়তানকে) বললেন, এখান থেকে তুমি নেমে যাও। কেননা এখানে থেকে বড়াই, অহংকার করার কোনই অধিকার তোমার নেই, অতএব তুমি বেরিয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি হীনদের অন্তর্ভুক্ত। শয়তান তখন বলল, যেভাবে আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন, সেভাবে আমি তাদের জন্য সিরাতুল মুস্তাকীমে অবশ্যি বসে থাকব এবং তাদের উপর আক্রমণ চালাব তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পেছনে দিয়ে আর তাদের ডান দিক দিয়ে ,তাদের বাম দিক দিয়ে, আর তাদের অধিকাংশকেই আপনি শোকর গোজার পাবেন না। আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায় বের হয়ে যাও। অবশ্যি তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তোমাদের সকলকে দিয়ে আমি অবশ্যি জাহান্নাম পূর্ণ করব।” (সূরা আরাফ ১৩-১৮)

www.pathagar.com

এভাবে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই শয়তান মানব জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক নবীর যামানায়ই শয়তান এ ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ.

"আর আমরা এভাবেই চিরদিন মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর দুশ্‌মন বানিয়ে দিয়েছি, তারা একে অপরের কাছে ধোঁকা ও প্রতারণাচ্ছলে কথা বলতে থাকে।" (সূরা আনয়াম -১১২)

আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীন এখতিয়ারের মাধ্যমেই দু'দল স্ব-স্ব কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে

যারা ঈমানদার, ঈমানের আহ্বানে তারা স্বেচ্ছায় সাড়া প্রদান করে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ط

"হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পেয়েছি, যে বলছিল তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন, অতএব আমরা ঈমান এনেছি।" (সূরা আলে ইমরান-১৯৩)

আর যারা ঈমান আনে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوْآ اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

"আমরা যদি তাদের প্রতি ফেরেশ্‌তাও নাযেল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সকল জিনিসও যদি তাদের সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না; কিন্তু যদি আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই মূর্খ।" (সূরা আনয়াম -১১১)

আল্লাহ তায়ালা অতঃপর বলেন إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ। তবে আল্লাহ যদি চাইতেন অথবা পরবর্তী আয়াতে শয়তানদের ধোকা-প্রতারণার কথা বলার পর আল্লাহ বলেন وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ আর যদি তোমার রব চাইতেন তাহলে তারা এরূপ করত না। এদ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ জবরদস্তি করে কারো ব্যাপারে কিছু করেন না। স্বাধীন এখতিয়ারে প্রত্যেককেই তার ইচ্ছা মোতাবেক ঈমান আনা, না আনার বা সৎকাজ এবং অসৎ কাজ করার এখতিয়ার প্রদান করেন।

আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত দুনিয়াতে কোন কিছুই হতে পারে না। তাই দ্বীন বিরোধী ধর্মদ্রোহীদের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাতে রাজী ও সন্তুষ্ট থাকেন না, পক্ষান্তরে ঈমানদারদের খোদামুখী কর্মকাণ্ডও আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে, তাদের কাজে আল্লাহ রাজী ও সন্তুষ্ট থাকেন। মাওলানা মওদূদী (রাঃ) এর তাফহীমূল কোরআনের সূরা আনয়ামের ৭৮, ৭৯ ও ৮০ নম্বর টীকাসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৮০ নম্বর টীকার তিনি লিখেছেনঃ

"কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁহার সন্তুষ্টি এ দু'য়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যকে উপেক্ষা করিলে সাধারণভাবে বড় কঠিন ভূল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইবে। আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁহার অনুমতি অনুসারে কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার অনিবার্য অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ উহাতে অবশ্যই রাজী রহিয়াছেন এবং তিনি উহা পছন্দও করেন। বস্তুত আল্লাহর অনুমতি না হইলে, তাহার বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে উহার সংঘটিত হইবার অবকাশ রাখা না হইলে, উপায়-উপাদানসমূহকে উহার সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অনুপাত সাহায্যকারী বানাইয়া না দিলে, দুনিয়ার বুকে কোন ঘটনা কোন সময়ই সংঘটিত হইতে পারে না।"

তাই নবী-রাসূলদের মিশনের বিরুদ্ধে জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান সর্বদাই কাজ করেছে, এখনও করবে, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। মাওলানা মওদূদী (রঃ) সূরা আনয়ামের ৭৯ নম্বর টীকায় লেখেন ঃ

"আজ যদি জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের মিলিত ও একত্রিত হইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তিতে অভিযান চালাইয়া থাকে, তবে তাহাতে ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। তোমাদের সাথে ইহা কোন নতুন ব্যবহার নয়। সব যুগে

www.pathagar.com

এই রূপই হইয়া আসিয়াছে। যখন কোন নবী-পয়গাম্বর দুনিয়ার মানুষকে সত্যপথে ও সঠিক আদর্শে পরিচালিত করার জন্য চেষ্টা চালাইয়াছেন, তখনই সমস্ত শয়তানী শক্তি তাহার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।"

অতএব আল্লাহ বিরোধী অর্থাৎ বাতেলশক্তি হকের বিরুদ্ধে যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, সত্যপন্থীদেরকে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করেই অগ্রসর হতে হবে। স্বাধীন এখতিয়ার অনুযায়ী যে যার কাজ করে যাবে।

সত্যপন্থীদের দায়িত্ব আল্লাহর দাসত্ব করা ও খেলাফত কায়েম করা

মানুষের মৌলিক কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত তথা দাসত্ব ও গোলামী করে যাওয়া, নবী-রাসূলগণ মানুষকে এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন, কুরআন ও সে কথাই বলেছে।

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ. مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

"আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা এ উপদেশ মু'মিনদেরকে উপকৃত করবে। আর আমি তো জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে রেযেক চাই না এবং চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই রেযেকদাতা, শক্তির অধিকারী ও ক্ষমতাবান।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৫-৫৮)

আল্লাহ চান মানুষ যেন কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, অন্য কারো নয়। কিন্তু বাতেলপন্থীরা দেব-দেবী, ফেরেশ্‌তা, নবী-রাসূল ও অন্য মানুষের এমনকি মৃত ব্যক্তির এবাদত করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

www.pathagar.com

"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত (দাসত্ব) কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায়, তোমরা হবে সচেতন ও সংযমী।" (সূরা বাকারা -২১)

তাই মু'মিনগণ বলে ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ.

"এ হলো আল্লাহর রং আর আল্লাহর রংয়ের চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? আর আমরা হলাম তাঁর ইবাদতকারী।" (সূরা বাকারা -১৩৮)

আর কাফেরদের ইবাদতের ব্যাপারে কুরআন বলে ঃ

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا، لَآاِلٰهَ اِلَّاهُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"তারা তাদের আহবার ও রোহবানদেরকে (আলেম ও ধর্মগুরুদেরকে) এবং ঈসা ইবনে মরিয়মকে তাদের রব হিসাব গ্রহণ করে অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদত করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়নি, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তারা যে সব শেরক করছে তা থেকে তিনি পবিত্র।"

(সূরা তওবা-৩১)

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ.

"জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহরই জন্য যা রয়েছে আসমানে আর যা রয়েছে জমিনে, আর তারা কি অনুসরণ করে? যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য শরীকদেরকে ডাকে, তারা কেবলমাত্র অনুমানকে অনুসরণ করে এবং অনুমানমূলক কথা বলে।" (সূরা ইউনুছ-৬৬)

অবিশ্বাসীরা ক্ষমতাহীন সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা করে। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ.

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদত করে তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।" (সূরা নহল -২০)

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَايَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَايَسْتَطِيْعُوْنَ.

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব কিছুর ইবাদত করে যারা তাদের জন্য আসমান ও জমীন থেকে না রেযেক আনতে সক্ষম এবং না কোন ক্ষমতাও তারা রাখে।" (সূরা নহল-৭৩)

তাই দেখা গেলো দুনিয়ার মানুষের মধ্যে একদল আল্লাহর ইবাদত করে, আরেকদল আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর ইবাদত করে। অথচ আল্লাহই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও মালিক এবং কেবলমাত্র আল্লাহই ইবাদত পাবার হকদার।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেমন ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মানুষকে এ পৃথিবীতে বানিয়েছেন খলিফা-প্রতিনিধি হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করব।" (সূরা বাকারা-৩০)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ .

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দান করেছেন এজন্য যে, তিনি যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন তাতে, যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে।" (সূরা আনয়াম-১৬৫)

মানুষকে যেমন কেবলমাত্র ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, সে হয় আল্লাহর ইবাদত করে অথবা ইবাদত করে শয়তানের, তেমনি মানুষকে খেলাফতের জন্য দুনিয়ার পাঠানো হয়েছে, সে হয় আল্লাহর খলিফা হিসাবে কাজ করে অথবা শয়তানের খলিফা হিসাবে কাজ করে। মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই

www.pathagar.com

ইবাদত ও খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই সে সে ভূমিকাই পালন করে থাকে। তাই দুনিয়াতে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত-ঈমানদার ও কাফের। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا.

"আর যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, যারা কাফের তারা, যারা ঈমানদার তাদেরকে বলেঃ দু'দলের মধ্যে বাসস্থানের দিক থেকে কারা উত্তম, আর বৈঠকের দিক থেকে কে উৎকৃষ্টতর?"

(সূরা মরিয়ম-৭৩)

এভাবে কাফের সম্প্রদায় ঈমানদারদেরকে বিদ্রূপ করে থাকে। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত কায়েমে পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহ তায়ালা খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনিচ্ছা পোষণকারীদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ. قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

"নিশ্চয়ই যা ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যি এসে যাবে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আপনি বলে দিন, হে সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের নিজ অবস্থায় কাজ করে যাও, আমিও কাজ করে যাচ্ছি, শিগগীরই তোমরা জানতে পারবে এ জগতের কর্মফল কার জন্য কল্যাণকর, নিশ্চয়ই যালেমরা সফলকাম হবে না।"(সূরা আনয়াম ঃ ১৩৪-১৩৫)

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ. وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ فَمَا كَانَ دَعْوٰهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ.

www.pathagar.com

"তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ কর। এছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। কত শত জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন আমাদের আযাব এসেছিল রাত্রিবেলা অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময়। অতঃপর যখন আমাদের আযাব আসল, তখন তাদের একথা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না যে, আমরা ছিলাম যালেম-অনাচারী।" (সূরা আরাফ ঃ ৩-৪)

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ لا اَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ج فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ م بَعْدَه يُؤْمِنُوْنَ.

"তারা কি আসমান ও জমিনের সাম্রাজ্য ও আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেনি অথবা এই চিন্তা করেনি যে, তাদের নির্দিষ্ট সময় হয়ত খুব নিকটবর্তী হয়ে গেছে ? অতএব এ কোরআনের পর আর কিসের প্রতি তারা ঈমান আনবে ?" (সূরা আরাফ: -১৮৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ.

"নিশ্চয়ই যারা কাফের তারা তাদের ধন-সম্পদ (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্য খরচ করে থাকে। অতএব তারা তা খরচ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে অনুশোচনা এসে যাবে এবং তারা পরাজিত হবে।" (সূরা আনফাল -৩৬)

খেলাফতের উদ্দেশ্য হলো সমাজের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ.

www.pathagar.com

"আপনি বলে দিন, আমার রব আমাকে ন্যায়-ইনসাফের নির্দেশ প্রদান করেছেন, অতএব প্রত্যেকবার মসজিদে যাওয়ার সময় তোমার মুখমণ্ডলকে কায়েম রাখ এবং তারই দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত কর, তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, সে ভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করবেন।" (সূরা আরাফ - ২৯)

قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ. وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"আপনি বলে দিন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহকে তার দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করতে। আর এও আদেশ করা হয়েছে আমি যেন মুসলমানদেরই মধ্যে প্রথম হই। আপনি বলুন, আমি ভয় পাই আমি যদি আমার রবকে অমান্য করি তবে সেদিন মহা আযাবে (পড়ে যাই)।"

(সূরা যুমার : ১১-১৩)

এভাবে দেখা যাচ্ছে মানব সমাজে আল্লাহর খেলাফতকামী মানুষের ভূমিকা, আবার আল্লাহর খেলাফত বিরোধী মানুষের ভূমিকা। বস্তুত, অতীতেও এ দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত কায়েম হয়েছিল, আজও হতে পারে; তবে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ হতে হবে। সূরা নূরে আল্লাহ তায়ালা খেলাফতের ওয়াদা করে বলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ ও সৎকাজ করেছ তাদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে তাদেরকে অবশ্যি এ পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন যেমন

www.pathagar.com

তাদের পূর্বে যাদেরকে খেলাফত দান করেছিলেন এবং তাদের দ্বীনকে যা তাদের জন্য তিনি পছন্দ করেছেন তাকে অবশ্যি প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, এবং তাদের জন্য ভয়ে ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দেবেন, (এ শর্তে) তারা আমারই ইবাদত করতে থাকবে, কোন কিছুর সাথে আমাকে শরীক করবে না, এরপরও যে কুফুরী করে - এরাই ফাসেক।" (সূরা নূর - ৫৫)।

দেখা গেলো শিরকমুক্ত আল্লাহর ইবাদতের শর্তে আল্লাহর খেলাফত দানের ওয়াদা। অর্থাৎ হকপন্থী জনগোষ্ঠি যদি শিরকমুক্ত, একনিষ্ঠ, নির্ভেজাল ইবাদত আল্লাহর নিকট পেশ করতে সক্ষম হয়, তবে হক বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় আল্লাহর কুদরতি শক্তির মাধমে অথবা হকপন্থীদের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যে খেলাফত কায়েম করে দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা করে রেখেছেন।

মোট কথা, বাতেল শক্তি বাতেলের পথে তো কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু হকপন্থী শক্তি আল্লাহর পথে কাজ যতটুকুই করুক শেরকমুক্ত একনিষ্ঠ ইবাদতের প্রমাণ তারা দিতে পারছে না, ফলে পাচ্ছে না আল্লাহর সাহায্য ও মদদ। কাজেই খেলাফতের ওয়াদাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

হক ও বাতেলের মোকাবিলা

আল্লাহর পক্ষ শক্তি হক, আর আল্লাহর বিপক্ষ শক্তি বাতেল। নবী-রাসূলদের দ্বীনের দাওয়াতের পথ ধরে হকের উত্থান, আবার দ্বীনের দাওয়াতের বিরোধিতা করেই বাতেলেরও প্রকাশ। হক ও বাতেলের মোকাবিলা তাই এক অনিবার্য পরিণতি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কুফুরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে, তাই শয়তানের বন্ধুদের সাথে লড়াই করো, নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল।" (সূরা নেছা - ৭৬)

হক ও বাতেলের, ঈমান ও কুফরীর এ মোকাবেলা চলেছে সর্বকালে সর্বযুগে, চলেছে সর্বত্র, চলবে সদা-সর্বদা। কুরআনে তার বর্ণনা রয়েছে বহু জায়গায়। সূরা রায়াদের ১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, বৃষ্টির পানি নালা নর্দমাভরে খড়-কুটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর নিচে মাটি তো থেকেই যায়,

www.pathagar.com

অলংকার বা অন্য কিছু আগুনে পোড়ালে ময়লা-আর্বজনায় উপরে ভেসে উঠে, আসল জিনিস নিচে থেকেই যায়-এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতেলের উদাহরণ দিয়েছেন এবং শেষে বলেছেন ঃ

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الاَمْثَالُ.

"বস্তুত যা আর্বজনা তা'তো ফেলে দেয়া হয় আর যা কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় তা পৃথিবীতে অবস্থান গ্রহণ করে। আল্লাহ এভাবেই উদাহরণ পেশ করে থাকেন।" (সূরা রায়াদ -১৭)

এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

"আপনি বলে দিন, সত্য এসে গেছে, আর বাতেল বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বাতেল তো বিলুপ্ত হবেই।" (সূরা বনী ঈসরাইল-৮১)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ.

"এ হলো এ জন্য যে, তিনি আল্লাহ তো হক (সত্য) আর তাকে ছাড়া যা ডাকা হয় তা অবশ্যি বাতেল (মিথ্যা), আর অবশ্যি আল্লাহ তায়ালাই মহামণ্ডিত ও অনেক বড়।" (সূরা হজ্জ -৬২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ.

"আর হক যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করত, তাহলে আসমান, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে তা বিশৃংখল হয়ে পড়ত বরং আমি তাদের প্রতি উপদেশ পাঠিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা তাদের উপদেশের ব্যাপারে বিমুখ।" (সূরা মু'মিনুন -৭১)

এভাবে হক ও বাতেল স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে এবং দু'দলেই মানবগোষ্ঠি নিজ নিজ ময়দানে কর্মরত রয়েছে।

www.pathagar.com

হক ও বাতেলে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, জেহাদ ও লড়াই

হক ও বাতেলে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ তা চূড়ান্ত পর্যায়ে জেহাদ ও লড়াইয়ে পরিণত হয়। হকপন্থীরা লড়াইয়ে নামে আল্লাহর পথে আর বাতেলপন্থীরা লড়াই করে তাগুতের পথে।

আল-কুরআনে জেহাদ ও লড়াই সম্পর্কিত অসংখ্য আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে। নমুনাস্বরূপ আমরা কিছু সংখ্যক আয়াত উল্লেখ করব। কেতাল (লড়াই) সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমাদের প্রতি সশস্ত্র লড়াই ফরয করা হল অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়, তবে এমন কিছু তোমরা অপছন্দ কর যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার এমন কিছু তোমরা পছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর, আর আল্লাহ (সঠিক বিষয়) জানেন, তোমরা জান না।" সূরা বাকারা - ২১৬)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা বাকারা -২১৮)

আল্লাহ তায়ালা এভাবে লড়াইয়ের নির্দেশ প্রদান করেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.

"যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ বিচার দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না,

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মানে না, আর যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে তারা দ্বীনে হকের আনুগত্য করে না তাদের সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না তারা জিযিয়া প্রদান করে এবং অনুগত হয়।" (সূরা তওবা - ২৯)

সূরা ছফে আল্লাহ্ তায়ালা মু'মিনদেকে বলেন ঃ

وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।" (সূরা ছফ ১১)

শুধু দ্বীনের প্রয়োজনে জেহাদ ও লড়াই করতে আল্লাহ্ বলেননি বরং নির্যাতিত নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ বনিতার জন্য লড়াইয়ের প্রয়োজন বলে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন।

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

"তোমাদের কি হল, তোমরা কেন আল্লাহর পথে লড়াই করছ না এমতাবস্থায় যে, পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ যালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে বের করে নিন, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করুন ও আপনার পক্ষ থেকে নিয়োগ করুন একজন সাহায্যকারী।" (সূরা নেছা - ৭৫)

সত্যপন্থীদেরকে সমাজের অত্যাচারী, যালেম ও অহংকারী ফাসেকদের ফাসাদ বিশৃংখলার বিরুদ্ধে লড়াই ও জেহাদ করে যেতে হবে। জেহাদ হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা থেকে চূড়ান্ত লড়াই। দাওয়াত থেকেই জেহাদের সূচনা। আর লড়াই হলো সশস্ত্র সম্মুখ লড়াই যাকে কোরআনে বলা হয়েছে কেতাল। কেতালের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। রাসূলের আমলে মক্কার ১৩ বছর ইসলামী আন্দোলন পরিচালনাকালে কোন দিন কুফুরী শক্তির মোকাবেলা করা হয়নি। কেবলমাত্র ছবর এখতিয়ার করেছেন। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার পরই

www.pathagar.com

কেতালের হুকুম এসেছে এবং লড়াই-যুদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া যে কোন ব্যক্তি বা দল কেতালের ঘোষণা দিতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিকে অবশ্য লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করার তাকিদ দেয়া হয়েছে।

এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে হক ও বাতেলে লড়াই-যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উভয় পক্ষে যখম, আহত ও নিহত হয়। জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়। অবশেষে একদল বিজয় লাভ করে, অপরদল হয় পরাজিত। মানব ইতিহাসে এসব ঘটনারই রয়েছে বিস্তরিত বিবরণ (কুরআনেও এসব সম-সাময়িক অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়)।

কুরআনে আল্লাহর পথে এসব জেহাদ ও লড়াইয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষই জয়লাভ করে এমন দেখা যায় না। কেবলমাত্র বিরোধী পক্ষীয় লোক নিহত হবে এমনও কোন কথা নেই। আল্লাহর পক্ষীয় লোকও শাহাদত বরণ করে। আল্লাহ বলেন ঃ

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

"তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে অতঃপর তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়।" (সূরা তাওবা - ১১১)

হক ও বাতেলের লড়াই-জেহাদে জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। মু'মিনগণ সঠিক কর্মনীতি গ্রহণ করলে, আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় দান করেন। আবার কর্মনীতি ভুল হলে শিক্ষা প্রদান জরুরী হলে পরাজয়ও দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

"আর সাহায্য তো কেবলমাত্র মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে (আসে)।" (সূরা আলে ইমরান - ১২৬)

আল্লাহর সাহায্য আসলেই মু'মিনদের বিজয় নিশ্চিত হয়। ওহোদের যুদ্ধে সাফল্যের পর পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى

اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ

اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আর নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা তোমাদের নিকট সত্যে পরিণত হয়েছিল যখন তাদেরকে তোমরা আল্লাহর অনুমতিতে হত্যা করছিলে এমতবস্থায় তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে, আদেশ পালনে তোমরা মতবিরোধ করতে থাকলে এবং আমরা তোমাদেরকে যে পছন্দনীয় জিনিষ দেখালাম তাতে তোমরা আদেশ অমান্য করলে, তোমাদের কিছু লোক দুনিয়া কামনা করছিলো আর কতক তো আখেরাত চাচ্ছিলো অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য কাফেরদের উপর (বিজয় লাভ) থেকে হটিয়ে দিলেন।" (সূরা আলে ইমরান - ১৫২)

এভাবে হক ও বাতেলের লড়াই ও জেহাদের চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর হাতে। তিনি শাহাদতের ফয়সালা করেন, আর পরাজয়ের ফায়সালা দেন। মোট কথা হক ও বাতেলের এ সংগ্রামে মানব জীবনের মহা পরীক্ষা হয়ে যায় – কেউ আসে হকের পক্ষে, কেউ যায় বাতেলের পক্ষে, কেউ লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবারং কেউ ঘরে বসে সমর্থন জোগায়, এভাবে হকের পক্ষের শক্তি ও বাতেলের পক্ষের শক্তির পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব জীবনের চূড়ান্ত ফায়সালা আখেরাতে যা হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়।

হক ও বাতেলের লড়াই চিরন্তন

সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকে হকের সাথে বাতেলের সংগ্রাম চলছে। কখনো এ সংগ্রাম চলে বাতেলের লোভ-লালসা, ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে, কখনো তাগুতের ভয়-ভীতি, চোখ-রাঙ্গানী দিয়ে, কখনো মৌখিক বাক-বিতন্ডা, আবার কখনো সম্মুখ সংঘর্ষ, যুদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে। খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে হযরত আদম (আঃ)কে পৃথিবীতে পাঠানোর পর্যায়েই বাতেল শক্তি শয়তান ধোঁকার হাতিয়ার নিয়ে সমানে এগিয়ে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে নবী-রাসূলদের প্রত্যেকের যামানায় নবীর মিশনের বিরোধিতা করেছে শয়তানের উত্তরসূরীরা। কোরআন যথারীতি সে সবের বর্ণনা করেছে।

www.pathagar.com

হযরত আদম (আঃ) এর পঞ্চম পুরুষ হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা তার কাওমের হেদায়াতের জন্য পাঠালেন। কোরআনের সূরা নূহে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلاَّ فِرَارًا. وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا.

"(নূহ আঃ) বললেন, যে আমার রব, আমি আমার কওমকে দিনে ও রাতে দাওয়াত দিয়েছি কিন্তু আমার আহবানে তাদের পলায়নী মনোবৃত্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। আমি যখনই তাদেরকে তাদেরই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ডেকেছি তারা তাদের কানে অঙ্গুলি স্থাপন করেছে, তাদের কাপড়-চোপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, হটকারিতা করেছে ও চরমভাবে অহংকার করেছে।"

(সূরা নূহ ৫-৭)

পরবর্তী প্রসিদ্ধ নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত লুত (আঃ)। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বিস্তারিত কাহিনী কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلاَيَضُرُّكُمْ. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاَرَادُوْابِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ.

(হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো

www.pathagar.com

ইবাদত কর? যা তোমাদের না কোন উপকার করতে পারে, আর না পারে ক্ষতি করতে। ধিক্ তোমাদের প্রতি এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের প্রতি, তোমাদের কি কোন আকল বুদ্ধি নেই। বিরোধীরা বলল, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদের প্রতিশোধ লও, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। আমরা বলে দিলাম হে আগুন, ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও। আর তারা এদ্বারা বিরাট এক ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, আমরা তাদেরকে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। আর আমরা ইবরাহীম ও লুত (আঃ) কে বিশ্ববাসীর জন্য এক বরকতময় স্থানে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম।"

(সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৬-৭১)

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ.

আর লুত (আঃ)কে আমরা দান করেছিলাম হেকমত (প্রজ্ঞা) ও এলেম এবং তাকে আমি ঐ জনপদ থেকে রক্ষা করলাম যেখানে জঘন্য-মন্দ-কাজ চলছিল, তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায় ও দুষ্কৃতকারী।" (সূরা আম্বিয়া - ৭৪)

অতঃপর হযরত ইবরাহীমের (আঃ) ছেলে হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) এর কথা জানা যায়। এ সময়কার বিরোধীদের তৎপরতা বিস্তারিত কোরআনে বর্ণনা করা হয়নি। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ছেলেরাই তার সাথে অনেক নাফরমানিমূলক আচরণ করেছে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মনিব-পত্নির আচরণ ও তা থেকে আত্মরক্ষা, জেলজীবন – এসব বিরোধিতার ইতিহাস।

আদ জাতির নিকট নবী হুদ (আঃ) কে পাঠানো হয়েছিল। যথারীতি তার কওমের নিকট দাওয়াত প্রদানের পর তার কওমের লোকেরা তাকে বলল ঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتِنَا بِمَآ تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

"তারা বলল, আপনি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছেন যে আমরা

www.pathagar.com

আল্লাহর একত্ত্ববাদের এবাদত করি আর আমাদের পূর্ব পরুষগণ যাদেরকে ইবাদত করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করি, বরং আপনি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন তা নিয়ে আসুন যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।"

(সূরা আ'রাফ - ৭০)

ফলে তারা আযাবে ধ্বংশ হয়ে গেল।

ছালেহ (আঃ) নবী প্রেরিত হয়েছিলেন ছামুদ জাতির প্রতি। নবী যথারীতি দাওয়াত প্রদান করলেন। আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ এক উষ্ট্রী নিয়ে আসলেন এবং তার কোন ক্ষতি করতে নিষেধ করলেন কিন্তু ছামুদ জাতির লোকেরা উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল এবং বলল ঃ

فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يَصٰلِحُ اْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ.

"অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল এবং তাদের রবের নির্দেশকে অমান্য করল এবং বলল হে ছালেহ আমাদেরকে যে (আযাবের) ভয় তুমি দেখালে, যদি তুমি (ঠিকই) রাসূল হয়ে থাক তবে তা নিয়ে আস। অতঃপর তাদেরকে ভূকম্পন ঘিরে ধরল এবং তাদের ঘরেই তারা উপুড় পড়ে রইল।" (সূরা আ'রাফ ৭৭-৭৮)

মাদইয়ানবাসীর নিকট শুয়াইব (আঃ) কে প্রেরণ করা হল। তিনি তার কাওমের লোকদের আল্লাহর এবাদত ও মাপে-ওজনে কম-বেশ না করার কথা বললেন। কিন্তু কওমের সর্দার প্রধানগণ বলল ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا قَالَ اَوْ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ.

"তার কাওমের যারা দাম্ভিক সরদারপ্রধান তারা বলল, হে শুয়াইব, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ

www.pathagar.com

থেকে অবশ্যি বের করে দেব অথবা আমাদের মিল্লাতে অবশ্যি ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব বললেন, যদিও আমরা তোমাদের মিল্লাতকে ঘৃণাই করি, তবুও ।" (সূরা আ'রাফ - ৮৮)

মাদইয়ানবাসীর নাফরমানির কারণে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসল এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অতঃপর হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের দীর্ঘ বিরোধের কাহিনী কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। হক ও বাতেলের চূড়ান্ত পর্যায়ে ফেরাউন সমুদ্রের মধ্যে ডুবে মরে তার সৈন্য সামন্তসহ।

হযরত মূসা (আঃ) এর পর তাওরাতের অনুসারী বহু নবী-রাসূল আগমন করেন। এদের মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ) এর কথা উল্লেখযোগ্য। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দোর্দন্ড প্রতাপ ও চূড়ান্ত প্রভাব দিয়েছিলেন, বাতেল তাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

পরবর্তী সময়ে ইমরানের বংশধরদের মধ্যে অনেক নবী-রাসূল এসেছে, কুরআনে তাদের বিরোধিতার সবিস্তার বর্ণনা দেয়া হয়নি। তবে হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরোধিতা, তাকে শুলে চড়ানোর কথা কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। সর্বশেষে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে বাতেল শক্তির বিরোধ বর্ণিত হয়েছে কোরআনের পাতায় পাতায়। তাই দুনিয়ার ইতিহাস, হক ও বাতেলের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ইতিহাস।

আজো যদি হক তার যথার্থরূপে ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়; তাহলে বাতেলের সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। হক ঘাপটি মেরে বসে থাকে, আর বাতেল দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন চালায়, তাই হক ও বাতেলে কোন সংঘর্ষ হয় না। এ যেন এক আপোস ফর্মুলা। যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কোন আপোস ফর্মুলায় রাজী হননি। কোরায়েশ সর্দারদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সূরা কাফেরূন নাযিল হয়। আল্লাহ তায়ালা নবীকে বলতে শিখিয়েছেন,

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. لَآاَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآاَعْبُدُ. وَلَآ اَنَاعَابِدٌ مَّاعَبَدْتُّمْ. وَلَآاَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآاَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ.

www.pathagar.com

"বলুন, হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করি না, আর তোমরাও আমরা যার উপাসনা করি তার উপাসনা কর না। আর আমি তোমরা যার উপাসনা কর তার উপাসনা করব না। আর তোমরাও আমি যার উপসনা করি, তার উপাসনা করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন।" (সূরা কাফেরূন)

অবশ্য মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ) ইহুদীদের সাথে মদীনা সনদ নামে শান্তি সমঝোতামূলক চুক্তি করেছিলেন। এ ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমঝোতা, দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন সমঝোতা নয়।

কোরআনের আলোকে মানব জীবন পর্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম হক ও বাতেলের চিরন্তর সংগ্রামে মানব গোষ্টির এক পক্ষ হকের পক্ষে, আর অপর পক্ষ বাতেলের পক্ষে সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। কখনও হক বিজয়ী, কখনও বাতেল। কিন্তু মানব জীবনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ পাবে আখেরাতে, মানুষের জীবনের কামিয়াবি ও ব্যর্থতার চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ হবে হাশরের ময়দানে।

❖❖❖

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে নেককার মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত লাভ

মানব জীবনের শেষ পরিণতি আখেরাতে। ইসলামী ধারণা মতে জীবনের দু'টি দিক- ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল মানে এ দুনিয়ার জীবন যা চলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত। আর মৃত্যুর পর শুরু হয় আখেরাত। ফলে মানুষের শেষ পরিণতি আখেরাত। মানব জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য ও ব্যর্থতা তাই আসে আখেরাতে। আখেরাতের জীবনের সাফল্যই জীবনের প্রকৃত সাফল্য আর আখোতের ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা। জীবনের সাফল্য মানে পুরস্কার তথা জান্নাত লাভ। আর জীবনের ব্যর্থতা মানে শাস্তি তথা জাহান্নাম প্রাপ্তি। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মানব জীবনের পুরস্কার তথা জান্নাত লাভের যেমন উল্লেখ রয়েছে, তেমনি বহু আয়াতে মানব জীবনের ব্যর্থতা তথা জাহান্নাম প্রাপ্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আমরা সাধ্যমত কোরআনে উল্লিখিত পুরস্কার লাভ ও শাস্তি প্রাপ্তির আয়াতসমূহ উল্লেখ করে দেখাব।

জীবনের সাফল্যের ফলাফল ঃ পুরস্কার তথা জান্নাত লাভ

মানব জীবনে যথার্থ হেদায়াত লাভ-আল্লাহ রাসূল, আখেরাতের প্রতি যথার্থ ঈমান পোষণ করে সৎ আমলসহ সৎ জীবন যাপনের কারণে মানব জীবনে যে সাফল্য আসে তার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে মানুষকে জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করেছেন। সেই জান্নাতে সুখ-শান্তির সকল উপাদান মওজুদ থাকবে বলে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন। আখেরাতের খাদ্য-পানীয়, মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ আসবাব-পত্র, বাড়ী-ঘর, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আল কোরআনে। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ

www.pathagar.com

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا، قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْابِه مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎ আমল করেছে তাদের জন্য সুসংবাদ যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে কোন ফল রেজেক হিসাবে প্রদান করা হবে, তারা বলে উঠবে এ ফলতো আমাদেরকে পূর্বেই রেজেক হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল, তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ব ফল দেয়া হবে, তাদের জন্য থাকবে সতী-সাধ্বী স্ত্রীসমূহ এবং সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। (সূরা বাকারা - ২৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আর ইহুদী, নাসারা ও সাবেয়ীন (তাদের মধ্য থেকে) যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার, আর তাদের জন্য কোন ভয়ের ও দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই।" (সূরা বাকারা-৬২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُواالصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।' (সূরা বাকারা - ৮২)

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর জন্য অনুগত ও সমর্পিত করে দিয়েছে এবং সে সদাচরণকারী, তার পুরস্কার রয়েছে তার রবের নিকট, আর তার জন্য কোন ভয়ের ও দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই।' (সূরা বাকারা-১১২)

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ، لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ - اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالاَسْحَارِ -

'(ঐ সব ব্যক্তিদের জন্য) যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট জান্নাত রয়েছে যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল, সেখানে রয়েছে সতী-সাধ্বী স্ত্রীসমূহ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি, আল্লাহ ঐ সব বান্দাদের ভালভাবে দেখে থাকেন। যারা বলে হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন। এরা ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, অনুগত, দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

(সূরা আল ইমরান - ১৫,১৬,১৭)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

'আর যাদের চেহারা উজ্জল হবে, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতের মধ্যে, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল।' (সূরা আলে ইমরান - ১০৭)

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهِ، وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -

'আল্লাহ কেবলমাত্র তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন ও এদ্বারা তাদের অন্তরকে করেন পরিতৃপ্ত, আর সাহায্য কেবল মাত্র মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।' (সূরা আলে ইমরান - ১২৬)

وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - وَسَارِعُوْا
اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْاوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ
- اُولٰٓئِكَ جَزَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُخٰلِدِيْنَ فِيْهَا، وَنِعْمَ اَجْرُالْعٰمِلِيْنَ -

'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, আশা করা যায় যে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। তোমার রবের ক্ষমার প্রতি দৌড়িয়ে যাও, আর ঐ জান্নাতের প্রতি যার প্রশস্ততা আসমান ও জমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় খরচ করে, রাগ হজমকারী ও লোকদেরকে ক্ষমাকারী, আল্লাহ সদাচারী দেরকে (মোহসেন) ভালবাসেন। আর যারা কোন নির্লজ্জ কাজ করে বসে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ ব্যতীত গোনাহসমূহ কে ক্ষমা করবে? তারা যা করেছে সে ব্যাপারে জেদ ধরে না ঐ অবস্থায় যে তারা জানে। এদেরই পুরস্কার হয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং ঐ জান্নাত যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল আর এ হলো কর্মীদের জন্য উত্তম প্রতিদান।'

(সূরা আলে ইমরান - ১৩২-১৩৬)

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط
بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ

www.pathagar.com

خَلْفِهِمْ لا أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ - يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَّ أَنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ - اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ -

'যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে রেযেক প্রদান করা হয়। তাদেরকে আল্লাহ তার অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত, আর যারা পেছনে রয়ে গেছে এখনো তাদের নিকট পৌঁছেনি তারাও খুশী হয়। তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃশ্চিন্তা নেই।

"আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহে তারা খুশী, আর আল্লাহ নিশ্চয়ই মু'মিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। যারা তাদের প্রতি আঘাত আসার পর আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া প্রদান করেছে, তাদের মধ্যে যারা সদাচরণকারী ও তাকওয়া অবলম্বনকারী, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান।"

যারা লোকদেরকে বলে নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জমা হয়েছে কাজেই তাদেরকে ভয় করো, অতঃপর তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলেন আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উৎকৃষ্ট অভিভাবক। অতএব তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল, কোন মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করল না এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করলে আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।" (সূরা আলে ইমরান - ১৬৯-১৭৪)

فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ط وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

www.pathagar.com

"অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ কর, যদি ঈমান পোষণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার।"
(সূরা আলে ইমরান - ১৭৯)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ- لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

"প্রতিটি নফসই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে, অতএব যাকে দোজখ থেকে রক্ষা করা হল এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হল, সে কামিয়াব হয়ে গেল, আর এ দুনিয়ার জীবন সাময়িক প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের নফস সমূহের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে। আর যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা মোশরেক তাদের কাছ থেকে অনেক কষ্টের কথা শুনবে। এতে তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তা হবে সাহসী পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫-১৮৬)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ، ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ -

'অতঃপর তাদের রব তাদের জওয়াব দিচ্ছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি আমলকারীর

www.pathagar.com

আমল তা পুরুষেরই হোক বা নারীর নষ্ট করি না তোমরা অপরের জন্য এক। অতএব যারা হিজরত করছে, যাদেরকে বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যারা আমার পথে কষ্ট স্বীকার করেছে, লড়াই করেছে এবং শহীদ হয়েছে, তাদের থেকে মন্দ কাজ সমূহ মিটিয়ে দেব, যাক তাদেরকে এমন বেহেশত প্রবেশ করাব যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান।' (সূরা আলে ইমরান -১৯৫)

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ -

'কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে চলবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আসে তা নেককারদের জন্য উত্তম।' (সূরা আলে ইমরান - ১৯৮)

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

'এ হলো আল্লাহর সীমা, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল আর এ হলো বিরাট কামিয়াবী।' (সূরা নেছা-১৩)

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا .

'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না, যদি একটি নেকী হয় তবে তা বর্ধিত করা হবে এবং তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া হবে বিরাট প্রতিদান।'

(সূরা নেছা-৪০)

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّ نُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً ـ

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে শিগগীরই আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে থাকবে তারা চিরদিন ও অনন্তকাল, সেখানে থাকবে তাদের জন্য সতী-সাধ্বী স্ত্রীসমূহ আর তাদেরকে ঘন ছায়ায় প্রবেশ করাব।' (সূরা নেছা - ৫৭)

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ اَوِاخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا . وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ـ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ـ

'আর আমি যদি তাদের নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করতাম বা তোমাদের বাড়ী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করতাম তবে তাদের মধ্যকার অল্প সংখক ছাড়া তা করত না। আর তাদেরকে যে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে তা যদি তারা করত তবে তাদের জন্য তা হত উত্তম ও ঈমান দৃঢ়কারী। আর এমতবস্থায় আমি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে বিরাট প্রতিদান দিতাম এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথে হেদায়াত দান করতাম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলে তারা আল্লাহ যাদেরকে নেয়ামত দানে ধন্য করছেন-নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগণ তাদের সাথে থাকবেন। এরা হলেন উত্তম সংগী। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা নেছা ৬৬-৭০)

www.pathagar.com

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'অতএব আল্লাহর পথে লড়াই কর, তাদের বিরুদ্ধে যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে, আর যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে তারা নিহত (শহীদ) হোক বা বিজয়ী তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।'
(সূরা নেছা - ৭৪)

لاَ يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا. دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

'সে ব্যক্তি সমান নয় যে কোন ওযর ব্যতীত মু'মিনদের মধ্য থেকে ঘরে অবস্থান করে আর যারা তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের নফস দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে, আল্লাহ ঘরে অবস্থানকারীদের তুলনায় ধন-সম্পদ ও তাদের নফস দিয়ে মুজাহিদদের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, অবশ্য আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করছেন, তবে আল্লাহ মুজাহিদদেরকে অবস্থানকারীদের উপর বিরাট পুরস্কার দানে মর্যাদাবান করেছেন।' (সূরা নেছা - ৯৫,৯৬)

لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ م بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

www.pathagar.com

'অধিকাংশ গোপন শলাপরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি ছদকা প্রদান বা কোন ভাল কাজের নির্দেশ দানের বা লোকদের মধ্যে সন্ধি করার জন্য তা করেন তবে ভিন্ন কথা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরূপ করে, তাকে শিগগীরই বিরাট পুরস্কার প্রদান করা হবে।' (সূরা নেছা - ১১৪)

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

'তবে যারা তওবা করেছে, সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং তাদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়েছে, এরা মু'মিনদের সাথেই রয়েছে, আর আল্লাহ শিগগীরই মু'মিনদেরকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করবেন।' (সূরা নেছা-১৪৬)

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُوْلٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং যারা মু'মেন তারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান পোষণ করে, তারা নামায কায়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী, এবং আল্লাহ ও আখেরাতের দ্বীনের প্রতি ঈমান পোষণকারী, তাদেরকে শিগগীরই বিরাট পুরস্কার প্রদান করা হবে।' (সূরা নেছা - ১৬২)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

'যারা ঈমান এসেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।' (সূরা মায়েদা - ৯)

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ ج وَبَعَثْنَا

www.pathagar.com

مِنْكُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ -

'আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বনী ঈসরাইল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে থেকে বার জন নকীব প্রেরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান পোষণ কর, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাক এবং আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান কর, তাহলে অবশ্যি আমি তোমাদের মন্দ কাজসমূহ মিটিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে ঐ বেহেশতে প্রবেশ করাব যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত।' (সূরা মায়েদা - ১২)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ.

'আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তাদের মন্দ কাজ সমূহ অবশ্যি মিটিয়ে দিতাম ও তাদেরকে অবশ্যি জান্নাতে নায়ীমে প্রবেশ করাতাম।' (সূরা মায়েদা - ৬৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

'যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইহুদী, ছাবেয়ুন ও খ্রিষ্টান তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং সৎকাজ করে, অতএব তাদের জন্য কোন ভয়ের এবং দুশ্চিন্তার কারণ নেই।' (সূরা মায়েদা - ৬৯)

www.pathagar.com

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

'আল্লাহ বলবেন, এ হলো সেদিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা উপকার দেবে, তাদের জন্য সে জান্নাত যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরদিন, অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারাও হয়েছে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ হলো মহা কামিয়াবী।' (সূরা মায়েদা-১১৯)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

'আমি রাসূলদেরকে কেবলমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি, অতঃপর যারা ঈমান এনেছে ও সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের কোন ভয়ের এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই।' (সূরা আনয়াম-৪৮)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ج وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ط وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَاۤ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

'আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষ রয়েছে তা আমরা দূর করে দেব। তাদের পাদদেশে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে,

www.pathagar.com

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এতে পৌঁছিয়েছেন, আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে এখানে না পৌঁছাতেন, আমরা এখানে পৌঁছুতে পারতাম না, নিশ্চয়ই আমাদের রবের রাসূলগণ যথার্থভাবেই এসেছিলেন, আর তাদেরকে ডেকে বলা হবে ঃ এই সেই জান্নাত যাতে তোমাদের কার্যকলাপের বিনিময়ে তোমাদেরকে ওয়ারিশ করা হয়েছে।" (সূরা আরাফ ঃ ৪২-৪৩)

اَهٰؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ط اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

'এরাই কি তারা যাদের ব্যাপারে তোমরা শপথ করে বলতে আল্লাহর রহমত এদের কাছে পৌঁছুবে না, তোমরা বেহেশতে ঢুকে পড়, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তাযুক্তও হবে না। (সূরা আরাফ-৪৯)

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ قف يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

'(হযরত) মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই পৃথিবী তো আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর ওয়ারিশ বানান, আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।' (সূরা আরাফ-১২৮)।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

'নিশ্চয়ই মু'মিন তো তারাই তখন যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাদের অন্তর কেঁপে উঠে আর যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় আর তারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। যারা নামায কায়েম করে, আমরা তাদেরকে যে রেযেক প্রদান করেছি তা থেকে

www.pathagar.com

খরচ করে, এরাই যথার্থ মু'মিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট বহু মর্যাদা রয়েছে, আর রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।' (সূরা আনফাল ঃ ২-৪)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ
عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

'আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি হলো পরীক্ষা, আর আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার। হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদেরকে (হক ও বাতেলের) পার্থক্যকারী করে নির্ধারণ করবেন, আর তোমাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন – আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।' (সূরা আনফাল- ২৮-২৯)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

'আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করছে, আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় প্রদান করেছে ও সাহায্য করেছে, এরাই সত্যিকার মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।' (সূরা আনফাল - ৭৪)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ،
اُوْلٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. وَعَدَ اللّٰهُ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

www.pathagar.com

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ، ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'মু'মিন নারী-পুরুষরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করে; অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করে, এদেরকে আল্লাহ শিগগীরই রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞ। আল্লাহ মু'মিন মু'মিনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে জান্নাতের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে এবং যাতে থাকবে তারা চিরকাল এবং যে চিরস্থায়ী জান্নাতে রয়েছে পবিত্র বাসস্থানসমূহ। সেখানে থাকবে সবচেয়ে উচ্চ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি, এ হলো বিরাট কামিয়াবী।' (সূরা তওবা-৭১-৭২)

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

'মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম সারিতে অবস্থানকারী আর যারা তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে অবস্থান করবে তারা চিরদিন, অনন্তকাল। এ হলো বিরাট সাফল্য।' (সূরা তওবা -১০০)

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"যারা নেক কাজ ও আরও অধিক মঙ্গলজনক কাজ করেছে, তাদের চেহারা মলিনতা ও অপমান ছেড়ে যাবে না- এরা হবে জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।" (সূরা ইউনু–২৬)

www.pathagar.com

إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ط أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ.

'তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অনেক বড় পুরস্কার।' (সুরা হুদ-১১)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ لا أُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ সম্পন্ন করেছে এবং তাদের রবের প্রতি মস্তক অবনত করে দিয়েছে, এরা হলো জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।' (সূরা হুদ-২৩)

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ط تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ-

'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা আল্লাহর আদেশে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে তাদের প্রতি ছালাম দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হবে।' (সূরা ইবরাহীম-২৩)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً .اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আমরা তার নেক আমলকে নষ্ট করি না। এদেরই জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে, সেখানে সবুজ

www.pathagar.com

রংয়ের মিহিন ও পুরু রেশমের তৈরি পোষাক পরানো হবে, সেখানে তারা পালংকের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, কতই উত্তম প্রতিদান আর কতই না উত্তম স্থান।' (সূরা কাহাফ- ৩০-৩১)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً.

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য মেহমানদারী স্বরূপ ফেরদাউস জান্নাত রয়েছে। যেখানে থাকবে তারা চিরদিন, যেখান থেকে তারা অন্যত্র যেতে চাইবে না।' (সূরা কাহাফ- ১০৭)

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا. جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا. لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلاَّ سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.

'তবে যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না। তাহলো চিরস্থায়ী জান্নাত যা তার বান্দাদের প্রতি রহমান অদৃশ্যভাবে ওয়াদা করেছেন, তার ওয়াদা মত সেখানে তারা অবশ্যি পৌঁছুবে। সেখানে তারা সালাম ব্যতীত কোন অনর্থক কথাই শুনতে পাবে না, আর সেখানে তারা সকাল ও সন্ধায় তাদের রেযেক প্রাপ্ত হবে। এ হলো সে জান্নাত যার ওয়ারিশ হবে আমার ঐসব বান্দা যারা আমাকে ভয় করে।' (সূরা মরিয়ম ৬০-৬৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য শিগগীরই রহমান তাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা মরিয়াম ঃ ৯৬)

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى- جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰؤُا مَنْ تَزَكّٰى.

'যে ব্যক্তি মু'মিনরূপে রবের নিকট পৌঁছবে, আর সে নেক আমলও করে থাকবে, তাদের জন্য অনেক উঁচু মর্যাদা রয়েছে, তাহলো চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল, আর এ হলো পবিত্রতা লাভকারীদের পুরস্কার।' (সূরা তাহা-৭৫-৭৬)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ.

'নিশ্চয়ই আমরা যিকরের (লওহে মাহফুজের) পর যবুরে লিখে রেখেছিলাম যে, আমার নেক ও যোগ্য বান্দারা পৃথিবীটার (বেহেশতের) ওয়ারিশ হবে।' (সূরা আম্বিয়া ঃ১০৫)

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ. وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি পরানো হবে এবং তাদের পোষাক হবে রেশমের। তারা পবিত্র বাক্যের হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছিল এবং প্রশংসিত রাস্তার হেদায়াত লাভ করেছিল।' (সূরা হজ্জ-২৩-২৪)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْمَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَخَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে অতঃপর নিহত হয়েছে বা

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যি উত্তম রেজেক প্রদান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম রেযেক প্রদানকারী। নিশ্চয়ই তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা সে পছন্দ করে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যি মহাবিজ্ঞ ও মহা ধৈর্যশীল।" (সূরা হজ্জ - ৫৮-৫৯)

সূরা মু'মিনুন এর প্রথম নয় আয়াতে মু'মিনের অনেকগুলো গুণের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "এরাই হলো উত্তরাধিকারী যারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।"

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য এ ওয়াদা করছেন যে, "তাদেরকে এ পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন যেভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিলেন তাদেরকে খেলাফত দান করেছিলেন, তিনি তাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করেন তাদের জন্য তা প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন এবং তাদের ভয়ের পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবেন।" (সূরা নূর - ৫৫)

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا.

"সেদিন বেহেশতের অধিবাসীদের অবস্থান স্থলও হবে উত্তম আর তাদের বিশ্রামস্থলও হবে উত্তম।" (সূরা ফোরকান - ২৪)

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

"এসব লোককে তাদের ধৈর্যধারণের কারণে প্রাসাদসমূহ পুরস্কার দেয়া হবে এবং সেখানে তারা খোশ-আমদেদ ও সালামের সাক্ষাৎ লাভ করবে, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল, এ হলো বাসস্থান ও অবস্থান স্থলের উত্তম জায়গা।"

(সূরা ফোরকান-৭৫-৭৬)

www.pathagar.com

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

"এ হলো আখেরাতের বাড়ী- এটা আমি তাদেরকেই প্রদান করে থাকি, যারা পৃথিবীতে গর্ব-অহংকার ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না। আর উত্তম পরিণতি তো মুত্তাকীদেরই জন্য।" (সূরা কাছাছ - ৮৩)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের পাপসমূহ অবশ্যি আমি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যি উত্তম প্রতিদান দেব যা তারা করছিল।" (সূরা আনকাবুত -৭)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

"আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদেরকে আমি অবশ্যি জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করব আর তার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল, কতই না উত্তম কর্মীদের এ প্রতিদান। যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে।" (সূরা আনকাবুত -৫৮-৫৯)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ.

"অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা উদ্যানে উল্লসিত হবে।" (সূরা রূম -১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত, সেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল। এ হলো আল্লাহর যথার্থ ওয়াদা আর আল্লাহ্ হলেন মহা পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ।"

(সূরা লোকমান - ৮-৯)

أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًاۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

" যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে মাওয়া নামক জান্নাত, তারা যে সব কাজ করেছিল তার মেহমানদারী স্বরূপ।" (সূরা সাজদা -১৯)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মু'মিন পুরুষ ও নারী, অনুগত নারী ও পুরুষ, সত্যবাদী নারী ও পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী ও পুরুষ, ভয় পোষণকারী নারী ও পুরুষ, দানশীল নারী ও পুরুষ, রোজাদার নারী ও পুরুষ, লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নারী ও পুরুষ, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী নারী ও পুরুষ – আল্লাহ এদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন।"

(সূরা আহযাব - ৩৫)

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ. جَنّٰتُ

www.pathagar.com

عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ج وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ. وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ. اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ج لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ.

"অতঃপর আমি ঐ লোকদেরকে কেতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি, যাদেরকে আমি আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা নিজেদের নফসের উপর যুলুমকারী, তাদের মধ্যে মধ্যমপন্থীও রয়েছে। আবার তাদের মধ্যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী দলও রয়েছে, এ হলো অনেক বড় অনুগ্রহ। এ হলো চিরস্থায়ী জান্নাত। তাতে সে প্রবেশ করবে। সেখানে স্বর্ণের চুড়ি ও মুক্তা পরানো হবে, আর সেখানে পোষাক হবে রেশমের। আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমাদের রব অবশ্যি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। যিনি আমাদের থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে তারই অনুগ্রহে স্থায়ী বাসস্থানে নামিয়ে দিয়েছেন, যেখানে আমাদেরকে কোন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং অনর্থক বাজে কাজও আমাদেরকে পেয়ে বসবে না।" (সূরা ফাতের - ৩২-৩৫)

অতীত জাতিদের মধ্যে যখন জনৈক ঈমানদার যে ঈমান গোপন করে রেখেছিল পরে তার জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান জানালো এবং নবীর কথা শুনতে বলল, তখন তার জাতির লোকরা তাকে হত্যা (শহীদ) করে ফেলল। তার সাথে আল্লাহ যে আচরণ করেছেন তা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ، بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ .

"তাকে বলা হলো জান্নাতে দাখেল হয়ে যাও। সে বলল, হায়! আমার কওম যদি জানতে পেত যে, আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও আমাকে

www.pathagar.com

সম্মানিত করেছেন।” (সূরা ইয়াছিন - ২৬-২৭)

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ. هُمْ
وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ. لَهُمْ فِيْهَا
فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّايَدَّعُوْنَ. سَلٰمٌ قف قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ.
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ-

“নিশ্চয়ই সেদিন বেহেশতবাসীরা কাজে-কর্মে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে পালংকের উপর বসা থাকবে। তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফল- ফলাদি এবং তারা যাই কামনা করবে। দয়ালু রবের পক্ষ থেকে কথা আসবে সালাম। আর বলা হবে আজ অপরাধীরা আলাদা হয়ে যাও।”

(সূরা ইয়াছিন - ৫৫-৫৯)

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ. اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ.
فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ. فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ. عَلٰى سُرُرٍ
مُّتَقٰبِلِيْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ. بَيْضَآءَ لَذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ. لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ. وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ. كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ. فَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ
كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ. يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ. ءَاِذَا مِتْنَا
وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ
مُّطَّلِعُوْنَ. فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ. قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ
كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ. وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ.
اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ. اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ

www.pathagar.com

بِمُعَذَّبِيْنَ. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ.

"শুধু আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাগণের জন্য রয়েছে পরিচিত খাদ্য, ফল-ফলাদি, আর তারা হবে মহা সম্মানিত। তারা থাকবে নেয়ামতে ভরা জান্নাতে, আসনের উপর মুখোমুখী বসা অবস্থায়। তাদের সামনে শরাবের পেয়ালা যা তরল শয়াবে পরিপূর্ণ তা পরিবেশিত হবে। যা হবে পানকারীদের জন্য শুভ্র বর্ণের ও সুস্বাদু। সেখানে থাকবে না কোনরূপ অনর্থক শোরগোল, এবং তাতে তারা জ্ঞানলোপ পেয়ে বেহুশও হবে না। তাদের নিকট থাকবে বিনত সুনয়না (হুরগণ) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। তারা তখন একে অপরের দিকে মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের মধ্যে একজন বলবে আমার একজন সংগী ছিল, সে বলত, তুমি কি পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখন কি আমরা আবার অপমানিত হব? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি মেরে দেখতে চাও? কখন তাকে উঁকি মেরে দোযখের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে। সে বলবে, আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসের উপক্রম করে ফেলেছিল। আর যদি আমার রবের নেয়ামত আমি না পেতাম, আমি তো দণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। আমরা কি আর মরব না সেই প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর আমরা আযাবে পতিত হব না। আর এ হলো বিরাট সফলতা। এ উদাহরণের আমলকারীদের আমল করে যাওয়া উচিৎ।" (সূরা সাফফাত-৪০-৬১)

هٰذَا ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ. جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ -مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ. هٰذَا مَاتُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهٗ مِنْ نَّفَادٍ.

"এ হলো এক উপদেশমালা (স্মরণ)। আর নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম বাসস্থান, সেই চিরন্তন জান্নাত, তাদের জন্য তার দরজাসমূহ খোলা থাকবে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে, সেখানে তাদের কাছে থাকবে

www.pathagar.com

আনত নয়না সমবয়স্কা হুরগণ। এ হলো হিসাবের দিনের জন্য তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই এ হলো আমাদের দান যা কোনদিন শেষ হবে না।' (সূরা সোয়াদ - ৪৯-৫৪)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَ جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ- وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

"(সেদিন) যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে একত্রিত করা হবে, এমনকি যখন তারা সেখানে এসে পৌছুবে ঐ অবস্থায় যে বেহেশতের দরজা সমূহ খোলা থাকবে এবং দ্বার রক্ষীগণ তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা পবিত্রতা লাভ করে আনন্দিত হলে, তাই তোমরা এতে প্রবেশ কর অনন্তকালের জন্য। তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকার বানিয়ে দিয়েছেন, আমরা জান্নাতের সেখানে ইচ্ছা জায়গা দখল করে নিতে পারি, অতএব এ হলো (সৎ) কর্মশীলদের জন্য উত্তম প্রতিদান।" (সূরা যুমার - ৭৩-৭৪)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. رَبَّنَا وَاَدْخِلْ هُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ن الَّتِىْ وَعَدْ تَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

www.pathagar.com

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"যারা আরশ বহন করে ও তার চতুর্দিকে তাদের রবের প্রশংসার তসবীহ করে এবং তৎপ্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ঃ হে আমাদের রব আপনি রহমতে ও জ্ঞানে সর্বব্যাপী। অতএব তাদেরকে ক্ষমা করুন যারা তওবা করেছে এবং আপনার পথ অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের রব, আর তাদেরকে চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করুন যার ওয়াদা আপনি তাদের প্রতি করে রেখেছেন, আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানাদির মধ্যে যারা যোগ্য হয়েছে তাদেরকেও, নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ। তাদেরকে তাদের পাপসমূহ থেকে রক্ষা করুন, আর সেদিন যে ব্যক্তি পাপসমূহ থেকে রেহাই পেল, তার প্রতি তো রহমত করা হলো-আর এ হলো বিরাট সফলতা। (সূরা মোমিন - ৭-৯)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ج لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَئٌّ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

"সেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে, তাদের কারো কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? একক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিদান দেয়া হবে, আজ কোন যুলুম অবিচার নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব সম্পন্ন করবেন।" (সূরা মোমিন -১৬,১৭)

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُالْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ

www.pathagar.com

يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"হে আমার সম্প্রদায়, এ হলো সাময়িক উপভোগের দুনিয়ার জীবন, আর নিশ্চয়ই আখেরাত হলো এক আরামের বাড়ী। যে ব্যক্তি মন্দ ও পাপ কাজ করে তাকে তার অনুরূপ প্রতিদানই দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোক এবং সে মু'মিন, সে অবস্থায় তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, সেখানে তারা বেহিসাব রেযেক প্রাপ্ত হবে।" (সূরা মোমিন - ৩৯-৪০)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব হলেন আল্লাহ্ অতঃপর এর উপর দৃঢ় থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় যারা বলে তোমাদের ভয়ের কারণ নেই, দুশ্চিন্তার কারণ নেই এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও যার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু আর আখেরাতেও। সেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের নফস যা কামনা করবে। তাই আর তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। এ হলো সেই ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী।" (সূরা হা-মীম সাজদা - ৩০-৩২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ.

"আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতের উদ্যানে অবস্থান করবে, তারা তাদের রবের নিকট থেকে যা চাইবে তাই পাবে –এ হলো অনেক বড় পুরস্কার।" (সূরা শূরা -২২)

يٰعِبَادِ لاَخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ - اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ

www.pathagar.com

اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ ط
مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ
اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَاَ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ
كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ.

"হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই। যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা ছিল মুসলিম। তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ আনন্দের সাথে। সেখানে তাদের নিকট স্বর্ণনির্মিত প্লেট ও পেয়ালাসমূহ পরিবেশন করা হবে। আর সেখানে বক্তিগণ যা চাইতে তাই পাবে এবং চক্ষুসমূহ পরিতৃপ্ত হবে। আর সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। এ হলো সেই জান্নাত, তোমরা যা করছিলে তার বিনিময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করলে। সেখানে থাকবে বহু রকম ফল-ফলাদি যা থেকে তোমরা খাবে।" (সূরা যুখরুফ - ৬৮-৭৩)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ. فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ.
يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ. كَذٰلِكَ
وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ. يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ
اٰمِنِيْنَ. لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج
وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. فَضْلًا مِّنْ ط رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে। উদ্যান ও নহর সমূহের মধ্যে। তারা সেখানে পাতলা ও মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করে মুখোমুখী বসে থাকবে; এরূপ হবে যে আমরা তাদেরকে আনত নয়না হুরদের সাথে যুগল করে দেব। তথায় তারা নিরাপদে প্রত্যেক রকমের ফল চেয়ে নিবে। তারা প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। আর তিনি তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। এ হলো তোমার রবের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

অনুগ্রহ। এ হলো বিরাট সফলতা।" (সূরা দুখান - ৫১-৫৭)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ.

"অতএব যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদেরকে তাদের রব স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেবেন, আর এ হলো সুস্পষ্ট সফলতা।" (সূরা জাসিয়া-৩০)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ أٰسِنٍ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ج وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ.

মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হলো এই যে তাতে পানির নদীসমূহ রয়েছে যা পরিবর্তনশীল নয়, দুধের নদীসমূহ রয়েছে যার খাদ্যমান পরিবর্তিত হয় না, শরাবের নদীসমূহ রয়েছে যা পানকারীদের নিকট খুবই সুস্বাদু, আর রয়েছে মধুর নদীসমূহ যা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন। আর সেখানে থাকবে সর্বপ্রকার ফল-ফলাদি ও তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।" (সূরা মুহাম্মদ - ১৫)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ. فٰكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ

www.pathagar.com

رَهِيْنٌ. وَامْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ. يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لاَّ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَ تَاْثِيْمٌ. وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ. قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ.

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নায়ীমে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তা নিয়ে তারা থাকবে আনন্দিত আর তাদের রব তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমরা যা করছিলে তার বিনিময়ে তোমরা খুব মজা করে খাও ও পান কর। সারি সারি সাজানো আসনসমূহে তারা বসে থাকবে আর আমরা তাদেরকে সুনয়না হুরের সাথে বিয়ে দিয়ে যুগল বানিয়ে দেব। আর যারা ঈমান এনেছে ও তাদের সন্তানেরা ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সন্তানদেরকেও আমি তাদের শামিল করে দিব আর তাদের আমলকে কিছুমাত্র সংকুচিত করা হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যা অর্জন করেছে তাতে বন্ধক রয়েছে। আমি তাদেরকে ফল-ফলাদি ও গোশ্‌ত যা তারা চাইবে তাদের জন্য তা আরো বাড়িয়ে দেব। সেখানে শরাবের পাত্র নিয়ে কাড়াকাড়িও হবে, তবে তাতে অনর্থক বাজে কথাবার্তা ও পাপ জাতীয় কিছুই সংঘটিত হবে না। আর সেখানে তাদের পরিবেশনের কাজে এমন সব বালক ঘুরে বেড়াবে যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা। তারা একে অপরের দিকে আলাপরত অবস্থায় এগিয়ে আসবে। তারা বলবে আমরা ইতঃপূর্বে আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে ভীত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন ও আমাদেরকে দোযখের তপ্ত হাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতঃপূর্বে তার নিকট প্রার্থনা করতাম, নিশ্চয়ই তিনি বড় অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।" (সূরা তূর-১৭-২৮)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ. فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ.

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ জান্নাত ও নহরসমূহে অবস্থান করবে, তা এমন পবিত্র স্থান যা সর্বশক্তিমান বাদশাহর সন্নিকটে অবস্থিত।" (সূরা কামার - ৫৪-৫৫)

সূরা আর রাহমানের ৪৬ আয়াত থেকে ৭৭ আয়াত পর্যন্ত বেহেশতের বর্ণনা রয়েছে। আর এক এক আয়াত পর পর জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হে জ্বিন ও ইনসানগণ তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার বা মিথ্যা সাব্যস্ত করছ ? এ বর্ণনায় যা বলা হয়েছে তাহলো ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِیْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لا لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. كَاَنَّهُنَّ الْیَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. مُدْهَآمَّتٰنِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ. فَبِاَیِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ

www.pathagar.com

قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ.

আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় পোষণ করেছে তার জন্য দুটি উদ্যান– উদ্যান দুটি হবে বহু শাখা বিশিষ্ট। উদ্যান দুটির মধ্যে দুটি প্রস্রবণ বহমান, উদ্যান দুটিতে প্রত্যেক রকমের ফল দু-প্রকার থাকবে। তারা সেখানে পুরু রেশমের আভ্যন্তরীণ আবরণ যুক্ত বিছানার উপর বসা থাকবে আর উদ্যান দুটির ফল খুব নিকটে হবে। সেখানে থাকবে আনত দৃষ্টি সম্পন্ন হুরগণ যাদেরকে ইতঃপূর্বে কোন মানুষ ও জ্বিন স্পশও করেনি। তারা যেন ইয়াকুত ও মুক্তা। আর এর এ দু'টি ছাড়া আরো দুটি বাগান রয়েছে। সে দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের। সে দু'টিতে দুটি বাগান রয়েছে। সে দু'টি গাঢ় সবুজ বর্ণের। সে দু'টিতে দু'টি ঝরণা উত্থলিত হতে থাকবে। তাতে থাকবে ফল-ফলাদি, খেজুর ও আনার। সেখানে থাকবে উত্তম স্বভাবের রূপসীগণ। তারা হলেন তাবুতে অবস্থানরত গোপনীয় হুরগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কোন মানুষ ও জ্বিন স্পর্শ করেনি। তারা রূপলী ও নকশীদার মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট কাপড়ের বিছানায় বসা থাকবে।"

(সূরা আর-রাহমান - ৪৬-৭৬)

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ-اُولٰۤئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ- فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ-وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ- عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ- مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ-يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ-لَّايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ-وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ- وَحُوْرٌ عِيْنٌ-كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ-جَزَاۤءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا-اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا-وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ- مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ-

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ- وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ- وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ- وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ- وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ-لاَّ مَقْطُوْعَةٍ وَّلاَ مَمْنُوْعَةٍ-وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ- اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً- فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا-عُرُبًا اَتْرَابًا-لِاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ-ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ-وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ.

"আর অগ্রগামীগণ অগ্রগামীই থাকবে, তারা জান্নাত নায়ীমে নিকটবর্তী হয়ে থাকবে। এদের মধ্যে একদল তো হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে আর কিছুসংক্ষক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। তারা স্বর্ণ নির্মিত আসনের উপর পরস্পর মুখোমুখী অবস্থায় বসা থাকবে। তাদের সামনে চিরস্থায়ী সুদর্শন বালকগণ প্রবাহমান শরাবের পরিপূর্ণ পানপাত্র, পেয়ালা ও গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। এতে তাদের না মাথা ব্যথা হবে আর না জ্ঞান লোপ পাবে। আর ফল-ফলাদি যা তারা পছন্দ করে বেছে নেবে। আর পাখীর গোশত তারা যা কামনা করবে। আর আনত নয়না হুরগণ যেন লুক্কায়িত মুক্তা। এ হলো তারা যা কতছিল তার প্রতিদান। সেখানে তারা কোন বাজে অনর্থক কথা-বার্তা ও শোরগোল শুনতে পাবে না। শুধু বলা হবে সালাম, সালাম। আর ডানপন্থীরা ডান পন্থীরা, কি বা কারা ? তারা সেখানে থাকবে, যেখানে থাকবে কাঁটাবিহীন ফুলগাছ, আর সারি সারি কলাগাছ, সুবিস্তৃত ছায়া আর প্রবাহমান পানি ও অসংখ্য ফলমূল যা না নিঃশেষিত হবে, আর না কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবে। সেখানে আরো থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা। আর আমি সেখানে মনের মত নারীদেরকে পয়দা করেছি, যাদেরকে আমি করেছি কুমারী, মনোহারিনী ও সমবয়স্কা – এ হলো ডানপন্থীদের জন্য। একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, আর অপরদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে।" (সূরা ওয়াকেয়া - ১০-৪০)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"আর যেদিন তুমি মু'মিন, মু'মিনাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে

www.pathagar.com

ও ডানে তাদের নূর দৌড়াচ্ছে, তোমাদের জন্য সেদিনের সুসংবাদ এমন এক জান্নাতের যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল, এ হলো বিরাট সাফল্য।" (সূরা হাদীদ - ১২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ.

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ হিসাবে গণ্য, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর (পুলসেরাতে)।" (সূরা হাদীদ - ১৯)

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আপনি এমন সম্প্রদায় পাবেন না যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে এমন লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করেছে যদিও তারা তাদের পিতা-মাতা, পুত্র, ভাই বা নিকটাত্মীয় হোক না কেন, এমন লোকের জন্য আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানকে লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত আর সেখানে থাকবে তারা চিরকাল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট। এরা হলো আল্লাহর দল, আর আল্লাহর দলই কামিয়াব।" (সূরা মুজাদালা - ২২)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ

www.pathagar.com

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"যেদিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে, সকলকে একত্রিত করার দিন –এ হলো হার জিতের দিন –আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে ও সৎকাজ করে; তার পাপসমূহ আমি মিটিয়ে দেই, আর তাকে ঐ জান্নাতে প্রবেশ করাই যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তাতে থাকবে সে সদা-সর্বদা চিরকাল –এ হলো বিরাট সফলতা।" (সূরা তাগাবুন -৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ; তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, খাঁটি তাওবা, আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে ঐ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেদিন আল্লাহ নবী ও তাঁর সাথী মুমিনদেরকে অপমানিত করবে না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াবে, তারা বলতে থাকবে আমাদের নূর আমাদের জন্য পূর্ণ করুন এবং আমাদিগকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা তাহরীম -৮)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاۤؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ. اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ. فِىْ

جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

" যেদিন তোমাদেরকে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। সে তো বলবে হ্যাঁ লও আমার কেতাব পাঠ কর, আমি তো ধারণা করেছিলাম যে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে উচ্চ জান্নাতে সন্তুষ্টজনক জীবনে শামিল হবে, যেখানে ফলসমূহ ঝুঁকে থাকবে। মজা করে খাও এবং পান কর, অতীত জীবনে তোমরা যে কাজ করেছিলে তার বিনিময়ে।"

(সূরা হাক্কাহ - ১৮-২৪)

اِنَّ الْاَبْرَرَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا-يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا.

"নিশ্চয়ই (সেখানে) নেককার বান্দাগণ পানপাত্রে কাফুর মিশ্রিত শরাব পান করবে, ঝরনা থেকে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ পান করবে এবং ঝরনাকে যথেচ্ছভাবে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে। তারা ওয়াজিবসমূহ পালন করে থাকে এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিন তার মন্দ প্রভাব সর্বব্যাপী প্রতিফলিত হবে।

(সূরা দাহর-৫-৭)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلَا شُكُوْرًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَاۤئِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا وَدَانِيَةً

www.pathagar.com

عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا -قَوَارِيْرَا مِنْ
فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا-وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاسًا كَاسًا
مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً- عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً
وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ- اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ
لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا- وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا
كَبِيْرًا-عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا
اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا- اِنَّ هٰذَا
كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا .

"তোরা আল্লাহর ভালবাসায় আর আমরা আমাদের খাদ্যের প্রতি আমাদের ভালবাসা সত্ত্বেও তা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দেয়। তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে খাবার দেই, বিনিময়ে কোনরূপ প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক কঠিন ও বিকৃতকারী দিনের আশংকা করি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে ঐ দিনের মন্দ থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে আনন্দ ও ফূর্তির সাক্ষাৎ ঘটান। আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছে তার বিনিময়ে জান্নাত ও রেশমী কাপড় পুরস্কার দান করেন। সেখানে তারা আসনসহ বসা অবস্থায় থাকবে। যেখানে না গরম ভোগ করতে না শীত। সেখানে তার ছায়া তাদের নিকটবর্তী হবে এবং বৃক্ষের ছায়া সেখানে ঝুঁকে পড়বে। আর তার আঙ্গুর সমূহ তাদের কাছাকাছি ঝুলে থাকবে। আর তাদের নিকট রৌপ্য নির্মিত পাত্র আনা হবে। এবং কাঁচ নির্মিত পানপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। রৌপ্য নির্মিত বোতলগুলো পূরণকারী পরিপূর্ণভাবে পূরণ করে রাখবে। সেখানে আদা মিশ্রিত গ্লাসগুলো থেকে পান করানো হবে। সেখানে একটি ঝরণা থাকবে তার নাম হবে সালসাবিল।সেখানে চিরস্থায়ী জীবনেরস সুদর্শন বালকগণ তাদের নিকট ঘুরে বেড়াবে। যখন তাদেরকে তোমরা দেখবে, তোমাদের মনে হবে মণি-মুক্তা। যখন তোমরা তা জান্নাতে দেখবে তখন তাকে অফুরন্ত নেয়ামত

www.pathagar.com

ও বিরাট রাজত্ব হিসাবেই দেখতে পাবে। যেখানে তাদের জন্য মিহিন রেশমের সবুজ পোষাক ও গাঢ় রেশমের পোষাক ও কাপড় থাকবে। আর তাদেরকে পরানো হবে রৌপ্যের কংকনসমূহ আর তাদেরকে তাদের রব শরাবান তহুরা পান করাবে। নিশ্চয়ই এসব হলো তোমাদের পুরস্কার আর তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনার স্বীকৃতি প্রদান।" (সূরা দাহর -৮-২২)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَآ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ ছায়ায় এবং ঝরণার মধ্যে অবস্থান করবে আর তারা যে সব ফল কামনা করবে তা পাবে। তোমরা যা করছিলে তার বিনিময়ে এসব তৃপ্তির সাথে মজা করে খাও ও পান কর। নিশ্চয়ই এভাবে আমরা মুহসিনদেরকে (সদাচরণকারীদেরকে) প্রতিদান দিয়ে থাকি।" (সূরা মুরসালাত -৪১-৪৪)

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا- حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا-وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا- وَّكَاْسًا دِهَاقًا-لَاَيَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَاكِذّٰبًا-جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءًاحِسَابًا.

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ হবেন সফলকাম। তারা লাভ করবে উদ্যানের মেলা ও আঙ্গুরের বাগান, আর সমবয়স্কা উচ্ছল যুবতীবৃন্দ, সাথে সাথে পূর্ণ পান-পাত্রসমূহ। সেখানে তারা শুনবে না কোন অনর্থক বাজে ও মিথ্যা কথা-বার্তা। এসব আপনার রবের পক্ষ থেকে যথার্থ হিসাবমত পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হবে।" (সূরা নাবা -৩১-৩৬)

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى- فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى.

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং তার নফসকে প্রবৃত্তির (কামনা থেকে) নিবৃত্ত রেখেছে, তার বাসস্থান হবে জান্নাত।" (সূরা নাযেয়াত-৪০-৪১)

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ-ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ.

www.pathagar.com

“(ঈমানের বদৌলতে) সেদিন অনেক চেহারা হয়ে উঠবে দীপ্তিময়, হাস্যোজ্জ্বল ও উৎফুল্ল।” (সূরা আবাসা- ৩৮, ৩৯)

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ- عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ- تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ -يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ-خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ -وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ-عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ.

“নিশ্চয়ই নেককার বান্দাগণ নায়ীম নামক জান্নাতে অবস্থান করবে। তারা আসনসমূহের উপর বসে (সবকিছু) অবলোকন করতে থাকবে। তুমি তাদের চেহারায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নেয়ামতের আভা দেখতে পাবে। তাদেরকে সীলমোহর যুক্ত বিশুদ্ধ শরাব যা কস্তুরী মিশ্রিত, তা পান করানো হবে। এ হলো লালসাকারীদের লালসা করার মত জিনিস। আর এ হবে তাসনীম (ঝরণার পানি) মিশ্রিত। এ হলো একটি ঝরণা যা থেকে নিকটবর্তীগণকে পান করানো হয়।” (সূরা মুতাফ্‌ফীন -২২-২৮)

اِلاَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاوَعَمِلُوْاالصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

“তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য এমন প্রতিদান রয়েছে, যা কোনদিন নিবৃত্ত করা হবে না।” (সূরা ইনশিকাক -২৫)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ- فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ- لاَّتَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً- فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ-وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ-وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ .

“সেদিন অনেক চেহারা হর্ষোৎফুল্ল হবে তাদের চেষ্টা সাধনা দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জনের কারণে। ফলে তারা উচু জান্নাতে স্থান লাভ করবে। যেখানে কোন কাজে অনর্থক কথা-বার্তা শুনতে পাবে না। সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝরণাধারা আর উচু উচু আসন সমূহ এবং পরিবেশিত হবে পান-পাত্রসমূহ ও সারি সারি

www.pathagar.com

তাকিয়াসমূহ এবং সবদিকে সম্প্রসারিত করে বিছানো গালিচা সমূহ।"

(সূরা গাসিয়া-৮-১৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ.

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এরাই হলো উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের রবের নিকট রয়েছে তাদের পুরস্কার, চিরস্থায়ী জান্নাত যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তারা থাকবে সদাসর্বদা, অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি, এ হলো তারা যারা তাদের রবকে ভয় করে।" (সূরা বাইয়েনা-৭-৮)

মানব জীবনের শেষ পরিণতি

দুনিয়ার জীবনে যে ঈমান-আকিদা ও নেক আমলের কারণে আখেরাতে মানুষ জান্নাত লাভ করবে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। ঈমান-আকিদা ও আমল-এ দু'ভাবে আমরা সে সব নিম্নে পেশ করছি।

ঈমান-আকিদা

১। তারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে। (সূরা বাকারা)

২। তারা তাদের মুখমণ্ডলীকে আল্লাহর নিকট অনুগত ও সমর্পিত করে দেয়। (সূরা বাকারা)

৩। তাকওয়া অবলম্বন করে;

৪। তাদের যখন বলা হয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো; তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক; (সূরা আলে ইমরান)

৫। তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে; (সূরা আলে ইমরান)

www.pathagar.com

৬। তারা তাদের রবকে ভয় করে চলে; (সূরা আলে ইমরান)

৭। তারা তাদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নেয়; (সূরা : নেছা)

৮। তারা রাসূলের প্রতি যা নাযেল হয়েছে এবং তাঁর পূর্বে যা নাযেল হয়েছে তার প্রতি ঈমান পোষণ করে; (সূরা নেছা)

৯। তাদের নিকট যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয় তাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর তারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল রাখে; (সূরা আনফাল)

১০। তারা তাদের রবের নিকট তাদের মস্তক অবনত করে দেয়; (সূরা-হুদ)

১১। তারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তাতে তারা মযবুত থাকে; (সূরা হামীম-সাজদা)

১২। তারা তাদের রবের সামনে দাঁড়াবার ভয় পোষণ করে; (সূরা- আর রহমান)

১৩। তারা আল্লাহ ও রাসূলে সাথে বিরোধিতা করে এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে না, যদিও তারা হয় তাদের নিকটাত্মীয়। (সূরা মুজাদালা)

পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত লাভ সম্পর্কিত যে সব আয়াত উল্লেখ করা হলো তা থেকে আমরা তিনটি বিষয় দেখতে পাই। (১) যে সব আমলের কারণে জান্নাত প্রদান করা হবে, (২) দুনিয়ায় প্রদত্ত পুরস্কার। (৩) আখেরাতে প্রদত্ত পুরস্কার।

যে সব আমলের কারণে জান্নাত প্রদান করা হবে ঃ

(১) যারা সৎ আমল করে;

(২) যারা সদাচরণ করে; (সূরা বাকারা)

(৩) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে; (সূরা আলেইমরান)

(৪) যারা ধৈর্যশীল হয়;

(৫) যারা সত্যপরায়ণ হয়;

(৬) যারা দানশীল ;

(৭) যারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে;

(৮) যারা আল্লাহ ও রাসূলে আনুগত্য করে;

(৯) যারা রবের ক্ষমার প্রতি দৌড়িয়ে যায়;

(১০) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় খরচ করে;

www.pathagar.com

(১১) যারা রাগ হজম করে;

(১২) যারা লোকদের ক্ষমা করে;

(১৩) যারা নির্লজ্জ কাজ করে ও নিজেদের উপর যুল্‌ম করে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে;

(১৪) যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত (শহীদ) হয়;

(১৫) যাদের প্রতি আঘাত আসার পর আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া প্রদান করে;

(১৬) যারা ধন-সম্পদ ও তাদের নফসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়;

(১৭) যারা হিজরত করে;

(১৮) যাদেরকে বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়া হয়;

(১৯) যারা আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট -স্বীকার করে;

(২০) যারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে; যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে কিনে নেয়;

(২১) যারা নেকী করে;

(২২) যারা তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের নফস দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে;

(২৩) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছদকা প্রদান করে; ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করে; এবং লোকদের মধ্যে সন্ধি করার জন্য শলা পরামর্শ করে;

(২৪) যারা তওবা করে;

(২৫) যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে;

(২৬) যারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে;

(২৭) নামায কায়েম করে;

(২৮) যাকাত প্রদান করে;;

(২৯) রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে;

(৩০) যারা ঈমানদারদেরকে আশ্রয় প্রদান করে ও সাহায্য করে;

(৩১) ভাল কাজের আদেশ প্রদান করে;

(৩২) মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে;

(৩৩) যারা অগ্রগামী ও প্রথম সারিতে অবস্থান করে;

www.pathagar.com

(৩৪) যারা তাদেরকে অনুসরণ করে;
(৩৫) অর্থহীন কথা-বার্তা ও অনর্থক কাজে জড়িত হয় না;
(৩৬) পবিত্রতা অর্জন করে;
(৩৭) হালাল যৌন জীবন যাপন করে;
(৩৮) আমানত রক্ষা করে;
(৩৯) ওয়াদা রক্ষা করে;
(৪০) যারা পৃথিবীতে গর্ব অহংকার ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না;
(৪১) তারা রোযাদার থাকে;
(৪২) আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে;
(৪৩) তারা হবেন আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দা;
(৪৪) যারা হবেন মুত্তাকী;
(৪৫) যারা তওবা করে আল্লাহকে অনুসরণ করে তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে যারা তাদেরকে অনুসরণ করবে;
(৪৬) যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে নিজেদের নফসকে পবিত্র রাখে। (সূরা নাযিয়াত)

আল্লাহর পুরস্কার লাভের জন্য বান্দার যে সব কাজ করতে হবে তার তালিকা থেকে জানা গেল মানুষকে যথারীতি আল্লাহর ভয় মনে রাখতে হবে। জীবন-যিন্দেগী পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্য পরায়ণতা ও তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহর বিধান তথা কোরআনের শিক্ষামতো চলতে হবে, দ্বীনী জিন্দেগীতে কোনরূপ রিয়া না রেখে আল্লাহর প্রতি যথার্থ খেয়াল হবে। আল্লাহ বিরোধী লোকদের সাথে সম্পর্ক না রেখে সৎলোকদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে এবং আল্লাহ বিরোধী লোকদের সাথে আজীবন জেহাদ ও মোকাবেলা করে যেতে হবে। আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ অথবা গাজী হতে হবে। মোটকথা এমনভাবে জীবনটাকে পরিচালিত করতে হবে যাতে আল্লাহ তার কাজে-কর্মে সন্তুষ্ট হন। সর্বদা আল্লাহর প্রতি তাওয়াকুল রাখতে হবে, ধৈর্যধারণ করতে হবে। কোনরূপ ভুলত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। এমন ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। পুরস্কার এ দুনিয়ার জীবনে দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ মানুষের তায়ালা করেছেন, আখেরাতের জীবনেও।

www.pathagar.com

দুনিয়ায় প্রদত্ত পুরস্কার

(১) দুনিয়ার জীবনে তাদের কোন ভয়েরও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের জন্য নিশ্চিন্ত জীবন;

(২) তাদের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করেন;

(৩) তাদেরকে সাহায্য করেন;

(৪) তাদের প্রতি রহম করা হয়;

(৫) তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও আল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করে;

(৬) আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে;

(৭) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়;

(৮) আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন;

(৯) মুত্তাকীগণ এ পৃথিবীর উত্তরাধিকার ও খেলাফত লাভ করবে;

(১০) তাদের পাপ মিটিয়ে দিয়ে ক্ষমা করেন;

(১১) তাদেরকে সম্মানজনক রেযেক প্রদান করা হয়;

(১২) তাদেরকে হক ও বাতেলের পার্থক্যকারী করা হবে;

(১৩) ঈমানদার ও সৎ কাজ কারীদের জন্য আল্লাহ মানুষের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন;

(১৪) আল্লাহ যে দ্বীনকে পছন্দ করেন তাদের জন্য সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন;

(১৫) মুমিনদেরকে আল্লাহ স্বীয় রহমতে দাখেল করে নেবেন;

(১৬) এদের জন্য কেতাবে ঈমান লিখে দেন;

(১৭) তাদেরকে রূহ দিয়ে শক্তিশালী করেন।

এভাবে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তা'আল মোমিনদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে তাকে দৃঢ় ও মজবুত করে দেন। তাদের প্রতি রহমত নাযিল করে তাদেরকে রহমতে দাখেল করে নেন। তাদের প্রতি অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেন। তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাদের জন্য দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন, সর্বোপরি তাদেরকে এ পৃথিবীর খেলাফত দান করেন এবং তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। এ ছাড়া রয়েছে তাদের জন্য আখেরাতে উত্তম পুরস্কার।

www.pathagar.com

আখেরাতে প্রদত্ত পুরস্কার

মোমিনের আখেরাতের পুরস্কার সম্পর্কে কোরআনের বহু সংখক আয়াত আমরা উপরে উদ্ধৃতি হিসাবে পেশ করেছি। এসব আয়াতে মোমিনের আখেরাতের পুরস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আমরা নিম্নে সে সব পুরস্কার সংক্ষেপে সাজিয়ে পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

(১) মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান

মোমিনের আখেরাতে অবস্থান হবে জান্নাতে বা বেহেশতে। জান্নাত মানে বাগান। সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান এবং তার মধ্যে আরো দু'টি উদ্যান। যারা দুনিয়াতে ঈমান এনে যথারীতি সৎ (নেক) আমল করবে, তারা আখেরাতে এসব উদ্যানে অবস্থান করবে। এসব উদ্যানে নানা ধরনের ফল-ফলাদি গাছ থাকবে। ফল ঝুলে বেহেশতীদের সামনে চলে আসবে, কাঁটাবিহীন ফুলগাছ, ফলগাছ, আঙ্গুর ও খেজুর গাছের উল্লেখ রয়েছে আল কোরআনে। সবুজের মেলা ও নয়নাভিরাম দৃশ্যের মধ্যে হবে বেহেশতবাসীর অবস্থান।

(২) প্রবাহমান নদ-নদী ও ঝরণার সমাহার

জান্নাতের তলদেশ দিয়ে অসংখ্য নদী-নালা ও ঝরণা প্রবাহিত হবে যার উল্লেখ রয়েছে কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে। মানুষের জন্য পানি এক অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। তাই জান্নাতে থাকবে এর প্রাচুর্য। মনে হয় জান্নাতের প্রতিটি বাড়ীর নিকট দিয়ে নদ-নদী ও ঝরণা প্রবাহিত হবে এবং জান্নাতী প্রতিটি ব্যক্তিই ইচ্ছা করলে নদীকে তার ইচ্ছামত প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারবে।

(৩) চিরস্থায়িত্ব ও সদাসর্বদা অবস্থানের গ্যারান্টি

জান্নাতে মোমিন থাকবে চিরকাল, চিরদিন, সদাসর্বদা ও অনন্তকাল। আসলে আখেরাতের কোন শেষ নেই। এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর যে পুনরুত্থান হবে তার পর আর কোন মৃত্যু নেই। জান্নাতে যে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জান্নাতীরা অবস্থান করবে তার কোন পরিবর্তন ও শেষ হবে না। তা চলবে অনন্তকাল ধরে। এ দুনিয়া হল পরিবর্তনশীল, আর আখেরাত হল অপরিবর্তনীয়। জান্নাতে মানুষের যৌবন চিরস্থায়ী হবে।

(৪) সুখী পারিবারিক জীবন

জান্নাতে নারী পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সুখী জীবন যাপন করবে। যুগল

www.pathagar.com

হিসাবে দাম্পত্য জীবন যাপনের মহাসুযোগ লাভ করবে জান্নাতীরা আখেরাতের বাড়ীতে থাকবে সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ, আর তাঁবুতে অবস্থান করবে সেবা শুশ্রুষাকারীণী ও নয়ন জুড়ানো হুরগণ যাদেরকে কোন মানুষ বা জ্বিন ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি। এ ছাড়া পারিবারিক পরিবেশে থাকবে সুদর্শন বালকেরা, যারা পরিবেশনকারীর ভুমিকা পালন করে থাকবে।

(৫) জান্নাতে থাকবে সুদৃশ্য অট্টালিকাসমূহ

জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য থাকবে সুদৃশ্য অট্টালিকাসমূহ। আল্লাহর কুদরতে তৈরি সে সব অট্টালিকা অবশ্যি হবে অত্যন্ত কারিগরী দক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ।

(৬) জান্নাতীদের জন্য থাকবে উন্নত ও উত্তম মানের পোষাক

জান্নাতীদের পোষাকের বর্ণনা এসেছে বিভিন্ন আয়াতে। মিহিন ও পুরু রেশমের সবুজ ও রং বেরঙের পোষাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বেহেশতীদের পরিধান করনো হবে। তাদেরকে সোনার কংকন, বালা ও অন্যান্য অলংকারাদি পরানো হবে।

(৭) জান্নাতের বাড়ীতে থাকবে আসবাব পত্রের সমাহার

খাট-পালং, চেয়ার-কুরসী, তাকিয়া – এ সবের উল্লেখ রয়েছে কোরআনের আয়াতে, যাতে হেলান দিয়ে জান্নাতীরা বসে থাকবে, মুখোমুখী বসে আলাপ করবে। আর নানা খাদ্য-খাবার ও পানীয় পরিবেশনের জন্য থাকবে উন্নত মানের বরতন, প্লেট, পেয়ালা, পানপাত্র ইত্যাদি।

(৮) অফুরন্ত খাদ্য-খাবার ও ফল-মূল দেয়া হবে জান্নাতীদের ঃ

জান্নাতীদেরকে পবিত্র রিযক হিসাবে বহুবিদ খাদ্য-খাবার, গোশত, পাখির গোশত, নানাবিধ ফল-মূল পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে আল -কুরআনে। মনে চাইলেই এসব উপস্থিত করা হবে বেহেশতীদের সামনে।

(৯) নানাবিধ পানীয়ের ব্যবস্থা থাকবে বেহেশতে

স্বচ্ছ পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নহরসমূহ বেহেশতে প্রবাহিত হবে বলে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব নদীকে প্রত্যেকে ইচ্ছামত তার নিকটে নিয়ে যেতে পারবে। আর তা থেকে সুদৃশ্য বালকেরা এ সব পানপত্র দিয়ে পরিবেশন করবে।

(১০) জান্নাত হলো ভয়-দুশ্চিন্তামুক্ত নিরাপদ নিশ্চিন্ত অবস্থানের এক আবাসভূমি

www.pathagar.com

জান্নাতে থাকবে না কোন ভয়, কোন দুশ্চিন্তা। সম্পূর্ণ টেনশনমুক্ত এক অবস্থানের নাম জান্নাত। এখানে থাকবে না অনর্থক বাক-বিতন্ডা, মিথ্যা বা কোনরূপ শোরগোল, কোলাহল ও হৈ চৈ। থাকবে না হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, চোগলখোরী, ধোকা-প্রতারণা বা ছিনতাই-সন্ত্রাস। বরং জান্নাত হবে এক শান্তির রাজ্য। শোনা যাবে শুধু সালাম আর সালাম।

(১১) বেহেশ্‌তবাসীর প্রতি থাকবে আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি

আল্লাহ রহমতেই তারা বেহেশ্‌তবাসী হবেন, আল্লাহর রহমত ও অণুগ্রহ তাদের প্রতি অফুরন্তভাবে বর্ষিত হতে থাকবে, সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেও তারা হবে ধন্য, তারা আল্লাহর দীদার লাভ করবে। তাদের এ পুরস্কারের কোনদিন শেষ হবে না। তাদের জীবন ধন্য, সাফল্যমণ্ডিত ও কামিয়াব।

দুনিয়ার জীবনে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, এ পৃথিবীটা সীমাবদ্ধ, তার মধ্যে মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সীমাবদ্ধ, এমনকি তার কল্পনা শক্তিও সীমাবদ্ধ। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যা বুঝতে পারবে সে অনুযায়ীই কোরআনে বেহেশতের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানিয়াছেন বেহেশতের প্রশস্ততা আসমান ও জমীনের প্রশস্ততার সমান। এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে ঃ

"হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি এমন অনেক কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, না কোন মানুষের অন্তরে তা জাগ্রত হয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

আল-কুরআনের আলোকে বদকার মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম প্রাপ্তি

এ দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি, আল্লাহ্‌র কেতাব আল কোরআন ও আখেরাতের দিবস ও চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের প্রতি ঈমান পোষণ করেনি, তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের কঠিন শাস্তি জাহান্নাম, যার বর্ণনা রয়েছে কুরআনের বহু সংখক আয়াতে। নিম্নে আমরা যথাসম্ভব সে সব আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করার চেষ্টা করব।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"আর যারা কুফুরী করেছে তাদেরকে আপনি সর্তক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরে, আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।" (সূরা বাকারা-৬-৭)

মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ لا بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

"তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ-ব্যাধি, আল্লাহ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি এজন্য যে তারা মিথ্যা বলছে।" (সূরা বাকারা-১০)

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"আর যারা কুফুরী করেছে ও আমাদের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা হলো দোযখের অধিবাসী, আর তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।"

(সূরা বাকারা-৩৯)

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاۤءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -

"অতঃপর তোমরা হলে তারা যারা পরস্পরে হত্যা করছ এবং একদল অপরদলকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিচ্ছ, তাদের উপর প্রকাশ্যভাবে পাপ ও সীমালংঘন করে যাচ্ছ, আর যদি কোন বন্দী তোমাদের নিকট আসে, তবে তাদেরকে মুক্ত করে দাও, অথচ তাদেরকে (বাড়ী-ঘর থেকে) বের করাই ছিল নিষিদ্ধ। তোমরা কি কিতাবের এক অংশের প্রতি ঈমান পোষণ কর আর অপর অংশ কর অবিশ্বাস, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে অপমান আর লাঞ্ছনা ছাড়া কি প্রতিদান হতে পারে? আর আখেরাতে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে, তারা কি করছে আল্লাহ এ ব্যাপারে মোটেও বেখবর নন। এরাই তারা যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে কিনে নিয়েছে, কাজে কাজেই তাদের আযাব কমানো হবে না, তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।" (সূরা বাকারা-৮৫-৮৬)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا

www.pathagar.com

اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا، أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালেম আর কে যে আল্লাহর মসজিদে তারই নাম স্মরণ করতে নিষেধ করে এবং তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করে, তাদের তো তাতে ভয়হীনভাবে প্রবেশ করাই উচিৎ নয়, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে ভীষণ শাস্তি।" (সূরা বাকারা-১১৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ -

"যারা কুফুরী করেছে এবং কুফর অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লানৎ, তাতে থাকবে তারা চিরদিন। তাদের আযাব কখনো কমনো হবে না, আর তাদেরকে কোনরূপ অবকাশ দেয়া হবে না।" (সূরা বাকারা-১৬১-১৬২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً، اُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ - ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ، وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ -

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ কেতাবে যা নাযেল করেছেন তা গোপন করে এবং তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়। এরা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছু খায় না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র

www.pathagar.com

করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। এরা তো তারা যারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাবকে কিনে নিয়েছে। কাজেই দোযখের ব্যাপারে তারা কতটা সাহসী। এটা এজন্য যে আল্লাহ তো সত্যসহ কেতাব নাযিল করেছেন কিন্তু এরা কেতাবের ব্যাপারে মতভেদ করে এবং সন্দেহ- সংশয়ে এরা বহুদূর চলে যায়।" (সূরা বাকারা-১৭৪-১৭৬)

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً، فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ -

"অতএব ধ্বংস তাদের জন্য যারা তাদের নিজ হাতে কেতাব লেখে, অতঃপর বলে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, এ দ্বারা তারা স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে, অতএব তারা তাদের হাত দ্বারা যা লিখে সে জন্য ধ্বংস আর যা এ দ্বারা উপার্জন করে সে জন্যও ধ্বংস।" (সূরা বাকারা-৭৯)

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"হ্যা যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে ঘিরে ফেলেছে, অতএব তারা হলো দোযখের অধিবাসী। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।"
(সূরা ঃ বাকারা-৮১)

سَلْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ، وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

"বনী ঈসরাইলকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের নিকট কত সুস্পষ্ট আয়াত এসেছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত তাদের কাছে আসার পর তাকে পরিবর্তন করে, তাদেরকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।" (সূরা বাকারা - ২১১)

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ، اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ -

www.pathagar.com

"যারা আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে কুফুরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, আল্লাহ মহাপরাক্রমশীল, প্রতিশোধের অধিকারী।"

(সূরা আলে ইমরান - ৪)

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ. اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ. طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ. فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيْمٍ. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاْ اِلَى الْجَحِيْمِ. اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ. فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ.

"এই (বেহেশতের) আতিথেয়তা উত্তম না কি (দোযখের) যাককুম বৃক্ষ? আমি (দুনিয়ার) যালেমদের জন্য এ বৃক্ষকে পরীক্ষার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয়ই এ বৃক্ষ দোযখের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসে। এটা এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেন শয়তানের মাথা। অতঃপর তা থেকে তারা খায় এবং তদ্বারা তাদের পেট পূর্ণ করে। অতঃপর তাদেরকে পান করার জন্য ফুটন্ত পানি সরবরাহ করা হবে। অতঃপর তাদের শেষ আবাসস্থাল হবে জাহান্নাম। নিশ্চয়ই তারা তাদের পিতৃবর্গকে পথভ্রষ্টই পেয়েছিল। তারা দ্রুত তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল আর তাদের পূর্বে তাদের পূববর্তীদের অধিকাংশই অবশ্যি ছিল পথভ্রষ্ট।"

(সূরা আস সাফফাত-৬২-৭১)

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ. طَعَامُ الْاَثِيْمِ. كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ. كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ. خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ. ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ. ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ. اِنَّ هٰذَا مَاكُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ.

"নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হলো পাপীদের খাদ্য। এ যেন তৈলের গাদের মত যা পেটে ফুটতে থাকবে যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে। তাকে ধর এবং দোযখের

www.pathagar.com

মাঝখানে নিয়ে যাও। (আযাবের) স্বাদ ভোগ কর, নিশ্চয়ই তুমি তো মহাপরাক্রান্ত, মহাসম্মানিত ব্যক্তি। নিশ্চয়ই এ হলো তাই, যে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহে নিপতিত ছিলে।" (সূরা দুখান-৪৩-৫০)

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ. لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ. فَمَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ. فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ. هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

"অতঃপর হে মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্তগণ, তোমাদেরকে অবশ্যি যাক্কুম গাছ থেকে খেতে হবে এবং তোমরা তোমাদের পেট ভরে নেবে। অতঃপর তার উপর পিপসার্ত উটের ন্যায় গরম ফুটন্ত পানি পান করবে। এ হলো আজকের এ বিচার দিনের আতিথেয়তা।" (সূরা ওয়াকেয়া-৫১-৫৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ-

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং যারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে, আর যারা মানুষের মধ্যে ইনসাফের হুকুম দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সুসংবাদ প্রদান করুন। এরাই তারা যাদের ইহকালীন ও পরকালীন আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আলে ইমরান-২১, ২২)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ-

"অতএব যারা কুফুরী করছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন আযাব প্রদান করা হবে, আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

(সূরা আলে ইমরান ৫৬)

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولٰٓئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও তাদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেয়, তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই, আল্লাহ্ তাদের সাথে কোন কথা বলবেন না। আর তাদেরকে কেয়ামতের দিন দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর আযাব।" (সূরা আলে ইমরান-৭৭)

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ، وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لاَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْظَرُوْنَ -

"কিভাবে আল্লাহ্ এমন কাওমকে হেদায়াত প্রদান করবেন যারা তাদের ঈমান আনা, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান ও সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর কুফুরী করেছে, আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করেন না। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ, এতে থাকবে তারা চিরকাল, তাদের আযাব কমানো হবে না, তাদের প্রতি নযরও দেয়া হবে না।" (সূরা আলে ইমরান-৮৬-৮৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِافْتَدٰى بِهٖ، اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ -

"নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না। যদিও তদ্বারা মুক্তিপণ চায়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর তাদের জন্য কোন

www.pathagar.com

সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আলে ইমরান-৯১)

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ، وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ، فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও মতবিরোধ করেছে, আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। সেদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল, আর কতক চেহারা হবে মলিন, অতএব যাদের চেহারা মলিন হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফুরী করেছিলে? অতএব তোমরা যে কুফুরী করেছিলে সে আযাবের স্বাদ ভোগ কর।" (সূরা আলে ইমরান-১০৫-১০৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবেলার কোনই উপকারে আসবে না, আর এরা হবে দোযখের অধিবাসী, তারা থাকবে সেখানে চিরকাল।" (সূরা আলে ইমরান-১১৬)

وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ، اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ط يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوْا اللّٰهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِاَنْفُسِهِمْ، اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

www.pathagar.com

"যারা কুফুরীতে দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের তৎপরতা যেন তোমাকে চিন্তিত করে না তোলে, কারণ তারা আল্লাহর সামান্য মাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ তাদেরকে আখেরাতে কোন অংশ দিতে চান না, আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। নিশ্চয়ই যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে কিনে নিয়েছে, তাদের কোন কিছুই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। যারা কুফুরী করেছে তারা যেন মনে না করে তাদেরকে যে ঢিল দেয়া হয়েছে তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর, তাদেরকে তো এজন্য ঢিল দেয়া হয় যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়, আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি। (সূরা আলে ইমরান-১৭৬-১৭৮)

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذٰلِكَ بِمَ قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনী, শিগ্‌গীরই আমরা তারা যা বলল এবং নবীদেরকে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করল তা লিখে রাখছি এবং আমরা বলছি, তোমরা আগুনের আযাবের স্বাদ ভোগ কর। এ হলো এজন্য যা তাদের হাত পূর্বাহ্নে পাঠিয়েছে আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেও যুলুমকারী নন।" (সূরা আলে ইমরান-১৮১-১৮২)

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ - لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"আর যখন আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে যাদেরকে কেতাব প্রদান করা হয়েছে, তারা তা মানুষের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবে তাকে গোপন করবে না, তখন তারা তাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং তাকে স্বল্প মূল্যে

www.pathagar.com

বিক্রি করে দিয়েছে, তারা যা বিক্রি করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ। তারা যা পেয়েছে তাতে আনন্দিত হয় এবং তারা না করা বিষয়ের প্রশংসাকে ভালবাসে, তারা আমার আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে বলে মনে করো না, বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান-১৮৭-১৮৮)

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔

"যারা কাফের তাদের নগরসমূহে চলাফেরাতে আপনি প্রতারিত হবেন না, এ হলো যৎকিঞ্চিত সম্পদ মাত্র, অতঃপর তাদের স্থান হবে জাহান্নাম, আর তা খুবই নিকৃষ্ট বাসস্থান।" (সূরা আলে ইমরান-১৯৬-১৯৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

"নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং শিগগীরই তারা দোযখে পৌঁছে যাবে।" (সূরা নিসা-১০)

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর সীমালংঘন করে, তাকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে, তাতে থাকবে তারা অনন্তকাল, আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (সূরা নিসা-১৪)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

"তাদের তওবা কবুল করা হবে না যারা পাপসমূহ করতেই থাকে, এমনকি তাদের নিকট মৃত্যু এসে পৌঁছে যায় এবং বলে এখন আমি তওবা করছি। আর তাদের জন্যও তওবা নাই যারা কাফের অবস্থায়ই মারা যায়, তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করে রেখেছি।" (সূরা নিসা-১৮)

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ط وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ

www.pathagar.com

سَعِيْرًا. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"অতঃপর তাদের মধ্যে কতক তো ঈমান আনল, আর কতক তা থেকে বিমুখ হয়ে রয়ে গেল, আর দোযখের জ্বলন্ত আগুন (শাস্তি হিসাবে) যথেষ্ট। নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াতের প্রতি অবিশ্বাসী তাদের চামড়া ঝলসে যাবে, তাকে পুনঃ চামড়া দিয়ে বদলিয়ে দিব যেন তারা আযাবের স্বাদ ভোগ করতে পারে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ। (সূরা নিসা-৫৫-৫৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ـ

"নিশ্চয়ই যাদেরকে ফেরেশতাগণ মৃত্যুদান করেন, যারা নিজেদেরকে যুলুমে নিপতিত করেছিল (হিজরত না করার কারণে), (ফেরেশতাগণ) বলবেন, তোমরা কিসে নিমগ্ন ছিলে, তারা বলবে, পৃথিবীতে আমরা দুর্বল ও প্রভাবিত ছিলাম, (ফেরেশতাগণ) বলবেন, আল্লাহর দুনিয়া কি যথেষ্ট প্রশস্থ ছিল না যাতে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে পারতে? এদেরই অবস্থান স্থল হবে জাহান্নাম, আর গন্তব্যস্থল হিসাবে তা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা নিসা-৯৭)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ـ

"যে ব্যক্তি তার নিকট হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মোমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে, তাকে আমি যা সে বিরোধিতা করে তা করতে দেব এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেব, গন্তব্যস্থল হিসাবে তা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা নিসা-১১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ

www.pathagar.com

سَبِيْلاً - بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে তৎপর কুফুরী করেছে, অতঃপর ঈমান এনেছে আবার কুফুরী করেছে, অতঃপর কুফুরী বাড়িয়ে দেয়া হল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তাদের হেদায়াতের পথ দেখাবেন না। মুনাফিকদের জন্য, সুসংবাদ যে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে। তারা মোমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে।" (সূরা নিসা-১৩৭, ১৩৮)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلاَ يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لاَنَصِيْرًا

"আর যারা দোষ ধরল ও অহংকার করল, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য আর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী তারা পাবে না।" (সূরা নিসা-১৭৩)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

"আর যারা কুফুরী করেছে ও আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে, তারাই দোযখের অধিবাসী।" (সূরা মায়েদা-১০)

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ لا وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"আর আল্লাহর যার অমঙ্গল চান, তার জন্য কোন কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে তোমার মালিকানায় আসবে না, এরাই তারা যাঁদের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না, তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।" (সূরা মায়েদা-৪১)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ م وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ তিনের এক অথচ একক ইলাহ ব্যতীত অন্য

কোন ইলাহ নেই, আর তারা যা বলছে তা থেকে যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে।" (মায়েদা৭৩)

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

"আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে তাদেরকে আযাব স্পর্শ করবে এজন্য যে তারা নাফরমানী করে।" (সূরা আনআম-৪৯)

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ م بِمَا كَسَبَتْ صلے لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ج وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ م بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ.

"আর ঐসব লোকদের থেকে দূরে থাক যারা তাদের দ্বীনকে খেলা ও তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। আর কোরআন দ্বারা উপদেশ দিতে থাক যেন যা তুমি উপার্জন করেছ তা দ্বারা তুমি নিজে না জড়িয়ে পড়ো, আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও শাফায়াতকারী নেই। আর যদি জগতের সকল বিনিময়ও বিনিময় হিসাবে প্রদান করা হয় তবু তা গ্রহণ করা হবে না। এরা তারা যারা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য জড়িয়ে পড়েছে। তাদের জন্য গরম পানি হবে পানীয়, আর যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে তারা যে কুফরী করেছে সেজন্য।" (সূরা আনআম-৭০)

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ط حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ لا قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

www.pathagar.com

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا
كٰفِرِيْنَ. قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ط كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ
اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ
لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاۤءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ
النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ. وَقَالَتْ
اُوْلٰهُمْ لِاُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۤءِ وَلَا
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ. لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ
فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ-

"আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এ ব্যাপারে অহংকার করেছে, এরা দোযখের অধিবাসী, তাতে থাকবে তারা চিরকাল। অতএব তার চেয়ে অধিক যালেম কে যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা তাদের ভাগ্যলিপিতে যা রয়েছে, তাই পাবে। এমনকি যখন আমাদের ফেরেশ্‌তা মৃত্যুর সময় তাদের নিকট এসে যাবে তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত তোমরা করতে তারা কোথায় ? তারা বলবে তারা আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তারা নিজেরাই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে তারা ছিল কাফের। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের অতীতে গত হয়ে যাওয়া জ্বিন ও ইনসান উম্মতের সাথে তোমরাও দোযখে প্রবেশ কর, যখনই একদল সেখানে প্রবেশ করবে, অপর দলকে অভিশাপ দেবে, এমনকি যখন সকলে সেখানে সমবেত হবে, পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলকে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, কাজেই তাদেরকে দোযখের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। আল্লাহ্ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না। আর পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য বলবে আমাদের উপর তোমাদের

www.pathagar.com

কোন মর্যাদা নেই। অতএব তোমরা যা অর্জন করেছ সেই আযাবের স্বাদ ভোগ কর। নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াতসমূহ মিথ্যা মনে করেছে এবং এ ব্যাপারে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে উট চলে গেলেও। অপরাধীদেরকে আমি এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। তাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা এবং তাদের উপরে জাহান্নামের শামিয়ানা। এরূপই যালেমদের প্রতিদান।" (সূরা আরাফ-৩৬-৪১)

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ.

"মোশরিকদের কোন অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, তারা নিজেদের ব্যাপারে কুফুরীর সাক্ষ্য প্রদান করে। এরাই তারা যাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে এবং দোযখে থাকবে তারা চিরকাল।" (তওবা -১৭)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

"হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই অনেক ইয়াহুদী ও নাছারা আলেম (আহবার) ও তাদের দুনিয়াত্যাগীরা (রুহবান) অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ভক্ষণ করে থাকে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, আর যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। সেদিন দোযখের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তাদের ললাটে, পার্শদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। এসব হলো তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিল, অতএব যা জমা করে

www.pathagar.com

রেখেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর।" (সূরা তওবা-৩৪-৩৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَامَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ. اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا، وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّوْهُ شَيْئًا، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের কি হল যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর পথে (জেহাদে) বেরিয়ে পর। তখন তোমরা জমীন আকড়ে ধর, তাহলে তোমরা কি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সম্পদ সামান্য মাত্র। যদি তোমরা (জেহাদে) বেরিয়ে না পড়, তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে অন্য সম্প্রদায় দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়া হবে, আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা তওবা-৩৮-৩৯)

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّه مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ.

"তারা কি জানেনা, যে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য রয়েছে দোযখের আগুন, যেখানে থাকবে সে অনন্তকাল, এ হলো মহা-লাঞ্ছনা।" (সূরা আত তাওবা-৬৩)

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ط وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ.

তোমাদের চতুষ্পার্শে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কতক মুনাফিক রয়েছে যারা নেফাকে চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তুমি তাদেরকে জান না, আমরা তাদেরকে জানি, তাদেরকে দু দু'বার শাস্তি প্রদান করব এবং তাদেরকে বিরাট

www.pathagar.com

আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।" (সূরা তওবা-১০১)

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"আর যারা মন্দ অর্জন করেছে, মন্দের অনুরূপ প্রতিফলই সে পাবে, তাদেরকে অপমান-লাঞ্ছনা ঘিরে ধরবে। কেউ তাকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে না, তাদের চেহারা রাতের অন্ধকারের অংশে যেন ঢেকে যাবে, এবং তারা হবে দোযখের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।" (সূরা ইউনুছ -২৭)

مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

'আমি তোমাদের মোটেও কোন সাহায্য সহযোগিতা করতে পারব না। আর না তোমরা পারবে আমার সাহায্য সহযোগিতা করতে,আমি অস্বীকার করছি তোমরা ইতঃপূর্বে আমাকে যে (আল্লাহর) অংশীদার সাব্যস্ত করেছিলে, নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা ইবরাহীম ২১-২২)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا. وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا. اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَايَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا. اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ط اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلاً. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ

www.pathagar.com

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا. اُوْلٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فَلَانُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا. ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ
بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا.

"আর আমি সেদিন তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিব যেন তারা একে অপরে এলোমেলো হয়ে যায়, অতঃপর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তাদের সকলকে একত্রিত করব। আর সেদিন কাফেরদের সামনে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, যাদের চোখে আমার স্মরণে পর্দা পড়েছিল এবং তারা কিছু শুনতেও সক্ষম ছিল না। আচ্ছা যারা কুফুরী করে তারা কি মনে করে যে তারা আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই আমি কাফেরদের জন্য মেহমানদারী স্বরূপ জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি। আপনি বলুন, আমি কি ক্ষতিগ্রস্তদের আমলের সংবাদ তোমাদেরকে প্রদান করব? যারা তাদের দুনিয়ার জীবনের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দিয়েছে এ অবস্থায় যে, তারা মনে করে যে তারা উত্তম কাজ করছে। এরাই তারা যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করেছে। ফলে তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কেয়ামতের দিন আমি তাদের (নেক আমলের) কোন ওজনেরই ব্যবস্থা করব না। এ হলো তাদের প্রতিদান জাহান্নাম এজন্য যে, তারা কুফুরী করেছে এবং আমার আয়াত ও আমার রাসূলকে বিদ্রূপ ও তামাসাচ্ছলে গ্রহণ করেছে।" (সূরা কাহাফ ৯৯-১০৬)

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ. وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُوْنَ. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ.
فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ. وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ.
قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ. تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَمَا اَضَلَّنَا اِلاَّ
الْمُجْرِمُوْنَ. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ. وَلاَصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ.
فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

www.pathagar.com

"আর পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে এবং বলা হবে তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায়? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা নিজেরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে? অতপর তাদেরকে, পথভ্রষ্টদেরকে এবং ইবলিশের সমস্ত সৈন্য সামন্তদেরকে নিচের দিকে মুখ করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে কাফেররা বাক বিতন্ডা করবে এবং বলবে আল্লাহর শপথ, আমরা সেখানে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে সারা বিশ্বের প্রভুর সমতুল্য করতাম। তবে আমরা কেবলমাত্র অপরাধীদেরকেই বিভ্রান্ত করতাম। কাজেই আমাদের কোন শাফায়াতকারী নেই, নেই কোন উত্তম ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অতএব যদি আমরা পুনরায় ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরা মু'মিনদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।" (শুয়ারা ৯১-১০২)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ.

"আর যারা কুফুরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে ও আখেরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের জন্য আযাব উপস্থিত করা হবে।" (রূম ১৬)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ-حَتّٰٓى اِذَا مَاجَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"আর সেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে দোযখের দিকে একত্রিত করা হবে, অতঃপর তাদেরকে থামান হবে। এমনকি যখন তারা তার নিকটে এসে যাবে, তাদের শ্রবণশক্তি, তাদের দর্শনশক্তি ও তাদের চামড়াসমূহ তারা যা করছিল সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে। আর তাদের চামড়াকে বলবে, কেন

www.pathagar.com

তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছ? তাদের চামড়া বলে উঠবে, আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলতে দিয়েছেন, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে কথা বলতে দিয়ে থাকেন আর তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তার দিকেই তোমরা ফিরে যাচ্ছ। আর তোমরা তোমাদের শ্রবনশক্তি তোমাদের দর্শন ও তোমাদের চামড়াসমূহের তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে তোমরা আত্মগোপন করে থাকতে পারতে না বরং তোমরা তো মনে করতে যে আল্লাহ তোমাদের তোমরা যা করছিলে তার অনেক ব্যাপারে অবহিত নন।"

(সূরা হা-মীম-সাজদা -১৯-২২)

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُوْلٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ.

"আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে (পক্ষাবলম্বীদেরকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায় এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক আযাবের শাস্তি।" (সূরা ঃ সাবা-৫)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَايُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا، رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ.

"আর যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দোযখের আগুন, তাদের জন্য এ ফায়সালা হবে না যে তারা মরে যাবে, না তাদের আযাব কমানো হবে। এভাবেই আমি কাফেরদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। তারা সেখানে চীৎকার করতে থাকবে, বলবে, হে আমাদের প্রভু আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিন, আমরা যে সব আমল করতাম তার বদলে নেক আমল করব। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আয়ু দেইনি যাতে যে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইতো, গ্রহণ করতে পারতে, আর তোমাদের নিকট সর্তককারী আসেনি। অতএব (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ করো, আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ঃ ফাতের ৩৬-৩৭)

www.pathagar.com

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ـ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُوْنَ ـ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ.

"আচ্ছা সে কি সেরূপ যে তার চেহারাকে কেয়ামতের দিন কঠিন আযাবের ঢাল বানিয়ে নেয়, আর যালেমদেরকে বলা হয়; তোমরা যা অর্জন করেছ তার স্বাদ গ্রহণ কর। যারা তাদের পূর্বে ছিল তারাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ফলে তাদের প্রতি এমন সব স্থান থেকে আযাব এসেছিল যা তারা বুঝতেও পারেনি। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের অপমান ভোগ করালেন, আর আখেরাতের আযাব তো অনেক বড়, যদি তারা জানত।" (সূরা যুমার ২৪-২৬)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

যারা কাফের তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে, এমনকি যখন তারা এসে পৌঁছে যাবে তার দরজা খোলা হবে এবং তার দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন রাসূল আগমন করেনি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনিয়েছে, আর তোমাদেরকে আজকের দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করেছে, তারা বলবে, হ্যাঁ কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে বাস্তবিকই আযাবের ফায়সালা হয়ে গেছে।" (সূরা যুমার ৭১-৭২)

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ. لاَيُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ.

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই অপরাধীরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাবে থেকে যাবে। তাদের আযাব কমানো হবে না এবং সেখানে তারা নিরাশভাবে পড়ে থাকবে।"

(সূরা যুখরুফ –৭৪-৭৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط اُوْلٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ط

"নিশ্চয়ই আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের রয়ে গেল, তারা থাকবে জাহান্নামের আগুনে, সেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল, এরাই হলো সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব।" (সূরা বাইয়্যিনা - ৬)

দোযখের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দেয়া হয়েছে সূরা হুমাযা'তে। বলা হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ - الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ - كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَآ اَدْرٰكَ مَاالْحُطَمَةُ - نَارُاللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الاَفْئِدَةِ - اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ - فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.

"ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে অসাক্ষাতে ও সাক্ষাতে অন্যের দোষ বর্ণনা করে বেড়ায়। যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং তা গণনা করে। সে মনে করে তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার নিকট থাকবে। কক্ষনো নয়। তাকে অবশ্যি চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অগ্নিটা কি তা আপনি জানেন? তা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত এক আগুন যা হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ আগুনে তাদেরকে ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে যে, নির্দিষ্ট লম্বা লম্বা খুটির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত থাকবে।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّيَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَعْتَذِرُوْا الْيَوْمَ ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

www.pathagar.com

"হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখে আগুন থেকে বাঁচাও, আর তার লাকড়ী হবে মানুষ ও পাথরসমূহ, সেখানে থাকবে কঠোর স্বভাবের শক্তিশালী ফেরেশতাগণ, আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তার নাফরমানি করে না বরং তারা তাই করে যা তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। হে কাফেরগণ আজ কোন ওজর আপত্তি করো না, নিশ্চয়ই তোমরা যা করছিলে তার প্রতিদান দেয়া হবে।" (সূরা আত তাহরীম ৬-৭)

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ. اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ
تَفُوْرُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فَوْجٌ سَاَلَهُمْ
خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ لا
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَآ نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ ضَلٰلٍ
كَبِيْرٍ. وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ
اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ. فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِاَصْحٰبِ
السَّعِيْرِ

"যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, আর তা হলো নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করো হবে, তারা এক প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাবে এই অবস্থায় যে তা ভীষণ উত্তেজিত। তা যেন ক্রোধে ফেটে পড়তে থাকবে। যখনই কোন দল সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তার দ্বাররক্ষীগণ জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি। তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। অতঃপর আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছি এবং আমরা বলেছি, আল্লাহ কোন কিছুই নাযেল করেনি বরং তোমরা বড় ধরনের পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত রয়েছে। তারা আরো বলবে যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম এবং বুঝতাম তবে আমরা দোযখের অধিবাসী হতাম না। মোটকথা, তারা নিজেদের গোনাহসমূহ স্বীকার করে নেবে, অতএব দোযখের অধিবাসীদের জন্য লা'নত"। (মুলক - ৬-১১)

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ
اُوْتَ كِتٰبِيَهْ. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يٰلَيْتَهَا كَانَتِ

www.pathagar.com

الْقَاضِيَةَ. مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ .هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ. خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ . ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ. ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ. اِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ. وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ . وَّلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ. لاَّ يَاْكُلُهٗ اِلاَّالْخَاطِئُوْنَ.

"আর যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে (আফসোস করে) বলবে, আহ্, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া নাই হত, আমি যদি আমার হিসাব-নিকাশ জানতে নাই পেতাম। হায়, যদি আমার মৃত্যুর সাথেই সবকিছু ফায়সালা (শেষ) হয়ে যেত। আমার ধন সম্পদ আমার কোন উপকারেই আসল না। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি তো আমার থেকে খতম হয়ে গেল। তাকে পাকড়াও কর এবং বেড়ী দিয়ে বেঁধে ফেল, তারপর তাকে দোযখে পৌঁছে দাও। তারপর তাকে সত্তর গজ শৃংখলে আবদ্ধ কর। সে তো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করত না। মিসকিনদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহ প্রদান করত না। অতএব আজ এখানে তার কোন সহায় বা বন্ধু নেই। ক্ষত বিধৌত পানি ব্যতীত কোন খাদ্য বস্তুও নেই। মহাপাপীরা ব্যতীত এসব কেউ খায় না।" (সূরা আল হাক্কা ২৫-৩৭)

فِىْ جَنّٰتٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ. مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ. وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ.

"তারা অপরাধীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। কোন জিনিস তোমাদেরকে দোযখে দাখিল করল? তারা বলল ঃ না আমরা ছিলাম নামাজীদের দলভুক্ত, না আমরা মিসকিনদের খাবার দিতাম। বরং আমরা দ্বীনের বিরোধীদের সাথে বিরোধিতায় চিন্তা মগ্ন ছিলাম। আমরা আজকের এ বিচার দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম, এমনকি এ অবস্থায়ই আমাদের মৃত্যু এসে গেল। অতএব কোন

www.pathagar.com

শাফায়াতকারীর শাফায়াত কোন উপকারে আসবে না।” (সূরা মুদ্দাচ্ছের - ৪০-৪৮)

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. لِّلطَّاغِيْنَ مَابًا. لَّبِثِيْنَ فِيهَا اَحْقَابًا. لاَيَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَشَرَابًا. اِلاَّحَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا. جَزَآءً وِّفَاقًا. اِنَّهُمْ كَانُوْا لاَيَرْجُوْنَ حِسَابًا. وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا. وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا. فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلاَّعَذَابًا.

“নিশ্চয়ই জাহান্নাম হলো সীমালংঘনকারী পাপীদের ঘাঁটি। আবাসস্থল যেখানে থাকবে তারা যুগ যুগ ধরে চিরকাল। সেখানে তারা পাবে না কোন ঠাণ্ডা পানি বা পানীয়, পাবে কেবলমাত্র গরম পানি ও পুঁজ। এ হলো কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান। নিশ্চয়ই তারা হিসাবের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতো না এবং আমাদের আয়াততে চূড়ান্তভাবে মিথ্যা মনে করত। আর প্রত্যেকটি বিষয়ই লিখিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব শাস্তি ভোগ কর। তোমাদের আযাব বৃদ্ধি করা ছাড়া কিছুই করা হবে না। (সূরা নাবা - ২১-৩০)

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى. فَاَمَّا مَنْ طَغٰى. وَاٰثَرَالْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى.

“আর যে দেখছে তার জন্য দোযখকে প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতএব যে সীমলংঘন করে অবাধ্যতাচরণ করেছে আর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দান করেছে, নিশ্চয়ই তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।” (সূরা নাযিয়াত - ৩৬-৩৯)

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ، اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

“কাফেরদের বন্ধু ও অভিভাবক হলো তাগুত, তারাই তাদেরকে দোজখে পৌছে দেয়। আর যারা কাফের তাদের বন্ধু ও অভিভাবক হলো তাগুতরা, যারা তাদেরকে দ্বীনের আলো থেকে বের করে কুফুরীর অন্ধকারে নিয়ে যায়, এরাই দোযখের আধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।” (সূরা বাকারা - ২৫৭)

www.pathagar.com

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে দুনিয়াতে মানব জীবনে ঈমান ও আমলের কারণে যারা এ দুনিয়ায় ও আখেরাতে বিভিন্নভাবে শাস্তি ভোগ করবে তাদের কথা আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব আয়াতে কোন ধরনের ঈমান ও আমলের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে সে কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তারা দুনিয়াতে কি শাস্তি ভোগ করবে আর আখেরাতে কি শাস্তি ভোগ করবে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের ঈমান ও আমল সম্পর্কে আমরা পয়েন্টাকারে পেশ করব ঃ

জাহান্নামীদের ঈমান ও আকীদা

১। নবী রাসূল বা তাঁর পক্ষ থেকে কেউ তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন তারা ঈমান আনে না। (সূরা বাকারা)

২। তাদের অন্তরে থাকে রোগ-ব্যাধি অথবা তালা বা মোহর মারা তাদের শ্রবণশক্তিতেও থাকে মোহর মারা এবং তাদের দৃষ্টি শক্তিতে থাকে পর্দা। (সূরা বাকারা)

৩। তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেতাবের এক অংশের প্রতি ঈমান পোষণ করে অপর অংশকে করে অবিশ্বাস, তারা কেতাবে আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তাকে গোপন করে এবং তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তারা নিজ হাতে কেতাব লেখে, অতঃপর বলে এ হলো আল্লাহর কেতাব, তাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আসার পর আল্লাহর নেয়ামতকে তারা পরিবর্তন করে ফেলে। (সূরা বাকারা)

৪। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারা ঈমান আনা ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর কুফুরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে; তারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ করে; আল্লাহ যখন তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তাদের নিকট যে কেতাব এসেছে তা সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেবেন, গোপন করবেন না, তখন তারা তাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে।

৫। আমাদের আয়াতের প্রতি অবিশ্বাস করল এবং তা থেকে বিমুখ হয়ে রইল, যারা ঈমান আনার পর কুফুরী করে, অতঃপর ঈমান এনে আবার কুফুরী করে। (সূরা নেছা)

৬। যারা কুফুরী করেছে ও আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে; (সূরা মায়েদা)

www.pathagar.com

৭। তারা বলে আল্লাহ তিনের এক, অথচ এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। (সূরা মায়েদা)

৮। যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে এবং এ ব্যাপারে অহংকার করে। (সূরা আরাফ)

৯। তারা তাদের রবের আয়াতসমূহ ও তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করে; (সূরা কাহাফ)

১০। তারা কুফুরী করে, আল্লাহর আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর তারা আল্লাহর রাসূলকে বিদ্রূপ ও তামাশাচ্ছলে গ্রহণ করে। (সূরা রূম)

১১। তারা তাদের রবকে অস্বীকার করে। (সূরা মূলক)

১২। তারা বিচার দিবসকে মিথ্যা মনে করতে, এমতবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। (সূরা মুদ্দাচ্ছের)

মোটকথা তারা আল্লাহর প্রতি, রাসূলের প্রতি, কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনেনি বরং এসবকে করেছে অবিশ্বাস ও অস্বীকার, রাসূলের প্রতি করেছে বিদ্রূপ ও তামাশা।

আমল

১। তারা কুফুরী করেছে, ফলে তারা তাদের অন্তর দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করেনি, তাদের কান দিয়ে সত্যের বাণী শোনেনি এবং তাদের চোখ দিয়ে আল্লাহর আয়াতকে দেখেনি। (সূরা বাকারা)

২। তারা পরস্পরকে হত্যা করে, মুমিনদেরকে তাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দেয় এবং তাদের উপর প্রকাশ্যভাবে পাপ ও সীমালংঘন করে এবং আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে কিনে নিয়েছে। (সূরা বাকারা)

৩। তারা আল্লাহর মসজিদে তাঁরই নাম স্মরণ করতে নিষেধ করে এবং আল্লাহর অনিষ্টের চেষ্টা করে। (সূরা বাকারা)

৪। তারা কুফুরী করেছে এবং কুফুরী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা বাকারা)

৫। তারা হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাবকে কিনে নিয়েছে। (সূরা বাকারা)

৬। তারা পাপ অর্জন করেছে এবং পাপ তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। (সূরা বাকারা)

www.pathagar.com

৭। তাদের নিকট আল্লাহর নেয়ামত আসার পর তারা তাকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। (সূরা বাকারা)

৮। তারা তাদের পিতৃবর্গকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিল, অতঃপর তারা দ্রুত তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল, আর তাদের পূর্ববর্তীরা ছিল পথভ্রষ্ট। (সূরা ওয়াস সাফফাত)

৯। তারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে এবং যারা (মুমিনগণ) ইনসাফের হুকুম দেয় তাদেরকে হত্যা করে। (সূরা আলে ইমরান)

১০। তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও তাদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেয়। (সূরা আলে ইমরান)

১১। তারা ঈমান আনার পর, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদানের পর এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর কুফুরী করেছে। (সূরা আলে ইমরান)

১২। কাফেরদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতবিরোধ করেছে। (সূরা আলে ইমরান)

১৩। তারা কুফুরীতে দৌড়াদৌড়ি করে ও প্রচেষ্টা চালায়; (সূরা আলে ইমরান)

১৪। তারা বলে ঃ আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনী। (সূরা আলে ইমরান)

১৫। তারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে। (সূরা নেছা)

১৬। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে। (সূরা নেছা)

১৭। তারা পাপ করতেই থাকে এমনকি তাদের নিকট মৃত্যু এসে যায়; (সূরা নেছা)

১৮। তাদের নিকট হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রাসূলে বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করে। (সূরা নেছা)

১৯। যারা ঈমান আনার পর কুফুরী করে আবার ঈমান আনার পর পুনরায় কুফুরী করে তাদের কুফুরী বাড়িয়ে দেয়া হয়, তারা মোমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে;

২০। তারা অন্যের দোষ ধরে ও অহংকার করে বেড়ায়। (সূরা নেছা)

২১। তারা আল্লাহর নাফরমানি করে। (সূরা আল আনয়াম)

২২। আহবার ও রুহবানরা অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ভক্ষণ করে; লোকদেরকে আল্লাহ পথ থেকে বিরত রাখে, আর তারা সোনা রূপা জমা করে রাখে, আল্লাহর পথে খরচ করে না। (সূরা তওবা)

২৩। তারা আল্লাহর পথে জেহাদে বেরিয়ে পড়ে না, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। (সূরা তওবা)

www.pathagar.com

২৪। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে; তাদের মধ্যে থাকে মুনাফেক যারা নেফাকে চরম সীমায় পৌছে যায়। (সূরা তওবা)

২৫। তারা মন্দ অর্জন করে এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়; (সূরা ইউনুছ ও সূরা ইবরাহীম)

২৬। তারা আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ ও তামাশাচ্ছলে গ্রহণ করে; (সূরা কাহাফ)

২৭। তারা সাক্ষাতে অসাক্ষাতে অন্যের দোষ বর্ণনা করে বেড়ায়, ধন-সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে এবং মনে করে যে তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার নিকট থাকবে। (সূরা হুমাজাহ)

২৮। তারা মিসকিনদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহ দেয় না।

২৯। তারা নামাযীদের দলভুক্ত নয় বরং তারা দ্বীনের বিরোধীদের সাথে বিরোধিতায় চিন্তামগ্ন থাকত। (সূরা মুদ্দাচ্ছের)

৩০। তাদের বন্ধু ও অভিভাবক হলো তাগুত, যারা তাদেরকে দ্বীনের আলো থেকে বের করে কুফুরীর অন্ধকারে নিয়ে যায়। (সূরা বাকারা)

কাফেরদেরকে দুনিয়ায় যে সব শাস্তি দেয়া হবে

১। তাদের অন্তরে ও শ্রবণ শক্তিতে মোহর মেরে দেয়া হয় আর চোখে ফেলে দেয়া হয় পর্দা;

২। মুনাফিকদের রোগকে আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দেন;

৩। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনা;

৪। তাদের জন্য আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষের লানৎ;

৫। তারা তাদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে;

৬। তারা দোযখের জন্য সাহসী হয়ে কাজ করে;

৭। তারা দুনিয়ায় পরাজিত হয়;

৮। তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায়;

৯। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন না;

১০। তাদেরকে যে ঢিল দেয়া হয় তা তাদের জন্য কল্যাণকর নয় বরং তা তাদের পাপকে বৃদ্ধি করে;

১১। ঈমান আনার পর কুফুরী করলে, আবার ঈমান এনে পুনরায় কুফুরী করলে তার কুফুরীকেই বাড়িয়ে দেয়া হয়;

১২। তাদের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না বরং তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা;

১৩। তাদের ভাল আমলসমূহও নষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কাফেরদেরকে আখেরাতে যে সব শাস্তি প্রদান করা হবে ঃ

কুরআনের বর্ণনানুযায়ী তা হলো ঃ

১। কাফেরদের জন্য আখেরাতে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের আযাব। বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে কোরআনে সে আযাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মূল শব্দ হিসাবে বলা হয়েছে জাহান্নামের আযাব (عَذَابُ جَهَنَّمَ), আর সে আযাবের বিশেষণ হিসাবে বলা হয়েছে, বিরাট, ভীষণ ও মহা আযাব, (عَذَابٌ عَظِيْمٌ) কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব (عَذَابٌ عَلِيْمٌ) লাঞ্ছনাময় ও অপমান জনক আযাব (عَذَابٌ مُّهِيْنٌ), আগুনের আযাব (عَذَابُ الْحَرِيْقِ) , কঠিন আযাব (اَشَدُّ الْعَذَابِ) ও (شَدِيْدُ الْعِقَابِ), দ্বিগুণ শাস্তি (ضِعْفٌ) (عَذَابٌ شَدِيْدٌ) দোযখের আগুন (نَارُ جَهَنَّمَ) ভীষণ ও মহা লাঞ্ছনা, (اَلْعَذَابُ) চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুন (اَلْخِزْىُ الْعَظِيْمُ) ও প্রজ্জ্বলিত আল্লাহর আগুন (نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ) অর্থাৎ কাফেরদের জন্য জাহান্নাম ভীতিপ্রদ, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, প্রজ্জলিত আগুনের কঠোর ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

২। দোযখের এ আযাব হবে চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন। এ আযাব কখনো কমানো হবেনা বরং বাড়িয়ে দেয়া হবে। তাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী। তাদের আযাবে কোন অবকাশ প্রদান করা হবে না। তাদের প্রতি কোনরূপ নজর দেয়া হবে না।

৩। তাদের সাথে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ কঠোর আচরণ করবেন। আল্লাহ তাদের সাথে কোন কথা বলবেন না বা তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধের অধিকারী, কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪। জাহান্নামে কাফেরদেরকে একত্রিত করা হবে। একদল জাহান্নামে প্রবেশ করে অপরদলকে অভিশাপ দেবে। পরবর্তীদল বলবে পূর্ববর্তীরাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই তাদেরকে যেন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হয়। পরবর্তীরা তাদের দোষ খন্ডন করবে। কাফের, পথভ্রষ্ট ও ইবলিশের সৈন্য সামন্তদেরকে নিচের দিকে মুখ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৫। জাহান্নাম হলো নিকৃষ্ট বাসস্থান ও অবস্থান স্থল। গন্তব্যস্থান হিসাবেও তা নিকৃষ্ট। কাফেরদের অবস্থান হলো এই জাহান্নাম। তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দেয়া হবে এবং তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।

৬। তাদের কাছ থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে

www.pathagar.com

না। যদি সকল বিনিময়ও বিনিময় হিসাবে প্রদান করা হয়, তবে তাও গ্রহণ করা হবে না।

৭। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় কোন উপকারে আসবে না। তাদের নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে ওজন করা হবে না।

৮। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যে কুফুরী করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর। যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে, তাকে বদলিয়ে দেয়া হবে।

৯। তাদের চেহারা মলিন হবে।

১০। জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যাক্কুম গাছ যা শয়তানের মাথার মত বীভৎস ও তৈলের গাছের ন্যায়। জাহান্নামিরা তা পেট পূর্ণ করে খাবে এবং এরপর পিপাসিত উঠের ন্যায় ফুটন্ত পানি পান করবে।

১১। গরম পানি ও ক্ষত বিধৌত পানি ও পুঁজ হবে তাদের পানীয়, কোন ঠাণ্ডা পানি ও পানীয় তারা পাবে না।

১২। তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের বিছানা ও জাহান্নামের শামিয়ানা।

১৩। জমাকৃত সোনা রূপা গরম করে তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।

১৪। মুনাফেকদেরকে দু'দুবার শাস্তি প্রদান করা হবে।

১৫। কঠিন থেকে কঠিন আযাবেও তারা মৃত্যুবরণ করবে না এবং তাদের আযাব কখনোও কমানো হবে না।

১৬। কাফেরদের জন্য ধ্বংস। পাপীরা হবে দোযখের লাকড়ী।

১৭। জাহান্নামীরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়ে এক প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাবে। জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়বে।

১৮। জাহান্নামীদের ধরে বেড়ী দিয়ে বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং সত্তর গজ শৃংখলে আবদ্ধ করা হবে। তাদেরকে ধরে দোযখের মধ্যখানে নিয়ে তাদের মাথার উপর গরম ফুটন্ত পানি ঢালা হবে।

সমাপ্ত

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুত্তাহিদ

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- মুমিনের পারিবারিক জীবন
- ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন
- ইসলামী আন্দোলনমুখী পরিবার গঠন
- জনশক্তির আত্মপর্যালোচনা ও মানোন্নয়ন
- বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
- ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবেন কেন ও কিভাবে
- ইসলামী বিপ্লব সাধনে অধস্তন দায়িত্বশীলদের ভূমিকা
- কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের উপায়

স্মৃতি প্রকাশনী, ঢাকা